এ কিতাবে এমন অসংখ্য বিধানাবলী রয়েছে,
যা শিখা ইসলামী বোনদের জন্য ফরয।

(BANGLA) ISLAMI BEHNO KI NAMAZ

ইসলামী বোনদের নামায
(হানাফী)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

- অযুর পদ্ধতি
- গোসলের পদ্ধতি
- তায়াম্মুমের পদ্ধতি
- আযানের উত্তরের পদ্ধতি
- নামাযের পদ্ধতি
- কাযা নামাযের পদ্ধতি
- নফলের বর্ণনা
- ইস্তিন্‌জার পদ্ধতি
- হায়েয ও নিফাসের বর্ণনা
- নারী জাতীয় রোগ সমূহের ঘরোয়া চিকিৎসা
- নাজাসাতের বর্ণনা
- ইসলামী বোনদের ২৩টি মাদানী বাহার

মাকতাবাতুল মদীনা
MADANI CHANNEL

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পাঠ করার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

এই কিতাবটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই কিতাবটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই কিতাবটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা ও কিতাব সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা ও কিতাব রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

এ কিতাবে এমন অসংখ্য বিধানাবলী রয়েছে
যা শিখা ইসলামী বোনদের জন্য ফরয।

ইসলামী বোনদের নামায (হানাফী)

লিখক:

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মওলানা

আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

প্রকাশকাল: রমযানুল মোবারক ১৪৩৬ হিজরী
জুন ২০১৫ ইংরেজী

প্রকাশনায়:

মাকতাবাতুল মদীনা

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাব ছাপানোর অনুমতি নেই।

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কতিপয় ফরয বিষয়াবলীর সম্পর্কে.....	১৪
কিতাব পাঠ করার ১৬টি নিয়্যত	১৬
অযুর পদ্ধতি	১৭
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৭
পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করানোর উপায়	১৭
গুনাহ ঝরে যাওয়ার ঘটনা	১৮
কবরে আগুন জ্বলে উঠল	১৯
১৫টি মাদানী ফুল	১৯
ইসলামী বোনদের অযু করার পদ্ধতি (হানাফী)	২০
অযু করার পর নিচের দোয়াটি পাঠ করবেন:	২৩
জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে যায়	২৩
অযু করার পর সূরা কদর পাঠ করার ফযীলত	২৪
দৃষ্টিশক্তি কখনো দূর্বল হবেনা	২৪
তাসাওউফের মহান মাদানী ব্যবস্থাপত্র	২৪
অযুর ৪টি ফরয	২৫
ধৌত করার সংজ্ঞা	২৬
অযুর ১৩টি সুন্নাত	২৬
অযুর ২৯টি মুস্তাহাব	২৭
অযুর ১৫টি মাকরূহ	২৯
রোদের গরম পানির বিবরণ	৩০
ব্যবহৃত পানি সম্পর্কে ২৭টি মাদানী ফুল	৩১
জখম ইত্যাদি থেকে রক্ত বের হওয়ার ৫টি বিধান	৩৫
থুথুতে রক্ত দেখা গেলে কোন্ অবস্থায় অযু ভাঙ্গবে?	৩৬
রক্ত ওয়ালা মুখের কুলির সাবধানতা	৩৬
ইনজেক্শন লাগালে অযু ভাঙ্গবে কি না?	৩৬
অসুস্থ চোখের পানি	৩৭
পাক ও নাপাক ভেজা ভাব	৩৭
ফোঁড়া বা ফোস্কা	৩৭
বমি দ্বারা কখন অযু ভঙ্গ হয়?	৩৮
দুগ্ধপোষ্য শিশুর বমি ও প্রস্রাব	৩৮
অযুতে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার ৫টি বিধান	৩৮
পান খাওয়ার অভ্যাসিরা মনযোগ দিন	৩৯
ঘুমালে অযু ভাঙ্গা এবং না ভাঙ্গার বর্ণনা	৪০
ঘুমানোর ১০টি ধরন, যেগুলোতে অযু ভঙ্গ হয়না	৪১
ঘুমানোর ১০টি ধরন, যেগুলোর কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়	৪২
হাসি সংক্রান্ত বিধান	৪২
৭টি বিভিন্ন মাসয়ালা	৪৩
গোসলের অযুই যথেষ্ট	৪৪
যাদের অযু থাকেনা তাদের জন্য ৯টি বিধান	৪৪
অযু সম্পর্কিত ২০টি নিয়্যত	৪৮
গোসলের পদ্ধতি	৫০
দরূদ শরীফের ফযীলত	৫০
ফরয গোসলে সাবধানী হওয়ার তাগিদ	৫০
কবরের বিড়াল	৫১
ফরয গোসলে কখন বিলম্ব করা হারাম?	৫১
গোসল ফরয অবস্থায় ঘুমানোর বিধান	৫২
গোসলের পদ্ধতি (হানাফী)	৫৩
গোসরের তিন ফরয	৫৪
১. কুলি করা	৫৪
২. নাকে পানি দেওয়া	৫৪
৩. সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো	৫৫
ইসলামী বোনদের গোসল সম্পর্কিত ২৩টি সাবধানতা	৫৫
জখমের পট্টি	৫৬
গোসল ফরয হওয়ার ৫টি কারণ	৫৭
যে অবস্থায় গোসল ফরয হয়না	৫৮
প্রবাহমান পানিতে গোললের পদ্ধতি	৫৮
ফোয়ারা প্রবাহমান পানির বিধানের মত	৫৯
শাওয়ারের সাবধানতা	৫৯
গোসলের ৫টি সুন্নাত অবস্থা	৫৯
গোসরের ২৪টি মুস্তাহাব অবস্থা	৬০
একটি গোসলে বিভিন্ন নিয়্যত	৬০
গোসলের কারণে সর্দি বেড়ে গেলে তখন?	৬১
বালতিতে পানি নিয়ে গোসল করার সময় সাবধানতা	৬১
চুলের গিট/ জট	৬১
অযু বিহীন অবস্থায় দ্বীনি কিতাবাদি স্পর্শ করা	৬১
অপবিত্র/ নাপাক অবস্থায় দরূদ শরীফ পাঠ করা	৬২
আঙ্গুলে কালি জমাট হয়ে থাকলে তখন?	৬২
মহিলা/ মেয়ে শিশু কখন প্রাপ্ত বয়াস্কা/ বালেগা হয়?	৬২
কুমন্ত্রনার একটি কারণ	৬৩
সুন্নাতের অনুসরণের বরকতে মাগফিরাতের সুসংবাদ মিলল	৬৩
লুঙ্গি পরিধান করে গোসল করার সাবধানতা	৬৪
তায়াম্মুমের পদ্ধতি	৬৬
দরূদ শরীফের ফযীলত	৬৬
তায়াম্মুমের ফরয	৬৬
তায়াম্মুমের ১০টি সুন্নাত	৬৬
তায়াম্মুমের পদ্ধতি (হানাফী)	৬৭
তায়াম্মুমের ২৬টি মাদানী ফুল	৬৮

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
আযানের উত্তরের (প্রদানের) পদ্ধতি	৭২
মুক্তার তাজ/ মুকুট	৭২
আযানের উত্তরের ফযীলত	৭২
আযানে উত্তর প্রদানকারী জান্নাতী হয়ে গেল	৭৩
আযানের উত্তর এইভাবে প্রদান করুন	৭৪
আযানের উত্তর প্রদানের ৮টি মাদানী ফুল	৭৫
নামাযের পদ্ধতি	৭৭
দরূদ শরীফের ফযীলত	৭৭
কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম প্রশ্ন	৭৮
নামায আদায়কারীর জন্য নূর	৭৯
কে কার সাথে উঠবে!	৭৯
প্রচন্ড আহত অবস্থায় নামায	৮০
হাজার বছর জাহান্নামের আযাবের যোগ্য	৮০
নামায আলো বা অন্ধকার হওয়ার কারণ	৮১
মন্দ পরিণামের একটি কারণ	৮১
নামায চোর	৮২
চোর দুই প্রকার	৮২
ইসলামী বোনদের নামায পড়ার পদ্ধতি (হানাফী)	৮৩
দৃষ্টি আকর্ষণ!	৯০
নামাযের ৬টি শর্ত	৯০
আসরের নামায আয়াদ করার সময় যদি মাকরূহ ওয়াক্ত এসে যায় তখন?	৯৩
নামাযের ৭টি ফরয	৯৫
অক্ষর সমূহ বিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক	৯৯
সাবধান! সাবধান! সাবধান!	৯৯
মাদ্‌রাসাতুল মদীনা	১০০
কার্পেটের ক্ষতি সমূহ	১০১
কার্পেট পাক করার পদ্ধতি	১০২
নামাযের প্রায় ২৫টি ওয়াজিব	১০৩
তাকবীরে তাহরীমার ৬টি সুন্নাত	১০৫
কিয়ামের ১১টি সুন্নাত	১০৫
রুকূ করার ৪টি সুন্নাত	১০৬
কওমার ৩টি সুন্নাত	১০৭
সিজদার ১৮টি সুন্নাত	১০৭
জালসার ৪টি সুন্নাত	১০৮
দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠার ২টি সুন্নাত	১০৮
কা'দা বা বৈঠকের ৮টি সুন্নাত	১০৮
সালাম ফিরাবার ৪টি সুন্নাত	১০৯
ফরযের পরবর্তী সুন্নাত নামাযের ৩টি সুন্নাত	১০৯
নামাযের প্রায় ১৪টি মুস্তাহাব	১১০
সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীযের আমল	১১০
ধূলাবালি মাখা কপালের ফযীলত	১১১
নামায ভঙ্গকারী ২৯টি বিষয়	১১১
নামাযে কান্না করা	১১২
নামাযে কাশি দেওয়া	১১২
নামাযের মধ্যে দেখে তিলাওয়াত করা	১১৩
আমলে কছীরের সংজ্ঞা	১১৩
নামাযের মধ্যে পোষাক পরিধান করা	১১৪
নামাযের মধ্যে কিছু গিলে ফেলা	১১৪
নামাযের মধ্যভাগে ক্বিবলার দিক ফিরে যাওয়া	১১৫
নামাযে সাপ মারা	১১৫
নামাযে চুলকানো	১১৬
اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার ক্ষেত্রে ভুলভান্তি	১১৬
নামাযের ২৬টি মাকরূহে তাহরীমা	১১৭
কাঁধের উপর চাদর ঝুলানো	১১৭
প্রাকৃতিক হাজতের তীব্রতা	১১৭
নামাযে কঙ্কর ইত্যাদি সরানো	১১৮
আঙ্গুল মটকানো	১১৮
কোমরে হাত রাখা	১১৯
আসমানের দিকে দেখা	১১৯
নামাযীর দিকে তাকানো/ দেখা	১২০
নামায ও ছবি	১২১
নামাযের ৩০টি মাকরূহে তানযীহি	১২২
জোহরের শেষের ২ রাকাত নফলের ব্যাপারে কী বলব!	১২৪
বিতিরের নামাযের ১২টি মাদানী ফুল	১২৫
দোয়ায়ে কুনূত	১২৬
বিতিরের সালাম ফিরানোর পর একটি সুন্নাত	১২৭
সিজদায়ে সাহুর ১৪টি মাদানী ফুল	১২৭
কাহিনী	১২৯
সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি	১৩০
সিজদায়ে তিলাওয়াত ও শয়তানের দূর্ভাগ্য	১৩০
اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ উদ্দেশ্য পূরণ হবে	১৩০
তিলাওয়াতে সিজদার ১১টি মাদানী ফুল	১৩১
তিলাওয়াতে সিজদা করার পদ্ধতি	১৩৩
সিজদায়ে শোকরের বর্ণনা	১৩৩
নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করা মারাত্মক গুনাহ	১৩৪
নামাযীর সামনে দিয়ে গমনের ১৫টি বিধান	১৩৪
তারাবীহর ১৭টি মাদানী ফুল	১৩৬
পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিবরণ	১৩৯
নামাযের পর পাঠ করা হয় (এমন) অজিফা সমূহ	১৩৯
এক মিনিটে খতমে কুরআনের সাওয়াব	১৪২
শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৪২
কাযা নামাযের পদ্ধতি	১৪৩
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৪৩
জাহান্নামের ভয়ানক উপত্যকা	১৪৪
তাপে পর্বতও গলে যাবে	১৪৪
এক ওয়াক্তের নামায কাযা করলে সেও ফাসিক	১৪৪

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাথা পিষ্ট করার সাজা	১৪৫
কবরে আগুনের শিখা	১৪৫
যদি নামায পড়তে ভুলে যান, তবে.....?	১৪৬
অপারগ অবস্থায় যথা সময়ে "আদায়" করার সাওয়াব পাবে কি না?	১৪৬
রাতের শেষ ভাগে ঘুমানো কেমন?	১৪৭
গভীর রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকা	১৪৮
আদা, কাষা ও এয়াদা কাকে বলে?	১৪৯
তাওবার রোকন ৩টি	১৫০
ঘুমন্ত ব্যক্তিকে নামাযের জন্য জাগানো কখন ওয়াজিব হয়	১৫০
তাড়াতাড়ি কাযা আদায় করে নিন	১৫০
কাযা নামায গোপনে আদায় করুন	১৫১
'জুমাতুল বিদা'য় কাযায়ে ওমরী	১৫১
সারা জীবনের কাযা নামাযের হিসাব	১৫২
কাযা করার ধারাবাহিকতা	১৫২
কাযায়ে ওমরীরর পদ্ধতি (হানাফী)	১৫২
কসর নামাযের কাযা	১৫৩
ধর্মদ্রোহীতা কালীন নামায সমূহ	১৫৩
সন্তান প্রসবকালীন সময়ের নামায	১৫৪
রুগ্ন ব্যক্তির জন্য নামায কখন ক্ষমাযোগ্য?	১৫৪
সারা জীবনের নামায পূনরায় আদায় করা	১৫৪
কাযা শব্দটি ভুলে গেলে কোন অসুবিধা নেই	১৫৪
নফল নামাযের পরিবর্তে কাযায়ে ওমরী পড়ুন	১৫৫
ফযর ও আছরের নামাযের পরে নফল নামায পড়া যাবেনা	১৫৫
জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত যদি থেকে যায় তখন কি করবেন?	১৫৫
মাগরিবের সময় কি খুব সংকীর্ণ?	১৫৬
নামাযে তারাবীহের কাযার বিধান কি?	১৫৭
নামাযের ফিদিয়া	১৫৭
মৃত মহিলার ফিদিয়া আদায়ের একটি মাসয়ালা	১৫৯
১০০টি বেতের হিলা	১৫৯
কর্ণ ছেদনের প্রথা কখন থেকে শুরু হয়ে?	১৬০
গরুর মাংসের হাদিয়া	১৬১
যাকাতের শরয়ী হিলা	১৬২
১০০ ব্যক্তিই, সমান সমান সাওয়াব পাবে	১৬২
ফকীরের সংজ্ঞা	১৬৩
মিসকীনের সংজ্ঞা	১৬৪
নফল নামাযের বর্ণনা	১৬৫
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৬৫
আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হওয়ার উপায়	১৬৫
সালাতুল লাইল	১৬৬
তাহাজ্জুদ ও রাত্রিকালীন নামায পড়ার ফযীলত	১৬৬
তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারীর জন্য জান্নাতের আলীশান বালাখানা	১৬৭
সৎ বান্দাদের ৮টি ঘটনা	১৬৮
(১) সারা রাত নামায পড়তে থাকত	১৬৮
(২) মৌমাছির সুমিষ্ট আওয়াজ	১৬৯
(৩) আমি জান্নাত কিভাবে চাইব?	১৬৯
(৪) তোমার পিতা অজ্ঞাত আযাবকে ভয় করে	১৬৯
(৫) ইবাদতের জন্য জাগ্রত হওয়ার বিস্ময়কর পদ্ধতি	১৭০
(৬) কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলা	১৭১
(৭) মৃত্যুর স্মরণে ক্ষুধার্ত থাকা রমনী	১৭১
(৮) আহাজারীকারী পরিবার	১৭২
ইশরাকের নামায	১৭৩
ইশরাক নামাযের সময়	১৭৩
চাশত নামাযের ফযীলত	১৭৪
চাশত নামাযের সময়	১৭৪
সালাতুত তাসবীহ	১৭৪
সালাতুত তাসবীহ পড়ার পদ্ধতি	১৭৪
ইস্তেখারা	১৭৫
ইস্তেখারার নামাযে কোন সূরা পড়বে?	১৭৭
সালাতুল আওয়াবীনের ফযীলত	১৭৮
আওয়াবীনের নামাযের পদ্ধতি	১৭৮
তাহিয়্যাতুল অযু	১৭৯
সালাতুল আছরার	১৭৯
সালাতুল হাজত	১৮১
অন্ধব্যক্তি চোখের জ্যোতি ফিরে ফেল	১৮২
সূর্য গ্রহণের নামায	১৮৪
গ্রহণের নামায পড়ার পদ্ধতি	১৮৪
তাওবার নামায	১৮৫
ইশার নামাযে পর দুই রাকাত নফল নামাযের সাওয়াব	১৮৬
আসরের সুন্নাত প্রসঙ্গে হুযুর ﷺ এর দুইটি বাণী:	১৮৬
জোহরের শেষে দুই রাকাত নফলের ব্যাপারে কি বলব!	১৮৬
ইস্তিন্জার পদ্ধতি	১৮৮
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৮৮
শাস্তি হালকা হয়ে গেল	১৮৮
ইস্তিন্জার পদ্ধতি	১৮৯
জমজম শরীফের পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করা কেমন?	১৯২
ইস্তিন্জাখানার দিক ঠিক রাখুন	১৯২
ইস্তিন্জার পর পা ধুয়ে নিন	১৯২
গর্তে প্রস্রাব করা	১৯৩
জ্বীন শহীদ করে দিল	১৯৩

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
গোসলখানায় প্রস্রাব করা	১৯৪
ইস্তিন্জার ঢিলার বিধান	১৯৪
মাটির ঢিলা এবং বিজ্ঞানের বিশ্লেশষ	১৯৬
বৃদ্ধ কাফির ডাক্তারের গবেষণা উন্মোচন	১৯৭
ইস্তিন্জা করার সময় বসার পদ্ধতি	১৯৭
বাম পায়ের উপর ভর দেওয়ার হিকমত	১৯৮
চেয়ারের মত কমোড (ইংলিশ কমোড)	১৯৮
লজ্জাস্থানের ক্যান্সার	১৯৯
টয়লেট পেপার থেকে সৃষ্টি হওয়া রোগ সমূহ	১৯৯
টয়লেট পেপার এবং হৃদপিণ্ডের রোগ সমূহ	১৯৯
শক্ত জমিতে ইস্তিন্জা করার ক্ষতি সমূহ	২০০
প্রিয় আক্বা ﷺ দূরে তাশরীফ নিতেন	২০১
হাজতের আগে হাটা-চলার উপকারিতা	২০১
শৌচগারে যাওয়ার ৪৭টি নিয়্যত	২০২
পাবলিক টয়লেটে যেতে এই নিয়্যত করে নিন	২০৪
হায়েয ও নিফাসের বর্ণনা	২০৫
দরূদ শরীফের ফযীলত	২০৫
হায়েয কাকে বলে?	২০৭
ইস্তিহাযা কাকে বলে?	২০৭
হায়েযের রং	২০৭
হায়েযের রহস্য	২০৮
হায়েযের সময়সীমা	২০৮
কিভাবে বুঝতে পারবেন যে ইহা ইস্তিহাযা	২০৮
হায়েযের নূন্যতম ও সর্বোচ্চ বয়স	২০৯
দুই হায়েযের মধ্যভাগে নূন্যতম ব্যবধান	২০৯
গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা	২১০
নিফাসের বর্ণনা	২১০
নিফাসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা	২১০
নিফাস সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় মাসয়ালা	২১১
গর্ভ যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে.....?	২১১
কিছু ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন	২১২
ইস্তিহাযার বিধান	২১২
হায়েয ও নিফাসের ২১টি বিধান	২১৩
হায়েয ও নিফাস সম্পর্কিত ৮টি মাদানী ফুল	২১৯
নারী জাতীয় রোগ সমূহের ঘরোয়া চিকিৎসা	২২১
দরূদ শরীফের ফযীলত	২২১
রোগ থেকে মুক্তির জন্য...	২২২
হায়েযের ক্ষতিকর দিক সমূহ	২২২
হায়েযের ক্ষতি ও ভয়ানক স্বপ্ন	২২২
অধিক হায়েযে (রক্তস্রাবের) দুটি প্রতিকার	২২৩
মাসিক/ ঋতুস্রাব খারাপ হওয়ার ৩টি চিকিৎসা	২২৩
হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়ার ৬টি চিকিৎসা	২২৩
হায়েযের ব্যথার চিকিৎসা	২২৪
বন্ধ্যা স্ত্রী লোকের ৫টি প্রতিকার	২২৪
গর্ভবতীর কষ্ট লাঘবে ৬টি চিকিৎসা	২২৫
সুন্দর ও জ্ঞান সম্পন্ন সন্তানের জন্য	২২৫
গর্ভের সময়ের জন্য উত্তম আলম	২২৭
প্রসবে বিলম্ব	২২৭
যদি বাচ্চা পেটে বাঁকা হয়ে যায় তাহলে.....	২২৭
সাদা স্রাব	২২৮
গর্ভের হিফাযতের ৭টি রূহানী চিকিৎসা	২২৮
লিউকোরিয়ার চিকিৎসা	২২৯
ইরকুন্নিসার ২টি চিকিৎসা	২৩০
অপবিত্রতার বর্ণনা	২৩১
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৩১
নাজাসাতের প্রকারভেদ	২৩১
নাজাসাতে গলীজা	২৩১
দুধপানকারী বাচ্চার প্রস্রাব নাপাক	২৩৩
নাজাসাতে গলীজার বিধান	২৩৩
দিরহামের পরিমাণের ব্যাখ্যা	২৩৪
নাজাসাতে খফীফা	২৩৫
নাজাসাতে খফীফার বিধান	২৩৫
চর্বিতচর্বণের বিধান	২৩৬
পিত্তের হুকুম/ বিধান	২৩৬
পশুর বমি	২৩৬
দুধ ও পানির মধ্যে যদি নাপাকী পড়ে, তবে.....?	২৩৭
দেয়াল, জমিন, গাছ ইত্যাদি কিভাবে পাক হবে?	২৩৮
রক্তাক্ত জমিন পবিত্র করার পদ্ধতি	২৩৯
গোবর দ্বারা প্রলেফ দেয়া জমিন	২৩৯
যে সমস্ত পাখির বিষ্ঠা পাক	২৩৯
মাছের রক্ত পবিত্র	২৩৯
প্রস্রাবের হালকা পাতলা ছিটা	২৪০
মাংসের অবশিষ্ট রক্ত	২৪০
পশুর শুকনো হাঁড়	২৪০
হারাম পশুর দুধ	২৪০
ইঁদুরের বিষ্ঠা	২৪০
যে সমস্ত মাছি নাপাকীর উপর বসে	২৪১
বৃষ্টির পানির বিধান	২৪১
গলিতে জমে থাকা বৃষ্টির পানি	২৪২
রাস্তায় ছিটকানো পানির ছিটা	২৪৩
ঢিলা দ্বারা পবিত্র হওয়ার পর আগত ঘাম	২৪৩
কুকুর যদি শরীরের সাথে লাগে	২৪৩
কুকুর যদি আটায় মুখ দেয় তখন.....?	২৪৩

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুকুর প্লেটে মুখ দিলে	২৪৪
বিড়াল যদি পানিতে মুখ দেয় তবে?	২৪৪
তিনজন মাদানী মুন্নীর মৃত্যুর বেদনাদায়ক ঘটনা	২৪৪
পশুর ঘাম	২৪৫
গাধার ঘাম পবিত্র	২৪৫
রক্তাক্ত মুখে পানি পান করা	২৪৫
মহিলার পর্দার স্থানের আদ্রতা	২৪৬
নষ্ট হওয়া মাংস	২৪৬
রক্তের শিশি	২৪৬
মৃত ব্যক্তির মুখের পানি	২৪৬
নাপাক বিছানা	২৪৬
ভিজা/ আর্দ্র রুমালী	২৪৭
মানুষের চামড়ার টুকরা	২৪৭
শুকনো গোবর	২৪৭
তাবার উপর নাপাক পানি ছিটা দিল তবে?	২৪৭
হারাম জন্তুর মাংস ও চামড়া কিভাবে পাক হবে?	২৪৭
ছাগলের চামড়ায় বসলে বিনয়ী (নম্রতা) সৃষ্টি হয়	২৪৮
ঘন নাপাকী বিশিষ্ট কাপড় কিভাবে ধৌত করবেন?	২৪৮
যদি নাজাসাতের রং কাপড়ে অবশিষ্ট থাকে তখন....?	২৪৯
পাতলা নাপাকী বিশিষ্ট কাপড় পবিত্র করার ব্যাপারে ৬টি মাদানী ফুল	২৪৯
প্রবাহিত নলের নিচে ধৌত করলে নিংড়ানো শর্ত নয়	২৫০
প্রবাহিত পানিতে পাক বরার ক্ষেত্রে মোছড়ানো শর্ত নয়	২৫১
পবিত্র ও অপবিত্র কাপড় একত্রে ধৌত করার মাসয়ালা	২৫১
নাপাক কাপড় পাক করার সহজ পদ্ধতি	২৫২
ওয়াশিং মেশিনে কাপড় পাক করার পদ্ধতি	২৫২
নলের নিচে কাপড় পাক করার পদ্ধতি	২৫৩
কার্পেট পাক করার পদ্ধতি	২৫৩
নাপাক মেহেদী দ্বারা রঞ্জিত হাত কিভাবে পাক হবে?	২৫৪
নাপাক তৈল মাখা কাপড় ধোয়ার মাসয়ালা	২৫৪
যদি কাপড়ে কিছু অংশ নাপাক হয়ে যায়	২৫৫
দুধ দ্বারা কাপড় ধৌত করা কেমন?	২৫৬
বীর্য পতিত কাপড় পাক করার ৬টি বিধান	২৫৬
অপরের নাপাক কাপড়ের চিহ্নিত করা কখন ওয়াজিব	২৫৬
তুলা পাক করার পদ্ধতি	২৫৬
বরতন পাক করার পদ্ধতি	২৫৭
ছুরি, চাকু ইত্যাদি পাক করার পদ্ধতি	২৫৭
আয়না পাক করার পদ্ধতি	২৫৭
জুতা পাক করার পদ্ধতি	২৫৮
কাফিরদের ব্যবহৃত সুয়েটার ইত্যাদি	২৫৮
ইসলামী বোনদের ২৩টি মাদানী বাহার	২৬০
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৬০
(১) মাদানী আক্বা ﷺ এর সবুজ পাগড়ী ওয়ালাদের প্রতি মুহাব্বত	২৬১
ইসলামী বোনদের মধ্যে মাদানী পবির্তন	২৬২
(২) আমি মাদানী বোরকা কিভাবে পরিদান করলাম!	২৬৩
(৩) হুযুর পুরনূর ﷺ এর দীদার নসীব হল	২৬৩
(৪) সঠিক পথ মিলে গেল!	২৬৭
(৫) আমি গান লিখতাম	২৬৮
(৬) ঈর্ষাযোগ্য মৃত্যু	২৬৯
(৭) মদীনার সফরের সৌভাগ্য লাভ হল	২৭০
(৮) মেয়ের সংশোধনের রহস্য	২৭১
(৯) মাদানী মুন্না সুস্থতা লাভ করল	২৭২
(১০) চাকরী মিলে গেল	২৭৪
(১১) সত্যিকারের নিয়্যতের বরকত	২৭৫
(১২) সন্তান লাভ হল, পায়ের ব্যথা দূর হয়ে গেল	২৭৬
(১৩) আমার সমস্যা সমাধান হয়ে গেল	২৭৭
(১৪) মাদানী ইনআমাতের আমলের বরকতে "চল মদীনার" সৌভাগ্য নসীব হল	২৭৮
(১৫) বিনা অপারেশনে সন্তান ভূমিষ্ট হল	২৮০
(১৬) ঘরের সদস্যদের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করুন	২৮২
৪টি হাদীসে মোবারক	২৮২
(১৭) সন্তান সুস্থ হয়ে গেল	২৮৩
(১৮) এ পরিবেশ আমি নগন্যকে মহান বানিয়ে দিয়েছে, দেখো!	২৮৫
(১৯) আমি প্যান্ট-শার্ট পরিধান করতাম	২৮৮
(২০) আমি প্রতিদিন ৩/৪টি সিনেমা দেখতাম!	২৮৯
(২১) আমি ১২ বছর যাবৎ নিঃসন্তান ছিলাম	২৯১
(২২) গুনাহকে গুনাহ হিসেবে জানার অনুভূতি মিলল	২৯৪
(২৩) আমি মুভি (নাটক) বানাতাম	২৯৫
তথ্যসূত্র	২৯৬

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

কতিপয় ফরয বিষয়াবলী সম্পর্কে.....

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা এতটুকু যে, সত্য মাযহাবের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান রাখা, অযু, গোসল, নামায, রোযা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিধানাবলীর ব্যাপারে অবগত হওয়া। ব্যবসায়ী ব্যবসা, কৃষক কৃষিকাজ, কর্মচারী ইজারা মোটকথা প্রত্যেক ব্যক্তি যে অবস্থায় রয়েছে, সে সম্পর্কিত শরীয়াতের বিধানাবলী অবগত হওয়া ফরযে আইন। যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো অর্জন করবেনা, জ্যামিতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে সময় নষ্ট করা জায়েয নয়। যে ফরয ছেড়ে নফল নিয়ে ব্যস্ত হয় হাদীস সমূহে তার ব্যাপারে মারাত্মক নিন্দা এসেছে এবং তার সে নেক আমল বিতাড়িত সাবস্ত্য হয় যেন ফরয ছেড়ে অহেতুক বিষয়াবলীতে সময় নষ্ট না করে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৬৪৭, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

আফসোস! আজ আমাদের অধিকাংশই শুধু দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জন কারার মধ্যে ব্যস্ত। যদি কারো কোন ধর্মীয় আগ্রহ লাভ হলেও তার খেয়াল মুস্তাহাব বিষয়াবলীর প্রতি চলে গেছে। আফসোস! শত কোটি আফসোস!! ফরয জ্ঞানের বিষয়াবলীর প্রতি মুসলমানদের মনোযোগ না হওয়ার মত। আর অবস্থা এমন, নামাযীদের মধ্যেও অসংখ্য নামাযী নামাযের জরুরী মাসায়িল সম্পর্কে অজ্ঞ। অথচ ঐ সকল মাসায়িল শিখা ফরয এবং না জানা জঘন্য গুনাহ। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: নামাযের জরুরী মাসয়ালা সমূহ না জানা অপরাধ। **(প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ গুরুত্বপূর্ণ কিতাব "ইসলামী বোনদের নামায (হানাফী)" এ সকল অসংখ্য বিধানাবলীতে পরিপূর্ণ, যা শিখা ইসলামী বোনদের জন্য ফরয। এজন্য ইসলামী বোনেরা এটিকে শুধু একবার নয় বরং বার বার পড়ুন, লিখিত মাসয়ালা সমূকে মুখস্থ করুন, ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে অন্যান্য ইসলামী বোনদেরকেও পাঠ করে শুনান যদি কোন মাসয়ালা কোন শ্রবণকারীর বুঝে না আসে তবে শুধু নিজের বিবেক দ্বারা বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে আহলে সুন্নাতের ওলামাদের থেকে জেনে নিন। এটির পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মহিলার মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হলে যদি স্বামী আলিম হয় তবে তার থেকে জিজ্ঞাসা করবে আর যদি আলিম না হয়, তবে তাকে বলবেন যেন আলিম থেকে জিজ্ঞাসা করে আসে

www.dawateislami.net

আর ঐ সকল অবস্থায় তার (মহিলার) আলিমের কাছে যাওয়ার অনুমতি নেই আর এ দু অবস্থা না হলে যেতে পারবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলা দা'ওয়াতে ইসলামীর "ইফতা মজলিশ" এবং "মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ" এর ওলামায়ে কেরামদেরকে كَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام মহান প্রতিদান দান করুক। কেননা, তারা এ কিতাবকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুবই সাবধাণতার সাথে তাফতীশ (বিশ্লেষণ) করেছেন এবং অনেক জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ রেওয়ায়াত সমূহ এবং জুযয়ীয়াহ বৃদ্ধি করে এটার উপকারীতাকে দ্বিগুণ করে দিয়েছেন। নিন্দুকের নিন্দাকে উপেক্ষা করে এ বাস্তবতাকে স্বীকার করছি যে, এ কিতাবটি তাদের বিশেষ দিক নির্দেশনা এবং ফয়যানে নযরের ফলাফল। **আল্লাহ্ তাআলা** এ কিতাবের লিখক, এটির অধ্যায়নকারীনী/ কারীদের (ইসলামী ভাইদের জন্যও এটিতে অনেক উপকারী মাদানী ফুল আছে) মুখস্থ শক্তি মজবুত করুক যেন তাদের সঠিক মাসয়ালা স্মরনে থাকে এবং আমল করা ও অন্যান্যদের নিকট পৌঁছানোর তাওফিক দান করুক। **আল্লাহ্ তাআলা** সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখকের) এ নগন্য প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং ইখলাছের স্থায়ী সম্পদ দ্বারা ধন্য করুক।

মেরা হার আমল বছ তেরে ওয়াসেতে হো, কর ইখলাছ এয়ছা আতা ইয়া ইলাহী!

আত্তারের দোয়াঃ- হে আল্লাহ্! যে এ কিতাবকে নিজের আত্মীয়দের ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে এমনকি অন্যান্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে বিয়ে শোকের অনুষ্ঠান ও ইজতিমা ইত্যাদিতে বন্টন করাবেন মহল্লায় ঘরে ঘরে পৌঁছায় তার এবং তার সদকায় আমারও দু'জাহানের কামিয়াবী দান কর। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২৭ই রজবুর মুরাজ্জব, ১৪২৯ হিঃ / 29-7-2008

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

কিতাব পাঠ করার ১৬টি নিয়্যত

রাসুলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

"نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ- মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।" (আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৪২)

দুইটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না।
(২) ভাল নিয়্যত যত বেশী, সাওয়াবও তত বেশী।

(১) একনিষ্টতার সাথে মাসয়ালা শিখে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জনের হকদার হব (২) যথা সম্ভব এ কিতাব অযু সহকারে এবং (৩) ক্বিবলামুখী হয়ে অধ্যয়ন করব (৪) এটি অধ্যয়নের মাধ্যমে ফরয বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করব (৫) নিজের অযু, গোসল এবং নামায ইত্যাদি বিশুদ্ধ করব (৬) যেসব মাসয়ালা বুঝে আসবে না সেটার জন্য আয়াতে করীমা فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۳﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সুতরাং হে লোকেরা জ্ঞানীদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে। (পারা- ১৪, সূরা- নাহল, আয়াত- ৪৩) এর উপর আমল করে ওলামাদের প্রতি মনোযোগী হব (৭) (নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ স্থানে আন্ডার লাইন করব (৮) (নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) স্মরণ রাখুন, লিখা বিশিষ্ট পৃষ্টায় প্রয়োজনীয় মাদানী ফুল নোট করব (৯) যে মাসয়ালা কঠিন মনে হবে তা বারবার পাঠ করব (১০) সারাজীবন আমল করতে থাকব (১১) যে সকল ইসলামী বোন জানে না, তাদেরকে শিখাব (১২) শরয়ী মাসয়ালা শিখব। (১৩) অন্যান্য ইসলামী বোনদের এ কিতাব পাঠের উৎসাহ প্রদান করব (১৪) (কমপক্ষে ১২টি বা সামর্থ্য অনুযায়ী) এ কিতাব কিনে অন্যান্যদেরকে তোহফা হিসেবে পেশ করব (১৫) এ কিতাব পাঠের সাওয়াব সকল উম্মতকে ইছালে সাওয়াব করব (১৬) লিখা ইত্যাদির মধ্যে যদি কোন শরয়ী ভূল পায় তবে প্রকাশককে লিখে অবহিত করব। (মুখে বলা বা বলানোতে বিশেষ উপকার লাভ হয়না)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অযুর পদ্ধতি (হানাফী)

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ্‌র মাহবুব, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) আমার উপর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার দুই চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন 'এই (ব্যক্তি) নিফাক ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত'। আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথে রাখা হবে।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭২৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পূর্বের ও পরের গুনাহ্ ক্ষমা করানোর উপায়

হযরত সায়্যিদুনা হুমরান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ অযুর জন্য পানি চেয়ে পাঠান। কেননা, তিনি একবার শীতের রাতে নামাযের জন্য বাইরে যেতে চাইলেন, আমি তাঁর জন্য পানি নিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁর মুখ ও দুই হাত ধৌত করলেন। (এটা দেখে) আমি আরয করলাম: **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার জন্য যথেষ্ট হোক! (আজকে) রাতে ঠান্ডা খুব বেশি। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: আমি **নবী পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ অযু করে, তার পূর্বের ও পরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব লিল মুনযরী, ১ম খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

গুনাহ্ ঝরে যাওয়ার ঘটনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! অযুকারীর গুনাহ্ সমূহ ঝরে যায়। এ সম্পর্কে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এক বার সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কুফার জামে মসজিদের অযুখানায় তাশরীফ নিলেন। তিনি এক যুবককে অযু করতে দেখলেন। তার অঙ্গ থেকে অযুর (ব্যবহৃত পানির) ফোঁটা টপকাচ্ছিল। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: হে বৎস! (তুমি তোমার) মাতা-পিতার নাফরমানি করা থেকে তাওবা করে নাও। যুবকটি তৎক্ষণাৎ বলল: আমি তাওবা করলাম। আরেক ব্যক্তির অযু (ব্যবহৃত হওয়া পানির) ফোঁটা ঝরতে দেখলেন। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সেই ব্যক্তিকে বললেন: হে আমার ভাই! তুমি ব্যভিচার করা থেকে তাওবা করে নাও। সে আরজ করল: আমি তাওবা করলাম। আরও একজন ব্যক্তি থেকে তিনি অযুর পানি ঝরতে দেখে বললেন: তুমি মদ পান করা এবং গান-বাজনা শোনা থেকে তাওবা করে নাও। সে আরজ করল: আমি তাওবা করলাম। সায়্যিদুনা ইমাম আযমের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কাছে কাশফের কারণে যেহেতু লোকদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পেয়ে যেত, সেহেতু তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কাশফ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে দোয়া করলেন। **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর দোয়া কবুল করেন। ফলে তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কাছ থেকে অযুকারীর গুনাহ ঝরে যাওয়ার দৃশ্য দেখা বন্ধ হয়ে গেল। (আল মীজানুল কুবরা, ১ম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

কবরে আগুন জ্বলে উঠল

হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন শুরাহবীল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি মারা যায়, যাকে লোকেরা মুত্তাকী ও পরহেজগার মনে করত। যখন তাকে কবরে দাফন করা হল, তখন ফেরেশতারা বললেন: আমরা তোমাকে **আল্লাহ্ তাআলা**র আযাবের ১০০ চাবুক মারব। সে জিজ্ঞাসা করল: কেন মারবেন? আমি তো তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করতাম। তখন ফেরেশতারা বললেন: আচ্ছা, পঞ্চাশ চাবুক মারব। তাতেও সেই ব্যক্তি তর্ক করতে লাগল। এক পর্যায়ে ফেরেশতা তাকে এক চাবুক মারাতে সম্মত হল। আর তারা **আল্লাহ্ তাআলা**র আযাবের এক চাবুক মারল, যার ফলে সম্পূর্ণ কবরে আগুন জ্বলে উঠে। এবার সে জিজ্ঞাসা করল: তোমরা আমাকে কেন চাবুক মারলে? ফেরেশতারা উত্তর দিলেন: তুমি একদিন জেনে বুঝে অযু ছাড়া নামায আদায় করেছিলে এবং আরেক বার এক মজলুম ব্যক্তি তোমার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিল। কিন্তু তুমি তাকে সাহায্য করনি।

(শরহুস সুদূর, ১৬৫ পৃষ্ঠা। হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪র্থ খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫১০১)

ইসলামী বোনেরা! অযুবিহিন নামায আদায় করা খুবই মন্দ কাজ। ফোকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰہُ السَّلَام এই রকম পর্যন্ত বলেছেন: কোন ওজর ব্যতীত জেনে বুঝে জায়িয মনে করে কিংবা ঠাট্টা করে অযু ছাড়া নামায আদায় করা কুফরী। (মিনহুর রওজিল আজহার লিল ক্বারী, ৪৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১৫টি মাদানী ফুল

(১) নামায (২) সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং (৩) পবিত্র কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযু করা ফরয। (নূরুল ঈযাহ্, ১৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(৪) বাইতুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফের জন্য অযু করা ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত) (৫) ফরয গোসলের আগে, (৬) গোসল ফরয হওয়া মহিলার পানাহার অথবা ঘুমানোর জন্য, (৭) **নবী পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজায়ে আকদাসের জেয়ারত, (৮) আরাফায় অবস্থান করা, (৯) সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করার জন্য অযু করা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা) (১০) ঘুমানোর জন্য, (১১) ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে, (১২) স্ত্রী সহবাসের পূর্বে, (১৩) রাগ আসলে ঐ সময়, (১৪) মুখস্থ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য, (১৫) দ্বীনি কিতাব স্পর্শ করার জন্য অযু করা মুস্তাহাব। (প্রাগুক্ত। নূরুল ইযাহ্, ১৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনদের অযু করার পদ্ধতি (হানাফী)

পবিত্র কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে, উঁচু স্থানে বসা মুস্তাহাব। অযুর জন্য নিয়্যত করা সুন্নাত। অন্তরের ইচ্ছাকে নিয়্যত বলা হয়। অন্তরে নিয়্যত থাকা সত্ত্বেও মুখে উচ্চারণ করে নেয়া উত্তম। তাই মুখে এভাবে নিয়্যত করবেন, আমি **আল্লাহ্ তাআলার** আদেশ পালনার্থে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য অযু করছি। بِسْمِ اللهِ বলে নিন, কেননা এটা সুন্নাত। বরং بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে নিন। যতক্ষণ পর্যন্ত অযু অবস্থায় থাকবে, ফিরিশতাগণ নেকী লিখতে থাকবেন। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১ম খন্ড, ৫১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১১২) এরপর উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিন বার করে ধৌত করুন। (পানির নল বন্ধ করে) উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো খিলালও করুন। কমপক্ষে তিন বার ডানে বামে উপরে নিচে দাঁতগুলো মিসওয়াক করুন এবং প্রত্যেক বার মিসওয়াক ধুয়ে নিন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

মিসওয়াক করার সময় নামাযে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকিরের জন্য মুখ পবিত্র করার নিয়্যত করা উচিৎ। (ইহ্ইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা) তারপর ডান হাতে তিন অঞ্জলী পানি নিয়ে (প্রত্যেক বারে নল বন্ধ করে) এভাবে তিনটি কুলি করবেন যেন প্রতি বারেই মুখের ভিতরের সবখানে পানি পৌঁছায়। রোযাদার না হলে গড়গড়াও করে নিন। অতঃপর ডান হাতে তিন অঞ্জলী পানি (প্রতি বারে আধা অঞ্জলী পানি যথেষ্ট) দিয়ে (প্রত্যেক বার নল বন্ধ করে) তিন বার নাকের ভিতর নরম মাংস পর্যন্ত পানি পৌঁছাবেন। আর রোযাদার না হলে নাকের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছায়ে দিন। (নল বন্ধ করে) বাম হাতে নাক পরিস্কার করে নিন এবং কনিষ্ঠা আঙ্গুল নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। তিন বার সমস্ত মুখমণ্ডল এভাবে ধৌত করবেন, যেখান থেকে সাধারণতঃ চুল গজাতে আরম্ভ করে সেখান থেকে থুতনির নিচে পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত সবখানে পানি প্রবাহিত হতে হবে। অতঃপর প্রথমে ডান হাত আঙ্গুলের মাথা থেকে কুনুই সহ তিন বার ধৌত করুন। অনুরূপ ভাবে বাম হাতও ধৌত করুন। উভয় হাত বাহুর অর্ধেক পর্যন্ত ধৌত করা মুস্তাহাব। চুড়ি, কাঁকন বা কোন অলংকার হাতে পরিধান করে থাকলে সেগুলো নড়াচড়া করে নিন, যাতে সেগুলোর নিচে চামড়ার উপর পানি প্রবাহিত হতে পারে। যদি সেগুলো নড়াচড়া ব্যতীত পানি প্রবাহিত হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে নড়াচড়া করার দরকার নেই। আর যদি নড়ানড়া না করে কিংবা খুলে না ফেলে পানি পৌঁছানো সম্ভব না হয়, তাহলে প্রথম অবস্থায় নড়াচড়া করা এবং দ্বিতীয় অবস্থায় খুলে ফেলা আবশ্যক। অধিকাংশ ইসলামী বোনেরা অঞ্জলীতে পানি নিয়ে কব্জি থেকে তিন বার প্রবাহিত করে দেন যেন কনুই পর্যন্ত চলে যায়। এভাবে করলে কব্জি ও কনুইয়ের চতুর্পার্শ্বে পানি না পৌঁছার আশংকা থাকে।

www.dawateislami.net

তাই বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী হাত ধৌত করুন। এখন কনুই পর্যন্ত অঞ্জলীপূর্ণ পানি প্রবাহিত করার দরকার নেই। বরং (শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া) এরকম করা পানির অপব্যয়। এরপর (নল বন্ধ করে) মাথা মাসেহ্ এভাবে করুন, যেন উভয় শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি বাদ দিয়ে উভয় হাতের তিন তিনটি আঙ্গুলের মাথা পরস্পর মিলিয়ে নিন। তারপর কপালের চুল বা চামড়ার উপর রেখে (সামান্য চাপ দিয়ে) মাথার পেছনে কাঁধ পর্যন্ত এভাবে টেনে নিয়ে যাবেন, যেন এ সময় ঐ আঙ্গুলের কোন অংশ চুল থেকে আলাদা না হয়। কিন্তু হাতের তালু চুল থেকে আলাদা থাকবে। কেবল সেই চুলগুলোই মাসেহ করুন, যেগুলো মাথার উপরের দিকে থাকে। এরপর মাথার পিছনের অংশ থেকে উভয় হাতের তালু টেনে কপাল পর্যন্ত নিয়ে আসবেন। এই সময় শাহাদাত আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় যেন মোটেও না লাগে। এবার শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভিতরের অংশকে আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কানের বাইরের অংশ মাসেহ্ করুন। কনিষ্ঠা আঙ্গুলকে কানের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। তারপর আঙ্গুলের পিঠ দিয়ে গর্দানের পিছনের অংশটি মাসেহ্ করবেন। কোন কোন ইসলামী বোন গলা ও ধৌত করা উভয় হাতের কনুই ও কব্জি মাসেহ্ করে থাকেন। এটি সুন্নাত নয়। মাথা মাসেহ্ করার পূর্বে পানির নল ভালভাবে বন্ধ করে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। বিনা কারণে নল খোলা রাখা অথবা অর্ধেক বন্ধ করে রাখা যাতে পানি ঝরতে থাকে এটা অপব্যয়। এরপর প্রথমে ডান পা এবং পরে বাম পা প্রত্যেক বার আঙ্গুল থেকে শুরু করে গোড়ালীর উপর পর্যন্ত ধৌত করুন। বরং মুস্তাহাব হল পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত তিন বার ধৌত করা। উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করা সুন্নাত। (খিলাল করার সময় নল বন্ধ রাখুন)। পায়ের আঙ্গুল খিলাল করার মুস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছে;

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে (প্রথমে) ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত। তারপর বাম হাতেরই কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে কনিষ্ঠা আঙ্গুল পর্যন্ত খিলাল করা।

(ফিকাহের সকল কিতাব দ্রষ্টব্য)

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় এই আশা করতে থাকবেন যে, আমার এই অঙ্গের গুনাহ্ ঝরে যাচ্ছে। (ইহ্ইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

অযু করার পর নিচের দোয়াটি পাঠ করবেন:

(শুরুতে ও শেষে দরূদ শরীফ)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔

(সুনানে তিরমিযী, ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৫)

অনুবাদ: 'হে **আল্লাহ্**! আমাকে বেশি বেশি তাওবাকারীদের মধ্যে শামিল কর। আর আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে যায়

কলেমায়ে শাহাদাতও অর্থাৎ

'اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ'

পাঠ করে নিন। কেননা, হাদীস শরীফে রয়েছে: "যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। (সে) যেটা দিয়ে ইচ্ছা ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে।"

(সহীহ মুসলিম, ১৪৪-১৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৪)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

যে (ব্যক্তি) অযু করার পর এই বাক্যগুলো পাঠ করবে:

'سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ'

অনুবাদ: হে **আল্লাহ্**! "তুমি অতিশয় পবিত্র। আর তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দরবারে তাওবা করছি।" তবে এতে মোহর লাগিয়ে আরশের নিচে রেখে দেওয়া হবে এবং কিয়ামতের দিন সেই পাঠকারীকে প্রদান করা হবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৫৪)

অযু করার পর সূরা কদর পাঠ করার ফযীলত

হাদীস শরীফে রয়েছে: "যে (ব্যক্তি) অযু করার পর এক বার সূরা কদর পাঠ করবে, তবে সে সিদ্দীকিনদের অন্তর্ভূক্ত আর যে ব্যক্তি দুই বার পাঠ করবে, তাকে শহীদগণের মধ্যে গন্য করা হবে এবং যে ব্যক্তি তিন বার পাঠ করবে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে হাশরের ময়দানে আপন নবীগণের সাথে রাখবেন। (কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬০৮৫। আল হাভী লিল ফতোওয়া লিস সুয়ূতী, ১ম খন্ড, ৪০২-৪০৩ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টিশক্তি কখনো দুর্বল হবেনা

যে ব্যক্তি অযু করার পর আসমানের দিকে তাকিয়ে (একবার) সূরা কদর পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার দৃষ্টিশক্তি কখনো দুর্বল হবেনা।

(মাসায়িলুল কুরআন, ২৯১ পৃষ্ঠা)

তাসাওউফের মহান মাদানী ব্যবস্থাপত্র

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

অযু করার পর আপনি যখন নামাযের দিকে মনোযোগী হবেন, তখন কল্পনা করুন যেসব প্রকাশ্য অঙ্গের উপর লোকজনের দৃষ্টি পড়ে, সেগুলো তো বাহ্যতঃ পবিত্র হয়েছে। কিন্তু অন্তরকে পবিত্র করা ব্যতীত **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে মুনাজাত করা লজ্জার পরিপন্থী। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** অন্তরগুলোকেও দেখে রয়েছেন। (তিনি) আরও বলেন: প্রকাশ্য ভাবে অযু করার পর এই কথা মনে রাখা উচিত, অন্তরের পবিত্রতা তাওবা করা, গুনাহ ছেড়ে দেওয়া এবং উত্তম চরিত্র অবলম্বন করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। যে ব্যক্তি অন্তরকে গুনাহের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র না করে বরং প্রকাশ্য পবিত্রতা, সাজ-সজ্জাকে যথেষ্ট মনে করে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যে বাদশাহকে দাওয়াত দিয়ে নিজের ঘরের বাইরে খুব চমকিত করা, রং ও আলোকিত করা, কিন্তু ঘরের ভিতরের অংশে পরিস্কার করার প্রতি কোন দৃষ্টি দেয়না। অতএব, যখন বাদশাহ তার ঘরের ভিতর এসে ময়লা-আবর্জনা দেখবেন, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না সন্তুষ্ট হবেন, তা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই বুঝতে পারেন। (ইহ্ইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অযুর ৪টি ফরয

(১) মুখমণ্ডল ধৌত করা: অর্থাৎ- দৈর্ঘ্য কপালের যেখান থেকে সাধারণত চুল গজাতে আরম্ভ করে সেখান থেকে থুতনির নিচে পর্যন্ত। আর প্রস্থে এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত একবার ধৌত করা।

(২) কনুই সহ উভয় হাত ধৌত করা: অর্থাৎ- দুই হাত কনুই সহ এমনভাবে ধৌত করবেন যে, আঙ্গুলের নখ থেকে কনুই সহ যেন একটি পশমও শুস্ক না থাকে।

www.dawateislami.net

(৩) মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ্ করাঃ অর্থাৎ- হাত ভিজিয়ে নিয়ে মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ্ করা।

(৪) গোড়ালী (টাখনু) সহ উভয় পা ধৌত করাঃ অর্থাৎ- উভয় পা গোড়ালী সহ এমনভাবে ধৌত করা যেন কোন স্থান শুস্ক না থাকে।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৩, ৪, ৫ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা)

মাদানী ফুলঃ এই চারটি ফরয থেকে যদি একটি ফরযও বাদ যায়, তবে অযু হবেনা। আর যখন অযু হবেনা তখন নামাযও হবেনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ধৌত করার সংজ্ঞা

কোন অঙ্গকে ধৌত করার অর্থ হচ্ছে; সেই অঙ্গের প্রতিটি অংশে কমপক্ষে দুই ফোঁটা পানি প্রবাহিত করা। কেবল ভিজিয়ে নেয়া অথবা তেলের মত মালিশ করে নেয়া কিংবা এক ফোঁটা পানি প্রবাহিত করাকে ধৌত করা বলা যাবে। এভাবে অযু ও গোসল হবেনা।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অযুর ১৩টি সুন্নাত

'অযু করার পদ্ধতি (হানাফী)'-তে অযুর কিছু সুন্নাত ও মুস্তাহাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর আরো কিছু বিস্তারিত লক্ষ্য করুন। যথা- (১) নিয়্যত করা। (২) بِسْمِ الله পাঠ করা। যদি অযু করার পূর্বে بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে নেয়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত অযু থাকবে, ফেরেশতারা নেকী লিখতে থাকবেন। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১ম খন্ড, ৫১৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১১১২) (৩) উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধৌত করা।

www.dawateislami.net

(৪) তিন বার মিসওয়াক করা। (৫) তিন অঞ্জলী (পানি দিয়ে) তিন বার কুলি করা। (৬) রোযাদার না হলে গড়গড়া করা। (৭) তিন অঞ্জলী পানি দিয়ে তিন বার নাকে পানি পৌঁছানো। (৮) হাত ও (৯) পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করা। (১০) সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা। (১১) উভয় কান মাসেহ্ করা। (১২) ফরয সমূহে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। (অর্থাৎ- ফরয অঙ্গগুলোর মধ্যে প্রথমে মুখ, তারপর কনুই সহ হাত ধৌত করা, অতঃপর মাথা মাসেহ করা, এরপর পা ধৌত করা।) (১৩) একটির পর আরেকটি অঙ্গ ধৌত করা। অর্থাৎ একটি অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার আগে আরেকটি অঙ্গ ধৌত করা। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১৪-১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অযুর ২৯টি মুস্তাহাব

(১) ক্বিবলামূখী হওয়া। (২) উঁচু স্থান হওয়া। (৩) বসে অযু করা। (৪) পানি প্রবাহিত করার সময় অঙ্গ সমূহের উপর হাত বুলানো। (৫) ধীরস্থির ভাবে অযু করা। (৬) অযুর অঙ্গ সমূহ প্রথমে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নেয়া, বিশেষ করে শীতকালে। (৭) অযু করার সময় বিনা প্রয়োজনে কারো সাহায্য গ্রহণ না করা। (৮) ডান হাতে কুলি করা। (৯) ডান হাতে নাকে পানি পৌঁছানো। (১০) বাম হাতে নাক পরিষ্কার করা। (১১) বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল নাকে প্রবেশ করানো। (১২) আঙ্গুলের পিঠ দিয়ে গর্দানের পিঠ মাসেহ্ করা। (১৩) উভয় কান মাসেহ্ করার সময় ভিজা কনিষ্ঠা আঙ্গুল কানের ছিদ্রে প্রবেশ করানো। (১৪) যদি আংটি ঢিলা হয় এবং আংটির নিচে পানি পৌঁছেছে বলে প্রবল ধারণা হয়, তবে আংটিকে নেড়ে দেয়া মুস্তাহাব। আর যদি আংটি শক্ত ভাবে লেগে থাকে, তবে সেটিকে নড়াচড়া করে এর নিচে পানি পৌঁছানো ফরয।

www.dawateislami.net

(১৫) শরীয়াতের ওজর (অপারগ ব্যক্তি) (শরয়ী মাজুরের বিস্তারিত বিধান এই কিতাবের ৪৪ থেকে ৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন) না হলে নামাযের সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই অযু করে নেওয়া। (১৬) যেসব ইসলামী বোনেরা পরিপূর্ণ ভাবে অযু করেন অর্থাৎ যাদের কোন জায়গা পানি প্রবাহিত না হয়ে থাকে, তাদের জন্য নাকের দিকস্থ চোখের কোণা, গোড়ালী, পায়ের তালু, গোড়ালীর উপরের মোটা রগ, আঙ্গুলের মাঝখানের ফাঁক জায়গা এবং কনুইয়ের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা (মুস্তাহাব)। আর অমনোযোগী হয়ে অযুকারীদের জন্য এসব স্থানগুলোর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা ফরয। কেননা, অধিকাংশ দেখা গেছে, এসব জায়গা শুষ্ক থেকে যায়। আর এটা অমনোযোগীতার কারণে হয়ে থাকে। এমন অমনোযোগী থাকা হারাম এবং মনোযোগ দেওয়া ফরয। (১৭) অযু করার বদনা বাম দিকে রাখা। যদি বড় থালা বা পাতিল ইত্যাদি দ্বারা অযু করে, তবে ডান দিকে রাখা। (১৮) মুখমন্ডল ধৌত করার সময় কপালে এভাবে পানি দেয়া যেন উপরের কিছু অংশও ধুয়ে যায়। (১৯) মুখমণ্ডল এবং (২০) হাত ও পায়ের উজ্জলতা প্রসারিত করা অর্থাৎ যতটুকু স্থান পর্যন্ত পানি প্রবাহিত করা ফরয তার চতুর্দিকের কিছু কিছু অংশ বেশি ধৌত করা। যেমন- হাত কনুই থেকে উপরে বাহুর অর্ধেক পর্যন্ত এবং পা টাখনু থেকে উপরে পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত ধৌত করা। (২১) উভয় হাতে মুখ ধৌত করা। (২২) হাত ও পা ধৌত করার সময় আঙ্গুল সমূহ থেকে আরম্ভ করা। (২৩) প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার পর হাত বুলিয়ে পানির ফোঁটাগুলো ফেলে দেয়া, যেন শরীর বা কাপড়ে ফোটা ফোটা না পড়ে। (২৪) প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময়ও মাসেহ্ করার সময় অযুর নিয়্যত বিদ্যমান থাকা। (২৫) শুরুতে بِسۡمِ اللّٰه এর সাথে দরূদ শরীফ ও কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করা।

www.dawateislami.net

(২৬) অযুর অঙ্গগুলো বিনা প্রয়োজনে না মোছা, যদি মুছতে হয়, তবে বিনা প্রয়োজনে সমপূর্ণ না শুকিয়ে সামান্য আদ্রতা অবশিষ্ট রাখা। কেননা, (ওই পানিগুলো) কিয়ামতের দিন নেকীর পাল্লায় রাখা হবে। (২৭) অযু করার পর হাত না ঝাড়া, কারণ এটা শয়তানের পাখা স্বরূপ। (২৮) অযু করার পর (পাজামার ঐ অংশ যা প্রস্রাবের রাস্তার নিকট থাকে) এর উপর পানি ছিঁটানো। (পানি ছিঁটানোর সময় পায়জামার উক্ত অংশকে জামার আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত। তাছাড়া অযু করার সময়ও, বরং সব সময় পর্দার উপর পর্দা করে পায়জামার ঐ অংশকে জামার আঁচল বা চাদর ইত্যাদির মাধ্যমে ঢেকে রাখা লজ্জাশীলতার অন্তর্ভূক্ত)। (২৯) যদি মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করা, যাকে তাহিয়্যাতুল অযু বলা হয়। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১৮-২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অযুর ১৫টি মাকরূহ্

(১) অযু করার জন্য অপবিত্র স্থানে বসা। (২) অপবিত্র জায়গায় অযুর পানি ফেলা। (৩) অযুর অঙ্গ সমূহ থেকে বদনা ইত্যাদিতে ফোটা ফোটা পানি ফেলা। (মুখ ধৌত করার সময় পানিপূর্ণ অঞ্জলীতে সাধারণতঃ মুখমন্ডল থেকে পানির ফোটা পড়ে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন)। (৪) ক্বিবলার দিকে থুথু, কফ কিংবা কুলির পানি ফেলা। (৫) অতিরিক্ত পানি ব্যয় করা। (সদরুশ শরীয়া আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাহারে শরীয়াতের দ্বিতীয় অংশের ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন: নাকে পানি দেওয়ার সময় আধা অঞ্জলী যথেষ্ট। সেক্ষেত্রে পূর্ণ এক অঞ্জলী পানি ব্যবহার করা অপচয়)। (৬) এত অল্প পানি ব্যবহার করা, যা দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়না।

www.dawateislami.net

(পানির নল এত বেশি খোলা রাখবেন না, যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পড়ে আবার এত বেশি বন্ধও রাখবেন না, যাতে সুন্নাতই আদায় না হয়, বরং মাধ্যম অবস্থায় রাখবেন)। (৭) মুখে পানি মারা। (৮) মুখে পানি দেওয়ার সময় ফুঁক দেওয়া। (৯) এক হাতে মুখ ধৌত করা, এটি হিন্দু ও রাফেজীদের স্বভাব। (১০) গলা মাসেহ্ করা। (১১) বাম হাতে কুলি করা কিংবা নাকে পানি দেওয়া। (১২) ডান হাতে নাক পরিষ্কার করা। (১৩) তিন বার নতুন করে পানি নিয়ে তিন বার মাথা মাসেহ্ করা। (১৪) রোদের গরম পানি দিয়ে অযু করা। (১৫) ঠোঁট বা চোখ খুব জোরে বন্ধ করে রাখা। যদি কোন জায়গা শুষ্ক থেকে যায় তবে অযুই হবেনা। অযুর প্রতিটি সুন্নাত বর্জন করা মাকরূহ। অনুরূপ প্রতিটি মাকরূহ্ পরিহার করা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ২২-২৩ পৃষ্ঠা)

রোদের গরম পানির বিবরণ

সদরুশ শরীয়া বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াতের দ্বিতীয় অংশের ২৩ পৃষ্ঠার টীকায় লিখেন: "যে পানি রোদে গরম হয়ে গেছে, তা দিয়ে অযু করা সাধারণতঃ মাকরূহ নয়। বরং তাতে কিছু শর্ত রয়েছে। পানির অধ্যায়ে সেগুলো আলোচনা করা হবে। এ দ্বারা অযু করা মাকরূহে তানযিহী, তাহরীমি নয়।" পানির অধ্যায়ে তিনি ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেন: যে পানি উষ্ণ আবহাওয়ার দেশে গ্রীষ্মের দিনে সোনা, রূপা ব্যতীত অন্য কোন ধাতুর পাত্রে রোদে গরম হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত গরম থাকবে, ততক্ষণ সেই পানি দিয়ে অযু-গোসল করবেন না। পানও করবেন না। বরং কোন ভাবেই শরীরে লাগানো উচিত নয়। এমনকি যদি সেই পানিতে কাপড় ভিজে যায়,

www.dawateislami.net

যতক্ষণ পর্যন্ত ঠান্ডা হবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকুন। কেননা, এ ধরনের পানি ব্যবহারের কারণে শ্বেত রোগের আশঙ্কা রয়েছে। তারপরও যদি অযু-গোসল করে নেয়, তবে হয়ে যাবে।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ২৩, ৫৬ পৃষ্ঠা)

ব্যবহৃত পানি সম্পর্কে ২৭টি মাদানী ফুল

(১) যে পানি অযু অথবা গোসল করার সময় শরীর থেকে ঝরে পড়ে সেই পানি পবিত্র। যেহেতু সেই পানি ব্যবহৃত হয়ে গেছে, সেহেতু এই পানি দ্বারা অযু ও গোসল কিছুই জায়েয নেই। (২) অনুরূপ ভাবে কোন অযুহীন ব্যক্তির হাত বা আঙ্গুল, কিংবা নখ, অথবা শরীরের এমন কোন অঙ্গ যা অযুতে ধৌত করতে হয় ইচ্ছাকৃত ভাবে কিংবা অনিচ্ছায় দাহ দর দাহ (১০×১০) অর্থাৎ- ১০ বর্গ গজ হাউজের চেয়ে কম পানিতে ধৌত না করা অবস্থায় পড়ে যায়, তাহলে সেই পানি অযু ও গোসলের উপযুক্ত রইল না। (৩) এই ভাবে যে ব্যক্তির জন্য গোসল করা ফরয, তার শরীরের কোন অধৌত অংশ যদি অর্থাৎ- ১০ বর্গ গজ হাওজ থেকে কম পানিতে স্পর্শ হয়, তাহলে সেই পানি অযু আর গোসলের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। (৪) যদি ধৌত করা হাত বা শরীরের কোন অংশ পড়ে যায়, তাহলে অসুবিধা নেই। (৫) (ঋতুস্রাব মহিলা) হায়েয অথবা নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে গেল কিন্তু এখনো গোসল করে নাই তবে, তার শরীরের কোন অংশ যদি ধৌত করার পূর্বে (১০×১০) অর্থাৎ- ১০ বর্গ গজ হাউজের চেয়ে কম পানিতে পড়ে তাহলে সেই পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে গণ্য হবে। (৬) যে পানি কমপক্ষে (১০×১০) অর্থাৎ- ১০ বর্গ গজ হাউজ পরিমাণ হবে তা প্রবাহমান পানি এবং যে পানি (১০×১০)

www.dawateislami.net

অর্থাৎ- ১০ বর্গ গজ হাউজের চেয়ে কম হবে তা বদ্ধ পানির হুকুমে পরিগণিত হবে। (৭) সাধারণতঃ গোসলখানার টেপ, ঘরে ব্যবহৃত পানির বড় বালতি, ডেকসি, বদনা ইত্যাদি দাহ দর দাহ (১০×১০) অর্থাৎ- ১০ বর্গ গজ হাউজ থেকে কমই হয়ে থাকে। ওসব পাত্রে ভর্তি পানি বদ্ধ পানির হুকুমেই পরিগণিত হবে। (৮) অযুর অঙ্গগুলো থেকে যদি কোন অঙ্গ ধৌত করে নেয়া হল, তার পরে যদি অযু ভঙ্গের কোন কারণ পাওয়া না যায়, তবে সেই ধৌত করা অংশ বদ্ধ পানিতে প্রবিষ্ট হলে সেই পানি ব্যবহৃত পানি হিসেবে গণ্য হবেনা। (৯) যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয নয়, সে যদি কনুই সহ হাত ধুয়ে নেয়, তাহলে পূর্ণ হাত এমনকি কনুইয়ের পরের অংশও (বাহু পর্যন্ত) বদ্ধ পানিতে প্রবেশ করালে সেই পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে গণ্য হবেনা। (১০) অযু করা ব্যক্তি কিংবা হাত ধৌত করা ব্যক্তি যদি পুনরায় ধৌত করার নিয়্যতে প্রবেশ করায় আর এই ধৌত করা সাওয়াবের কাজ হয় যেমন- খাবার খাওয়ার জন্য বা অযু করার নিয়্যতে বদ্ধ পানিতে প্রবেশ করায় তাহলে সেই পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে গণ্য হবে। (১১) হায়েয ও নিফাস অবস্থায় বদ্ধ পানিতে ধৌতহীন হাত বা শরীরের যে কোন অঙ্গের কোন অংশ পানিতে প্রবেশ করায়, পানি ব্যবহৃত হিসাবে গণ্য হবেনা। হ্যাঁ, যদি তা সাওয়াবের নিয়্যতে প্রবেশ করায়, তাহলে ব্যবহৃত পানির হুকুমে চলে আসবে। যেমনঃ তার জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ে আর যদি ইশ্‌রাক, চাশ্‌ত ও তাহাজ্জুদের অভ্যাস থাকে তাহলে সেসব ওয়াক্তে অযু সহ কিছুক্ষণ যিকির ও দরূদ শরীফ পড়ে নিবেন। যাতে করে ইবাদতের অভ্যাসটি অব্যাহত থাকে। এখন এগুলোর জন্য অযুর নিয়্যতে ধৌতহীন হাত বদ্ধ পানিতে প্রবেশ করালে পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে গণ্য হবে। (১২) পানির গ্লাস, বদনা বা বালতি ইত্যাদি উঠানোর সময় সাবধান হওয়া আবশ্যক।

www.dawateislami.net

যাতে করে ধৌতহীন আঙ্গুল ইত্যাদি পানিতে প্রবেশ না করে। (১৩) অযু করার সময় যদি পুনরায় অযু ভঙ্গের কোন কারণ পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে প্রথমে ধৌত করা অঙ্গটিও আধোয়ার হুকুমে এসে গেছে। এমনকি যদি খোঁশেও পানি থাকে, সেই পানিও ব্যবহৃত পানিতে গণ্য হয়ে গেছে। (১৪) গোসলের সময় যদি অযু ভঙ্গকারী কোন কারণ পাওয়া যায়, তাহলে অযুর যেসব অঙ্গ ধৌত করা হয়েছে সেগুলো আধোয়া হয়ে গেছে, কিন্তু গোসলের যেসব অঙ্গ ধৌত হয়েছে সেগুলো আধোয়া হয়নি। (১৫) না-বাগেল পুরুষ বা না-বালেগ মহিলার পবিত্র শরীর যদিও বদ্ধ পানিতে যেমন; বালতি বা মশক ইত্যাদিকে পুরোপুরি ভাবে ডুবে যায়, তবুও পানি ব্যবহৃত হবেনা। (১৬) বোধ শক্তি সম্পন্ন বালক বা বালিকা যদি সাওয়াবের নিয়্যতে যেমন; অযুর নিয়্যতে বদ্ধ পানিতে হাত বা আঙ্গুল অথবা নখও ডুবায়, তাহলে সেই পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। (১৭) মুর্দার গোসল করা পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে গণ্য। যদি তাতে কোনো নাপাকি নাও থাকে। (১৮) বিশেষ কোন প্রয়োজনে যদি বদ্ধ পানিতে হাত প্রবেশ করায়, তাহলে সেই পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে সাব্যস্ত হবেনা। যেমন; ডেক, বড় মটকা বা বড় ড্রামে পানি রয়েছে। ঢেলে পানি নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে ছোট কোন পাত্র দিয়ে সেখান থেকে পানি নিবেন। এভাবে পানি নেওয়ার সময় বিশেষ প্রয়োজনে আধোয়া হাত বা হাতের কিছু অংশ পানিতে প্রবেশ করিয়ে পানি নেওয়া যাবে। (১৯) ভাল পানিতে যদি ব্যবহৃত পানি মিশে যায়, আর যদি ভাল পানি পরিমাণে বেশি হয়, তাহলে সব পানি ভাল পানিতে পরিণত হয়ে গেছে। যেমন, অযু বা গোসল করার সময় বদনা বা কলসিতে পানির ফোঁটা পড়ে, এমতাবস্থায় ভাল পানির পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহলে সেই পানি দিয়ে অযু-গোসল করা যাবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

অন্যথায় সব পানিই নষ্ট হয়ে গেছে। (২০) পানিতে আধোয়া হাত পড়েছে। অথবা অন্য কোন ভাবে পানি ব্যবহৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় পানিগুলোকে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য তার চেয়ে বেশি পরিমাণ পানি মিশিয়ে নিবেন। তাহলে সব পানি ব্যবহারযোগ্য হয়ে যাবে। তাছাড়া আর এক পদ্ধতি হচ্ছে (২১) সেই পানিতে একদিক থেকে পানি ঢালবেন, অন্য দিকে ছেড়ে দিবেন। সব পানি ব্যবহারযোগ্য হয়ে যাবে। (২২) ব্যবহৃত পানি পবিত্র। সেই পানি দিয়ে যদি নাপাক কাপড় বা অঙ্গ ধৌত করা হয়, তবে পাক হয়ে যাবে। (২৩) ব্যবহৃত পানি পবিত্র। সেই পানি পান করা, রুটির খামির তৈরিতে ব্যবহার করা ইত্যাদি মাকরূহ তানযিহী। ২৪. ঠোঁটের যে অংশটি ঠোঁট বন্ধ রাখা অবস্থাতেও বাইরে প্রকাশ পায়, সেই অংশটিকে অযু করার সময় ধৌত করা ফরয। সুতরাং পেয়ালা বা গ্লাসে করে পানি পান করার সময় সাবধান হতে হবে। ঠোঁটের উল্লেখিত অংশের সামান্যও যদি পানিতে পড়ে পানি ব্যবহৃত হয়ে যাবে। (২৫) যদি অযু অবস্থায় ছিল কিংবা কুলি করেছে, কিংবা ঠোঁটের সেই অংশও ধৌত করে নিয়েছে, এরপর অযু ভঙ্গকারী কোন কারণও পাওয়া যায়নি, তাহলে পড়াতে পানি ব্যবহৃত হবেনা। (২৬) দুধ, কপি, চা, ফলের রস ইত্যাদির পানীয়তে আধোয়া হাত ইত্যাদি পড়াতে ব্যবহৃত বলে গণ্য হবেনা। তা দিয়ে তো এমনিতেই অযু-গোসল হয়না। (২৭) পানি পান করার সময় গোঁফের আধোয়া লোম গ্লাসের পানিতে লাগলে পানি ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয়ে যাবে। সেই পানি পান করা মাকরূহ। সে যদি অযু করা অবস্থায় ছিল, কিংবা গোঁফ ধোয়া ছিল, তাহলে অসুবিধা নেই।

(ব্যবহৃত পানি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২য় খন্ডের ৩৭ থেকে ২৪৮, বাহারে শরীয়াতের দ্বিতীয় অংশের ৫৫ থেকে ৫৬ এবং ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়ার প্রথম খন্ডের ১৪ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জখম ইত্যাদি থেকে রক্ত বের হওয়ার ৫টি বিধান

(১) রক্ত, পূঁজ বা হলুদ পানি শরীরের কোন অংশ থেকে বের হয়ে যদি প্রবাহিত হয় এবং এটি প্রবাহিত হওয়াতে এমন জায়গায় পৌছানোর ক্ষমতা ছিল, যেই স্থান অযু বা গোসলে ধৌত করা ফরয, তাহলে অযু ভেঙ্গে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা) (২) রক্ত দেখা গেছে, ফোঁটা বেধেছে, কিন্তু প্রবাহিত হয়নি। সুইয়ের মাথা বা ছুরির ধার লেগেছে, রক্ত বের হয়েছে, ফোঁটা বেঁধেছে। অথবা খিলাল করেছে, মিসওয়াক বা মাজন দিয়ে দাঁত মেজেছে, দাঁতে কোন জিনিস যেমন আপেল ইত্যাদি খেয়েছে, তাতে রক্ত দেখা গেছে, কিংবা নাকে আঙ্গুল দিয়েছে, তাতে রক্তের লাল আভাস দেখা গেছে, কিন্তু সেই রক্ত প্রবাহিত হওয়ার মত পরিমাণের ছিল না, তাহলে অযু ভাঙ্গবে না। (প্রাগুক্ত) (৩) প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু প্রবাহিত হয়ে এমন স্থানে আসেনি, যা অযু বা গোসলে ধৌত করা ফরয, যেমন; চোখে বিঁচি ছিল, ভেঙ্গে গিয়ে ভেতরেই মিলে গেছে, বাইরে আসেনি, অথবা পূঁজ বা রক্ত কানের ছিদ্রের ভেতরেই রয়ে গেল, বাইরে এল না, এসব অবস্থায় অযু ভাঙ্গবে না। (প্রাগুক্ত, ২৭ পৃষ্ঠা) (৪) জখম অবশ্য বড়। ভেজা ভাব দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যে পর্যন্ত প্রবাহিত হবেনা, অযু ভঙ্গ হবেনা। (প্রাগুক্ত) (৫) জখমের রক্ত বার বার মুছে নেওয়া হচ্ছে, তাই প্রবাহিত হতে পারছে না, সেক্ষেত্রে ভেবে দেখতে হবে, মুছে নেওয়া রক্তগুলো যদি না মুছা হত, তাহলে প্রবাহিত হত, তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় যাবে না। (প্রাগুক্ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

থুথুতে রক্ত দেখা গেলে কোন্ অবস্থায় অযু ভাঙ্গবে?

মুখ থেকে রক্ত বের হল, সেই রক্ত যদি থুথু থেকে বেশি হয়ে থাকে, তাহলে অযু ভেঙ্গে যাবে। অন্যথায় যাবে না। বেশি হওয়ার পরিচয় হচ্ছে, থুথুর রং লাল হয়ে গেলে, রক্ত বেশি বলে ধরে নিতে হবে। অযুও ভেঙ্গে যাবে। লাল থুথু নাপাকও। থুথু যদি হলুদ হয়, তাহলে রক্তের চেয়ে থুথু বেশি বলে ধরে নেওয়া হবে। সুতরাং অযু ভাঙ্গবে না। হলুদ থুথুও নাপাক নয়। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

রক্ত ওয়ালা মুখের কুলির সাবধানতা

মুখ থেকে এমন রক্ত বের হল যে, থুথু লাল হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় বদনা বা গ্লাসে মুখ লাগিয়ে কুলি করার জন্য পানি নিলে বদনা, গ্লাস এবং কুলির পানি নাপাক হয়ে যাবে। তাই, এমন অবস্থায় অঞ্জলীতে পানি নিয়ে সাবধানতার সাথে কুলি করবেন। আরও সাবধান থাকবেন যে, ছিঁটা এসে যেন আপনার কাপড়ে না পড়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইনজেক্শন লাগালে অযু ভাঙ্গবে কি না?

(১) মাংস পেশীতে ইনজেক্শন দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি প্রবাহিত হওয়ার পরিমাণে রক্ত বের হয়, তাহলে অযু ভেঙ্গে যাবে। (২) শিরার মধ্যে ইনজেক্শন বা সিরিঞ্জ দিয়ে যদি প্রথমে উপরের দিকে রক্তকে টেনে নিয়ে আসা হয়, সেই রক্ত যদি প্রবাহিত হওয়ার পরিমাণে হয়, তাহলে অযু ভেঙ্গে যাবে। (৩) অনুরূপ গ্লোকোস ইত্যাদির ড্রপ সিরিঞ্জে শিরাতে লাগালে অযু ভেঙ্গে যাবে। কারণ, এতে করে ড্রপারের ভিতর প্রবাহিত হওয়ার পরিমাণ রক্ত চলে আসে। অবশ্য ড্রপারে প্রবাহিত হওয়ার পরিমাণ রক্ত না এসে থাকলে অযু ভঙ্গ হবেনা।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

অসুস্থ চোখের পানি

(১) অসুস্থ চোখ দিয়ে যে পানি নির্গত হয়, তা নাপাক। অযুও ভেঙ্গে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা) দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ইসলামী বোনেরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে জানেন না। অসুস্থ চোখ থেকে রোগের কারণে প্রবাহমান পানিকে অশ্রু বলে মনে করে কাপড়েও মুছে নেন। এতে করে তাঁরা নিজেদের কাপড়ও নাপাক করে ফেলেন। (২) অন্ধ লোকের চোখ দিয়ে রোগের কারণে যে ভেজাভাব চোখ থেকে বের হয়ে থাকে, তা নাপাক। তার কারণে অযুও ভেঙ্গে যায়। মনে রাখবেন! **আল্লাহ্ তাআলার** ভয়ে কিংবা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশ্কের কারণে বা যদি এমনিতেই কান্না করার কারণে পানি বের হয়, তাহলে অযু ভঙ্গ হয়না।

পাক ও নাপাক ভেজা ভাব

মানুষের শরীর থেকে যে ভেজাভাব (আদ্রতা) বের হয় আর অযু ভঙ্গ করে না, তা নাপাক নয়। যেমন- রক্ত, পূঁজ বের হয়ে প্রবাহিত না হয় অথবা সামান্য বমি যা মুখ ভর্তি না, তা পাক। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফোঁড়া বা ফোস্কা

(১) ফোঁড়া ছিড়ে ফেলল। তা থেকে যদি পানি প্রবাহিত হয়, তাহলে অযু ভেঙ্গে যাবে। নির্গত না হলে ভাঙ্গবে না। (প্রাগুক্ত, ২৮ পৃষ্ঠা) (২) ফোঁড়া একেবারেই ভাল হয়ে গেছে। কেবল চামড়াটি রয়ে গেছে। মুখটি উপরে, ভিতরে গর্ত। সেখানে যদি পানি ভরে যায়, আর সেটিকে চাপ দিয়ে যদি পানি নির্গত করানো হয়, তাতে অযুও ভাঙ্গবে না, সেই পানিও নাপাক নয়। অবশ্য সেখানে যদি ভেজা রক্ত বিদ্যমান থাকে, তাহলে অযুও ভেঙ্গে যাবে, সেই পানিও নাপাক। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ৩৫৫-৩৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) খোস বা ফোঁড়ায় যদি প্রবাহিত হওয়ার মত আদ্রতা না থাকে, কেবল দাগ থাকে, তাহলে কাপড় দিয়ে যত বারই লাগিয়ে নেওয়া হোক না কেন তা পাক। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা) (৪) নাক পরিস্কার করার সময় সেখান থেকে জমাট রক্ত বের হল। অযু ভাঙ্গবে না। তবে অযু করে নেওয়াই উত্তম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বমি দ্বারা কখন অযু ভঙ্গ হয়?

মুখ ভর্তি বমি খেয়ে ফেললে, পানি বা হলুদ বর্ণের তিক্ত পানি অযু ভঙ্গ করে দেয়। যে বমি চেষ্টা না করে বন্ধ করা যায় না, সেইরূপ বমিকে মুখ ভর্তি বমি বলা হয়। মুখ ভর্তি বমি প্রস্রাবের ন্যায় নাপাক। এমন বমির ছিটকা থেকে কাপড় চোপড় ইত্যাদি বাঁচিয়ে রাখা আবশ্যক।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ২৮, ১১২ পৃষ্ঠা)

দুগ্ধপোষ্য শিশুর বমি ও প্রস্রাব

(১) এক দিন বয়সের দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রস্রাবও সাধারণ মানুষের প্রস্রাবের ন্যায় নাপাক। (প্রাগুক্ত, ১১২ পৃষ্ঠা) (২) দুগ্ধপোষ্য শিশু দুধ বমি করল, তাও মুখভর্তি, তাও প্রস্রাবেরই ন্যায় নাপাক। অবশ্য দুধ যদি শিশুটির অন্ত্র পর্যন্ত না পৌঁছে থাকে, কেবল বক্ষ পর্যন্ত গিয়ে পুনরায় ফিরে আসে তাহলে পাক। (প্রাগুক্ত, ৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অযুতে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার ৫টি বিধান

(১) অযু করার সময় যদি কোন অঙ্গ ধৌত করা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, এটি যদি জীবনের প্রথম ঘটনা হয়ে থাকে, তাহলে সেই অঙ্গটি ধৌত করে নিবেন।

www.dawateislami.net

আর যদি এ ধরনের সন্দেহ প্রায় সময় হয়ে থাকে, তাহলে সেটির দিকে মনোনিবেশও করবেন না। অনুরূপ অযু করার পরও যদি সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তবু সেদিকে মনোনিবেশ করবেন না। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা) (২) আপনি অযু করেছিলেন। কিন্তু সন্দেহ সৃষ্টি হল অযু আছে কি নাই! এমতাবস্থায় আপনার অযু আছে। কেননা, কেবল সন্দেহ সৃষ্টি হওয়াতে অযু নষ্ট হয়না। (প্রাগুক্ত, ৩৩ পৃষ্ঠা) (৩) ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) সৃষ্টি হলে সাবধানতা স্বরূপ অযু করা কোন সাবধানতাই নয়। এটি বরং শয়তানেরই অনুসরণ। (প্রাগুক্ত) (৪) নিঃসন্দেহে সেই পর্যন্ত আপনার অযু রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত অযু ভঙ্গ হওয়ার এমন দৃঢ় বিশ্বাস হবেনা যে, আপনি কসম করতে পারবেন। (৫) মনে আছে যে, কোন অঙ্গ আধোয়া রয়ে গেছে। কিন্তু এ কথা মনে নেই যে, কোন্ অঙ্গটি আধোয়া রয়েছে! এমতাবস্থায় বাম পা ধুয়ে নিবেন। (দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পান খাওয়ায় অভ্যস্তরা মনযোগ দিন

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত পরওয়ানায়ে শম্য়ে রিসালত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: যারা অধিক হারে পান খেয়ে থাকেন, বিশেষ করে দাঁতে ফাঁক হয়ে যায়, অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানেন যে, সুপারির ছোট ছোট কণা ও পানের খুব ছোট ছোট টুকরা মুখের ভিতরে এমনভাবে জায়গা করে নেয় (মুখ-গহ্বরে এবং দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে থাকে) যে, তিন বার এমনকি কখনো দশ বার কুলি করলেও সেগুলো পুরোপুরি পরিষ্কার হয়না। খিলাল করেও সেগুলো বের করা সম্ভব হয়না। মিসওয়াকও কাজে আসেনা।

www.dawateislami.net

কুলি করলে পানি ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে যায়, আর ঝাকুনি দেওয়াতে ওসব জমে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলোকে একের পর এক করে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। সেই কুলিও কয় বার করতে হবে তা বলা যায় না। আর এভাবে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ রূপে পরিস্কার করারও নির্দেশ রয়েছে। বিভিন্ন হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে: "বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন ফেরেশতা তার মুখে মুখ রাখে। সে যা যা পাঠ করে তা তা তার মুখ থেকে বের হয়ে ফেরেশতার মুখে প্রবেশ করে। তখন বান্দাটির খাওয়ার কোন বস্তু যদি তার দাঁতের সাথে লেগে থাকে, তাহলে সেটি ফেরেশতাদের এমন কষ্ট হয় যে, অন্য কিছুতে তারা তেমনরূপ কষ্ট অনুভব করেন না।"

হুজুর আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের কেউ যদি রাতের বেলায় নামাযের ইচ্ছা কর, তার উচিৎ মিসওয়াক করে নেওয়া। কেননা, সে যখন নামাযে কিরাত পাঠ করে, তখন ফেরেশতা নিজের মুখ তার মুখে রাখে। যা কিছু তার মুখ থেকে বের হয়, সেসব কিছু ফেরেশতার মুখে প্রবেশ করে।" (শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১১৭) ইমাম তাবারানী হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে "কবীরে" বর্ণনা করেছেন: উভয় ফেরেশতার উপর এর চেয়ে অধিক কোন কিছুই কষ্ট নয় যে, তিনি তার সাথীকে নামায আদায় করতে দেখবেন, অথচ তার দাঁতের ফাঁকে আহারের কণাগুলো লেগে থাকে।

(আল মুজামুল কবীর, ৪র্থ খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৬১। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ৬২৪-৬২৫ পৃষ্ঠা)

ঘুমালে অযু ভাঙ্গ হওয়া ও না হওয়ার বর্ণনা

ঘুমের কারণে অযু ভঙ্গ হওয়ার দুইটি শর্ত। (১) নিতম্বদ্বয় ভালভাবে জমে না থাকা। (২) এমন অবস্থায় ঘুমিয়েছে যে, বিভোর হয়ে ঘুমাবার ক্ষেত্রে বাধাঁ নয়। উভয় শর্ত যদি এক সাথে পাওয়া যায়,

www.dawateislami.net

অর্থাৎ নিতম্বদ্বয়ও যদি ভালভাবে জমে না থাকে, তাছাড়া এমন অবস্থায় ঘুমিয়েছে যে, বিভোর হয়ে ঘুমাবার ক্ষেত্রে বাধাঁ নয়, তাহলে এমন নিদ্রা অযু ভঙ্গ করে দিবে। একটি শর্ত যদি পাওয়া যায় এবং অপরটি যদি না পাওয়া যায়, তাহলে অযু ভাঙ্গ হবেনা।

ঘুমানোর ১০টি ধরন, যেগুলোতে অযু ভঙ্গ হয়না

(১) এমনভাবে বসা যে, দুইটি নিতম্বই মাটিতে লাগানো আর উভয় পা এক দিকে ছেড়ে দেওয়া থাকে। চেয়ার, ট্রেন ও বাসে বসার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। (২) এভাবে বসা যে, উভয় নিতম্বই মাটিতে থাকে, হাটু দুইটিকে উভয় হাতের বন্ধনে নিয়ে রাখে, চাই হাত মাটি ইত্যাদিতে কিংবা মাথা হাটুর উপর নিয়ে রাখে। (৩) চারজানু হয়ে বসা, মাটিতে, চৌকিতে বা তক্তায়। (৪) দু'জানু সোজা হয়ে বসা। (৫) ঘোড়া বা খচ্চর ইত্যাদির উপর জীন্পোশ রেখে সাওয়ার হওয়া। (৬) খোলা পিঠে সাওয়ার হয়ে উঁচু জায়গায় আরোহণ করুক কিংবা সমতল রাস্তায় চলুক। (৭) বালিশের সাথে টেক দিয়ে এমনভাবে বসা যে, নিতম্বদ্বয় জমে আছে। যদিও বালিশ সরিয়ে ফেললে সে পড়ে যাবে। (৮) দাঁড়ানো অবস্থায় থাকা। (৯) রুকূর অবস্থায় থাকা। (১০) সুন্নাত মোতাবেক পুরুষ যেভাবে সিজদা করে সেভাবে সিজদা করলে। পেট রান থেকে এবং বাহুদ্বয় পাঁজর থেকে আলাদা থাকলে।

উল্লেখিত অবস্থা নামাযে হোক কিংবা নামাযের বাহিরে, অযু ভঙ্গ হবেনা। আর নামাযও ফাসেদ হবেনা। যদিও ইচ্ছাকৃতভাবেও এভাবে শোয়। অবশ্য যেসব রোকন সম্পূর্ণ শোয়া অবস্থায় আদায় করেছে, সেগুলো পুনরায় করে দেওয়া আবশ্যক। আর যদি জাগ্রত অবস্থায় আরম্ভ করে, পরে ঘুম এসে যায়, তাহলে যে অংশটি জাগ্রত অবস্থায় আদায় করেছে, সেটি আদায় হয়ে গেছে, বাকিটা আদায় করে দিতে হবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

ঘুমানোর ১০টি ধরন, যেগুলোর কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়

(১) পায়ের তলায় ভর দিয়ে হাটু দুইটিকে উপরের দিকে করে বসা। (২) চিৎ হয়ে অর্থাৎ পিঠে ভর দিয়ে ঘুমানো। (৩) উপুড় হয়ে ঘুমানো। (৪) ডান অথবা বাম কাৎ হয়ে ঘুমানো। (৫) একটি কনুইয়ে টেক দিয়ে ঘুমানো। (৬) বসে বসে এভাবে ঘুমানো যে, একটি পাশ ঝুকে যায়, যার কারণে একটি বা উভয় নিতম্ব উঠে যায়। (৭) বাহনের খোলা পিঠে সাওয়ার অবস্থায় ঘুমানো, আর যখন বাহন নিচের দিকে নামে। (৮) পেটকে রানের উপর রেখে দু'জানু হয়ে এমনভাবে বসে বসে ঘুমানো যাতে উভয় নিতম্ব লেগে না থাকে। (৯) চার জানু হয়ে এভাবে বসে বসে ঘুমানো যে, মাথা রানের বা হাটুর উপর রাখা থাকে। (১০) মহিলারা যেভাবে সিজদা করে সেভাবে সিজদার ন্যায় ঘুমানো। এভাবে যে, পেট রানের উপর, বাহু পাঁজরের সাথে লাগানো। হাতের কব্জি বিছানো থাকে। উপরোক্ত ধরন নামাযে হোক কিংবা নামাযের বাইরে, অযু ভেঙ্গে যাবে। এসব অবস্থায় যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘুমায় তাহলে নামাযও ভেঙ্গে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘুমায় তাহলে কেবল অযু ভাঙ্গবে, নামায ভাঙ্গবে না। (বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে) বাকি নামায সেই জায়গা থেকে আদায় করতে পারবে, যেই জায়গায় ঘুম এসেছিল। শর্ত জানা না থাকলে নতুন সূত্রে আদায় করে নিবেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ৩২৫-৩২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাসি সংক্রান্ত বিধান

(১) রুকূ ও সিজদা সম্পন্ন নামাযে বালেগা মহিলা অট্টহাসি দিল অর্থাৎ এমন বড় আওয়াজে হাসল যে, আশে-পাশের সকলে তার হাসি শুনতে পেল, তাহলে অযুও ভাঙ্গবে, নামাযও ভাঙ্গবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

যদি এমন আওয়াজে হেসেছে কেবল সে শুনেছে, তাহলে কেবল নামায ভাঙ্গবে অযু ভাঙ্গবেনা। (মারাকিউল ফালাহ মাআ হাশিয়াতুত তাহতাবী, ৯১ পৃষ্ঠা) মুচকি হাসিতে আওয়াজ মোটেও হয়না, কেবল দাঁত দেখা যায়। (২) বালেগ ব্যক্তি যদি জানাযার নামাযে অট্টহাসি দেয়, তাহলে নামায ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু অযু ভাঙ্গবে না। (প্রাগুক্ত, ৯৬ পৃষ্ঠা) (৩) নামায ছাড়া অট্টহাসি দেওয়াতে অযু ভাঙ্গে না। তবুও পুনরায় অযু করে নেওয়া মুস্তাহাব। (মারাকিউল ফালাহ, ৮৪ পৃষ্ঠা) আমাদের **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জীবনে কখনো অট্টহাসি দেননি। তাই আমাদেরও চেষ্টা করা উচিত, এই সুন্নাতটিকে জীবিত রাখা, আর আমরাও যেন কখনো জোরে জোরে অট্টহাসি না হাসি। **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّيْطٰنِ وَ التَّبَسُّمُ مِنَ اللهِ تَعَالٰى" অর্থাৎ- অট্টহাসি শয়তানের পক্ষ থেকে, আর মুচকি হাসি **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে।"

(আল মুজামুছ ছগীর লিত তাবারানী, ২য় খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)

৭টি বিভিন্ন মাস্য়ালা

(১) প্রস্রাব, পায়খানা, বীর্য, কীট, কৃমি, পাথর পুরুষ বা মহিলার সামনের বা পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হলে অযু ভেঙ্গে যাবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা) (২) পুরুষ বা মহিলার পিছনের রাস্তা দিয়ে সামান্য বাতাসও যদি বের হয়, অযু ভেঙ্গে যাবে। পুরুষ বা মহিলার সামনের রাস্তা দিয়ে বাতাস বের হলে অযু ভঙ্গ হবেনা। (প্রাগুক্ত। বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা) (৩) বেহুশ হয়ে গেলে অযু ভেঙ্গে যাবে। (৪) কেউ কেউ বলে থাকে, শুয়োরের নাম নিলে অযু ভেঙ্গে যায়, কথাটি ভুল। (৫) অযু করার সময় যদি বাতাস বের হয়, বা অন্য কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে নতুন সূত্রে অযু করে নিন। প্রথমে ধৌত করা অঙ্গ পুনরায় আধোয়া হয়ে গেছে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) বে-অযু ব্যক্তির পক্ষে পবিত্র কুরআন মজীদ স্পর্শ করা কিংবা পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত স্পর্শ করা হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা) পবিত্র কুরআনের অনুবাদ বাংলা, উর্দু, ফার্সি বা অন্য যে কোন ভাষাতেই হোক না কেন, সেটিকেও পাঠ করা বা স্পর্শ করা পবিত্র কুরআনের বিধানের ন্যায়। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা) (৭) অযু বিহীন অবস্থায় পবিত্র কুরআনের আয়াতকে স্পর্শ ছাড়া দেখে দেখে পাঠ করাতে অসুবিধা নেই।

গোসলের অযুই যথেষ্ট

গোসলের জন্য যে অযু করা হয়েছিল সেটিই যথেষ্ট। যদি উলঙ্গ হয়েও গোসল করে থাকে। এর পর গোসলের পরে পুনরায় অযু করার কোনই প্রয়োজন নেই। বরং কেউ যদি অযু নাও করে থাকে, গোসল করে নেওয়াতেই অযুর অঙ্গগুলোতে পানি প্রবাহিত হয়। সুতরাং তার অযুও হয়ে গেল। কাপড় পাল্টানোর কারণে, নিজের সতর দেখাতে বা অপরের সতর দেখাতে অযু ভাঙ্গে না।

যাদের অযু থাকেনা তাদের জন্য ৯টি বিধান

(১) প্রস্রাবের ফোঁটা বের হলে, পেছনের রাস্তা দিয়ে বাতাস বের হলে, জখম প্রবাহিত হলে, অসুস্থ চোখ দিয়ে রোগের কারণে পানি বের হলে, কান, নাভি, স্তনের বোঁটা থেকে পানি বের হলে, ফোঁড়া বা নাক থেকে আদ্রতা বের হলে এবং পাতলা পায়খানা বের হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। (কারো যদি এ ধরনের রোগ সব সময় লেগে থাকে, এই রোগে যদি তার পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, অযু সহকারে নামায আদায় করা সম্ভব হয়না, শরীয়াত তাকে মাজুর বলে। সে এক বার অযু করে যত ইচ্ছা নামায পড়বে। এই রোগের কারণে সেই ব্যক্তির অযু ভাঙ্গবেনা।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

এই মাস্আলাটিকে আরো সহজভাবে বুঝানোর চেষ্টা করছি। এই ধরনের রোগী ও রোগীনীরা নিজেকে মাজুর কি না এই বিষয়ে যাচাই করবেন। এভাবে যে, যে কোন দুইটি ফরয নামাযের মাঝখানের সময়টিতে চেষ্টা করবেন যে, অযু করে পবিত্র অবস্থায় কম পক্ষে ফরয নামাযগুলো আদায় করতে। সম্পূর্ণ সময়টির মাঝে বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে যদি এমন সময় না পায়, এভাবে যে, কখনো অযু করার সময় ওজর হয়ে যায়, কখনো অযু শেষ করার পর নামায আদায় করার সময়, এভাবে নামাযের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় সেই লোকটির জন্য অনুমতি রয়েছে যে, অযু করে নামায আদায় করে নিবে। তার নামায হয়ে যাবে। নামায আদায় করার সময়েও যদি তার রোগের কারণে শরীর থেকে অপবিত্রতা বেরও হয়ে যায়। ফোকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেছেন: কারো নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, অথবা জখম প্রবাহিত হচ্ছে, সে শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। রক্ত পড়া বন্ধ না হয়ে গেলে (বরং দফায় দফায় রক্ত দেখা গেলে) নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আগে অযু করে নামায আদায় করে নিবে।

(আল বাহরুর রায়িক, ১ম খন্ড, ৩৭৩-৩৭৪ পৃষ্ঠা)

(২) ফরয নামাযের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে মাজুরের অযু ভেঙ্গে যায়। যেমন; কেউ আসরের সময় অযু করল। সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই তার অযু ভেঙ্গে যাবে। আর কেউ সূর্য উদয় হওয়ার পর অযু করল। যতক্ষণ পর্যন্ত জোহরের সময় শেষ হবেনা, ততক্ষণ তার অযু ভাঙ্গবে না। কেননা, এখনো কোন ফরয নামাযের সময় শেষ হয়ে যায় নি। ফরয নামাযের সময় শেষ হতেই মাজুরের অযু ভেঙ্গে যাবে। এই বিধানটি তখনই প্রযোজ্য হবে, মাজুরের ওজর যখন অযু করার সময় বা অযু করার পরে প্রকাশ পাবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এমন যদি না হয় এবং অন্য কোন অযু ভঙ্গের কারণও সৃষ্টি না হয়, তাহলে ফরয নামাযের সময় শেষ হওয়াতেও অযু ভাঙ্গবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, রদ্দে মুহতার, ১ম খন্ড, ৫৫৫ পৃষ্ঠা)

(৩) ওজর যখন সাব্যস্ত হয়ে যাবে, তখন যদি নামাযের পূর্ণ একটি ওয়াক্তের মধ্যে একবারও সেই ওজর পাওয়া যাবে, সে মাজুরই থাকবে। যেমন- ধরুন কারো জখম থেকে সারা দিনই রক্ত বের হতে থাকল। এমন সময় সে পেল না যে, অযু করে ফরয নামায আদায় করে নিবে। তাহলে সে মাজুর সাব্যস্ত হবে। পরে দ্বিতীয় ওয়াক্তে এমন সুযোগ পেয়ে গেল যে, অযু করে নামায পড়তে পারল, কিন্তু এক আধ বার জখম থেকে রক্ত বের হয়েছে, তাহলে সে এখনও মাজুর। অবশ্য পূর্ণ একটি ওয়াক্ত যদি এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, একবারও রক্ত বের হয় নি। তাহলে সে আর মাজুর থাকবে না। পুনরায় যখন পূর্বের অবস্থা ফিরে আসবে (অর্থাৎ সারা দিন ধারাবাহিক রক্ত পড়তে থাকে), তাহলে পুনরায় মাজুর হয়ে গেছে।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা)

(৪) মাজুরের অযু যদিও সেসব কিছু দ্বারা ভঙ্গ হয়না, যেসবের কারণে সে মাজুর, কিন্তু সেগুলো ছাড়া অযু ভঙ্গকারী অন্য কোন কারণ পাওয়া গেলে অযু ভেঙ্গে যাবে। যেমন; যে ব্যক্তির বাতাস বের হওয়ার রোগ রয়েছে, জখম থেকে রক্ত বের হলে তার অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আবার যার জখম থেকে রক্ত বের হওয়ার ওজর রয়েছে, তার বাতাস বের হওয়ার কারণে অযু ভেঙ্গে যাবে। **(প্রাগুক্ত, ১০৮ পৃষ্ঠা)**

(৫) কোন মাজুরের কোন হাদসের কারণে অর্থাৎ অযু ভঙ্গকারী কোন কারণ পাওয়ার যাওয়ার পর অযু করল, কিন্তু অযু করার সময় দেখা গেল তার মাজুর হওয়ার কারণটি আর নেই, অযু করার পর ওজরের সেই কারণটি আবার পাওয়া গেল, তাহলে তার অযু ভেঙ্গে গেছে।

www.dawateislami.net

(এই বিধানটি তখনই প্রযোজ্য হবে, মাজুর যখন তার ওজরের স্থলে অন্য কোন কারণে অযু করে থাকে। যদি সে নিজের ওজরের কারণে অযু করে থাকে, তাহলে অযুর পরে ওজর পাওয়া গেলে অযু ভাঙ্গবে না)। যেমন- কারো জখম থেকে রক্ত বের হচ্ছিল, তার বাতাস বের হল। সে অযু করল, অযু করার সময় জখম থেকে রক্ত বের হচ্ছিলনা। অযু করার পর আবার বের হল। তাহলে অযু ভেঙ্গে গেছে। অবশ্য অযু করার সময় রক্ত বের হতে থাকলে অযু ভাঙ্গবে না। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, রদ্দে মুহতার, ১ম খন্ড, ৫৫৭ পৃষ্ঠা)

(৬) মাজুরের নাকের একটি ছিদ্র থেকে রক্ত আসত, অযু করার পর অপর ছিদ্র থেকে রক্ত এল। অযু ভেঙ্গে যাবে বা একটি জখম থেকে রক্ত বের হচ্ছিল, এখন আরেক জখম থেকে বের হচ্ছে, এমনকি ঘায়ের এক স্থান থেকে রক্ত বের হচ্ছিল, এখন অন্য স্থান থেকে বের হচ্ছে, অযু ভেঙ্গে যাবে। (প্রাগুক্ত, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)

(৭) মাজুরের ওজরটি এমন যে, তা দ্বারা তার কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। এক দিরহামের চেয়ে বেশি পরিমাণ কাপড় নষ্ট হলে, আর জানা থাকলে যে কোন্ জায়গাটাতে নাপাকি লেগেছে, তাহলে সেটি ধৌত করে পাক কাপড়ে নামায আদায় করা ফরয। আর যদি জানে যে, নামায আদায় করতে করতে আবারও এ রকম নাপাক হয়ে যাবে, তাহলে আর ধৌত করতে হবেনা। সেই কাপড়টি নিয়েই নামায আদায় করবে। যদিও নাপাকিতে জায়নামায ভরে যায়। তবু তার নামায হয়ে যাবে।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা)

(৮) যদি কাপড় ইত্যাদি দিয়ে (অথবা গর্তে তুলা ইত্যাদি দিয়ে) ফরয নামায আদায় করা পর্যন্ত রক্ত বন্ধ করে রাখা যায়, তাহলে ওজর সাব্যস্ত হবেনা। (অর্থাৎ সে মাজুর হবেনা)। কেননা, এই ওজরটি বন্ধ করে রাখার সামর্থ্য তার আছে। (প্রাগুক্ত, ১০৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৯) কোন ভাবে যদি ওজর যেতে থাকে, কিংবা ওজর কমে আসে, তাহলে সেই কাজটি করা ফরয। যেমন- দাঁড়িয়ে নামায আদায় করাতে রক্ত বের হয়, কিন্তু বসে বসে আদায় করাতে পড়েনা, তাহলে বসে বসে আদায় করা ফরয।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, রদ্দে মুহতার, ১ম খন্ড, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)

(মাজুরের ওজরের বিস্তারিত বর্ণনা "ফতোওয়ায়ে রযবীয়া" ৪র্থ খন্ডের ৩৬৭ থেকে ৩৭৫ পৃষ্ঠা, "বাহারে শরীয়াত" ২য় খন্ডের ১০৭ থেকে ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ইসলামী বোনেরা! যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে সেখানে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভাল ভাল নিয়্যত করে নিবেন। ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি হবে এবং ভাল ভাল নিয়্যতের সাওয়াবের কথা কী যে বলব! **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلنِّيَّةُ الْحَسَنَةُ تُدْخِلُ صَاحِبَهَا الْجَنَّةَ অর্থাৎ- "ভাল নিয়্যত মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়।"

(আল জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, ৫৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৩২৬)

অযুর নিয়্যত না করলেও হানাফী ফিকাহ অনুযায়ী অযু হয়ে যাবে। কিন্তু সাওয়াব পাওয়া যাবে না। সাধারণত যে অযুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি মনে মনে এই ভাব পোষণ করে আছেন যে, তিনি অযু করবেন। নিয়্যত হিসাবে তো সেটিই যথেষ্ট। তবু সুযোগ বুঝে সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাল ভাল নিয়্যত করা যায়:

অযু সম্পর্কিত ২০টি নিয়্যত

(১) বে-অযু থাকা পরিহার করব। (২) অযু থাকলেও পুনরায় অযু করার সময় নিয়্যত করবেন, সাওয়াবের জন্য অযুর উপর অযু করব। (৩) بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ বলব। (৪) ফরয, (৫) সুন্নাত, (৬) মুস্তাহাবগুলোর প্রতি যত্নবান হব। (৭) পানির অপচয় করবনা।

www.dawateislami.net

(৮) মাকরূহ বিষয়াদি পরিহার করব। (৯) মিসওয়াক করব। (১০) প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় দরূদ শরীফ এবং (১১) يَا قَادِرُ পাঠ করব। (অযুর প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় يَا قَادِرُ পাঠকারীকে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শক্র কুপথে পরিচালিত করতে পারবেনা।) (১২) অবসরের পর অযুর অঙ্গগুলোর উপর আদ্রতা বাকী রাখব। (১৩-১৪) অযুর পরে দুটি দোয়া পাঠ করব:

(ক) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

(খ) سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

(১৫-১৬) আকাশের দিকে তাকিয়ে কলেমায়ে শাহাদাত এবং সূরা কদর পাঠ করব, আর সম্ভব হলে তিন বার সূরা কদর পাঠ করব। (১৮) মাকরূহ সময় না হলে তাহিইয়াতুল অযু আদায় করব। (১৯) প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় গুনাহ ঝরে যাওয়ার আশা রাখব। (২০) বাতেনী অযুও করব (অর্থাৎ- যেভাবে পানি দ্বারা প্রকাশ্য অঙ্গ সমূহের ময়লা দূর করেছি এভাবে তাওবার পানি দ্বারা গুনাহ সমূহের ময়লা ধৌত করে গুনাহ থেকে বাঁচার সংকল্প করব)।

ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ! আমাদেরকে অপচয় থেকে বেঁচে শরয়ী অযু সহকারে সব সময় অযু সহকারে থাকার তাওফীক দান কর।

اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

গোসলের পদ্ধতি (হানাফী)

দরূদ শরীফের ফযীলত

খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফীউল মুযনিবীন, আনিসুল গারীবিন, সিরাজুস সালিকীন, মাহবুবে রব্বিল আলামীন, জনাবে সাদিকুল আমীন, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন বৃহস্পতিবার আগমন করে, **আল্লাহ্ তাআলা** ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করেন, যাদের নিকট রূপার কাগজ ও সোনার কলম থাকে। তাঁরা লিপিবদ্ধ করেন কে বৃহস্পতিবার ও জুমার রাতে আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করে।" (কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২১৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফরয গোসলে সাবধানী হওয়ার তাগিদ

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি ফরয গোসলে একটি চুল পরিমাণ স্থানও আধোয়া রাখে, দোযখের আগুন তার সাথে এমন এমন করবে (অর্থাৎ তাকে দোযখের আগুনে শাস্তি দেওয়া হবে)।" (সুনানে আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৪৯)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

কবরের বিড়াল

হযরত সায়্যিদুনা আব্বান বিন আবদুল্লাহ্ বাজালী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেছেন: আমাদের এক প্রতিবেশী মারা যায়। আমি তার কাফন-দাফনে শরীক হলাম। তার জন্য যখন কবর খনন করা হল, সেখানে বিড়ালের ন্যায় এক জন্তু দেখা গেল। আমরা সেটিকে মারলাম, কিন্তু জন্তুটি সরে গেল না। তাই অন্য জায়গায় কবর খনন করা হল। দেখা গেল, সেই কবরেও একই জন্তুটি বিদ্যমান! সেটিকেও মারলাম। কিন্তু সেও স্থান ছাড়ল না। সেই কবরটিও বাদ দিয়ে তৃতীয় স্থানে কবর খনন করা হল। এই কবরটিতেও একই ঘটনা ঘটল। শেষে সবাই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে এই কবরটিতেই দিয়ে দেওয়া হোক। তাকে যখন দাফন করা হল, কবর থেকে বিকট এক ভয়ানক শব্দ শোনা গেল! আমরা তখন তার বিধবা স্ত্রীর কাছে গেলাম। তার কাছে মৃত ব্যক্তিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম: তার আমল কী ধরনের ছিল? বিধবা বলল: "লোকটি ফরয গোসল আদায় করত না।" (শরহুস সুদুর বিশরহে হালাল মাওতি ওয়াল কুবুর, ১৭৯ পৃষ্ঠা)

ফরয গোসলে কখন বিলম্ব করা হারাম?

ইসলামী বোনেরা! আপনারা দেখলেন তো! সেই হতভাগা লোকটি ফরয গোসলও আদায় করত না। ফরয গোসলে বিলম্ব করা গুনাহ নয়। তবে এক ওয়াক্ত নামাযের সময় পার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা হারাম। যথা, বাহারে শরীয়াতে উল্লেখ রয়েছে: যে ব্যক্তির উপর গোসল ওয়াজিব হয়েছে, সে যদি এত বিলম্ব করে ফেলল যে, নামাযের ওয়াক্তই শেষ হতে চলেছে, তাহলে তার উপর এখনই গোসল করে নেওয়া ফরয। এখন যদি সে বিলম্ব করে, তাহলে গুনাহগার হবে।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

গোসল ফরয অবস্থায় ঘুমানোর বিধান

হযরত সায়্যিদুনা আবু সালামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেছেন: উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল; **নবী করীম, রউফুর রহিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কি গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় ঘুমাতেন? তিনি জবাবে বললেন: হ্যাঁ, ঘুমাতেন, তবে অযু করে নিতেন। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৮৬) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বর্ণনা করেন: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট কথা তুললেন, রাতে কখনো গোসল ফরয হয়ে গেলে তখন কী করতে হবে? **রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অযু করে বিশেষ অঙ্গটি ধৌত করে শুয়ে পড়বে।" (প্রাগুক্ত, ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ উক্ত হাদীসের টীকায় বলেন: গোসল ফরয হওয়ার পর কেউ যদি ঘুমাতে চায়, তার জন্য মুস্তাহাব হল তৎক্ষণাৎ অযু করে নিবে। সাথে সাথে গোসল করে নেওয়া ওয়াজিব নয়। অবশ্য এমন বিলম্ব করতে পারবে না যে, নামাযের একটি ওয়াক্ত অতিক্রম হয়ে যাবে। হাদীসটির সংক্ষিপ্ত কথা এই। হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم থেকে আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফে বর্ণনা রয়েছে; তিনি বলেন: সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা আগমন করে না, যেই ঘরে ছবি রয়েছে, কুকুর রয়েছে কিংবা গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তি রয়েছে। (সুনানে আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৭) হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে: ততক্ষণ পর্যন্ত গোসল না করে থাকে যে, নামাযের একটি ওয়াক্ত অতিক্রম হয়ে যায়, আর সেই ব্যক্তি গোসল না করে থাকতে অভ্যস্ত হয়। একই মর্মার্থ বুজুর্গদের এই কথা থেকেও পাওয়া যায় যে, গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় পানাহারে রিজিকের বরকত থাকে না।" (নুজহাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ৭৭০-৭৭১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

গোসলের পদ্ধতি (হানাফী)

মুখ না নেড়ে মনে মনে এভাবে নিয়্যত করবেন: পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমি গোসল করছি। প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার করে ধৌত করবেন। অতঃপর নাপাকি থাকুক বা না থাকুক লজ্জাস্থান ধৌত করে নিবেন। এরপর শরীরের কোথাও নাপাকি থাকলে তা ধৌত করে নিবেন। তারপর নামাযের ন্যায় অযু করে নিবেন। আপনার পা রাখার স্থানে যদি পানি জমে থাকে, তাহলে পা ধৌত করবেন না। আর যদি স্থান জমানো হয়, যেমন; বর্তমানে গোসলখানায় হয়ে থাকে, অথবা চৌকি ইত্যাদিতে দাঁড়িয়ে গোসল করে থাকেন, তাহলে পা ধৌত করে নিবেন। অতঃপর সারা শরীরে তেলের ন্যায় পানি ছিঁটিয়ে দিবেন। বিশেষ করে শীতকালে। (এ সময়ে সাবানও লাগাতে পারেন)। তারপর তিন বার ডান কাঁধে পানি দিবেন। তারপর তিন বার বাম কাঁধে পানি দিবেন। এরপর মাথায় এবং সারা শরীরে তিন বার পানি দিবেন। এরপর গোসলের স্থানটি ত্যাগ করে একটু সরে যাবেন। অযু করার সময় পা না ধুয়ে থাকলে এখন ধুয়ে নিবেন। বাহারে শরীয়াতের ২য় খন্ডের ৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: সতর খোলা থাকলে ক্বিবলার দিকে মুখ করবেন না। লুঙ্গি ইত্যাদি জড়িয়ে থাকলে অসুবিধা নেই। সারা শরীরে হাত বুলিয়ে মালিশ করে গোসল করবেন। এমন স্থানে গোসল করবেন, যেখানে আপনাকে কেউ দেখতে পাবে না। গোসলের সময় কোন ধরনের কথাবার্তা বলবেন না। কোন দোয়াও পড়বেন না। গোসল করার পরে তোয়ালে ইত্যাদি দিয়ে শরীর মুছে নেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। গোসল করার পর তাড়াতাড়ি কাপড় পরিধান করবেন। মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে সাথে সাথে দুই রাকাত নামায পড়ে নিবেন। এটি মুস্তাহাব। (হানাফী মাযহাবের যে কোন ফিকাহর কিতাব)

www.dawateislami.net

গোসলের তিন ফরয

(১) কুলি করা। (২) নাকে পানি দেওয়া। (৩) সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)

(১) কুলি করা

মুখে সামান্য পানি নিয়ে পিক্ করে ফেলে দেওয়ার নাম কুলি নয়। বরং মুখের সব কটি অংশ, কোণা, ঠোঁট থেকে গলার গোড়া পর্যন্ত সবখানে পানি পৌঁছাতে হবে। অনুরূপ দাঁড়ির নিচে মুখ-গহ্বরের ভিতরের অংশ, দাঁতের ফাঁক, গোড়া, মুখের সব আশ-পাশ, বরং গলার কিনারা পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে হবে। রোযা না হলে গড়গড়াও করবেন। কারণ, গড়গড়া করা সুন্নাত। দাঁতে সুপারির কণা, খাদ্যদ্রব্যের অংশ বিশেষ আটকে থাকলে সেগুলো বের করে ফেলা আবশ্যক। অবশ্য বের করে নেয়াতে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে মাফ। গোসলের আগে দাঁতের ছিদ্রে খাদ্যকণা ইত্যাদি অনুভূত না হওয়ার কারণে তা নিয়ে নামাযও পড়ে নিয়েছে, তারপর দেখা গেল যে, দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা ছিল, তাহলে সেটি বের করে সাথে সাথে সেখানে পানি পৌঁছানো ফরয। পূর্বে যে নামায আদায় করেছিল সেগুলো হয়ে গেছে। নড়াচড়া করা যে দাঁত বিভিন্ন উপাদান দিয়ে জমিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিংবা তার দিয়ে বেধেঁ দেওয়া হয়েছে, আর তারের বা উপাদানের নিচে পানি না পৌছলেও তা মাফ। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ৪৩৯-৪৪০ পৃষ্ঠা)

(২) নাকে পানি দেওয়া

তাড়াতাড়ি নাকের সামনের দিকের কিছু অংশে পানি দিলেই নাকে পানি দেওয়া বলা যায় না বরং নাকের ভিতরে যেখানে নরম হাড্ডি রয়েছে অর্থাৎ শক্ত হাড্ডির শুরু পর্যন্ত ধৌত করা আবশ্যক।

www.dawateislami.net

এটি এভাবেই সম্ভব যে, নাকে পানি নিয়ে নিশ্বাস টেনে পানি উপরের দিকে উঠাবেন। মনে রাখবেন! নাকের ভিতর চুল পরিমাণ জায়গাও যদি অধৌত থেকে যায়, তাহলে গোসল হবে না। নাকের ভিতরে যদি শুকনো শেম্বা শুকিয়ে যায়, তবে সেটি বের করে নেয়া ফরয। তাছাড়া নাকের পশমগুলোও ধৌত করা ফরয। (প্রাগুক্ত, ৪৪২-৪৪৩ পৃষ্ঠা)

(৩) সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো

মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের তালু পর্যন্ত সারা শরীরের সমস্ত অঙ্গ ও প্রতিটি অংশে ও প্রতিটি লোমে পানি প্রবাহিত করা আবশ্যক। শরীরের এমন কতগুলো স্থান রয়েছে, সেগুলোতে যদি সাবধানতা অবলম্বন না করা হয়, তাহলে সেগুলো শুষ্ক থেকে যায়, ফলে গোসল হয় না। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)

ইসলামী বোনদের গোসল সম্পর্কিত ২৩টি সাবধানতা

(১) ইসলামী বোনদের মাথার চুলে যদি খোঁপা বাধাঁ থাকে, তাহলে কেবল গোড়া ভিজালে হয়ে যাবে, খোঁপা খুলতে হবে না। অবশ্য খোঁপা যদি এমন শক্ত যে, না খুললে চুলের গোড়াতেও পানি পৌঁছানো সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে খুলতে হবে। (২) কানের দুলের বা নাকে নথের ছিদ্র রয়েছে, তা বন্ধও নয়, তাহলে সেটিতে পানি পৌঁছানো ফরয। অযুর ক্ষেত্রে কেবল নাকের নথের ছিদ্রে আর গোসলে যদি নাক ও কান উভয়টিতে ছিদ্র থাকে, তাহলে উভয়টিতেই পানি পৌঁছাতে হবে। (৩) ভ্রূ ও এর নিচের চামড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে। (৪) কানের সম্পূর্ণ অংশ এবং ছিদ্রের মুখ ধৌত করবেন। (৫) কানের পিছনের চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে পানি পৌঁছিয়ে দিবেন। (৬) চিবুক ও গলার মিলনকেন্দ্র চেহারা উত্তোলন করে ধৌত করবেন।

www.dawateislami.net

(৭) ভাল ভাবে হাত তুলে বগল ধৌত করবেন। (৮) বাহুর সব দিক ধৌত করবেন। (৯) পিঠের সবখানে ধৌত করবেন। (১০) পেটের ভাঁজগুলো নেড়েচেড়ে ধৌত করবেন। (১১) নাভিতেও পানি পৌঁছাবেন। পানি পৌঁছানোতে সন্দেহ হলে নাভীতে আঙ্গুল দিয়ে ধৌত করবেন। (১২) দেহের প্রতিটি লোম গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত ধৌত করবেন। (১৩) নাভির নিচের দিকে রানের ভাঁজে ভাঁজে ভালভাবে ধৌত করবেন। (১৪) বসে বসে গোসল করার সময় রান ও হাটুর জোড়াগুলোও বিশেষ যত্ন সহকারে ধৌত করবেন। (১৫) উভয় নিতম্বের মিলনস্থলগুলোর দিকে বিশেষ যত্নবান হবেন। বিশেষ করে যখন দাঁড়িয়ে গোসল করবেন। (১৬) রানের সবদিক ধৌত করবেন। (১৭) হাটুর সবদিকে পানি পৌঁছাবেন। (১৮) ঢলে পড়া স্তনকে উপরের দিকে উঠিয়ে পানি পৌঁছাবেন। (১৯) স্তন ও পেটের জোড়া ও ভাঁজগুলো ভালভাবে ধৌত করবেন। (২০) মহিলাদের লজ্জাস্থানের বাইরের অংশের সবদিক ভালভাবে ধৌত করবেন। উপরের নিচের সব অংশ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ধৌত করবেন। (২১) লজ্জাস্থানের ভিতরের অংশে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে ধৌত করা ফরয নয়, তবে মুস্তাহাব। (২২) হায়জ বা নেফাস থেকে অবসর হয়ে যদি গোসল করেন, তাহলে পুরাতন কোন কাপড়ের টুকরা দিয়ে লজ্জাস্থানের ভিতরের দিক হতে রক্তের প্রভাব মুছে ফেলা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা) (২৩) নখে যদি নেইল পলিশ লাগানো থাকে, তাও পরিস্কার করে ফেলা ফরয। অন্যথায় গোসল হবে না। অবশ্য মেহেদীর রঙে অসুবিধা নেই।

জখমের পাট্টি

জখমে পাট্টি বাধাঁ হয়েছে। সেটি খুলতে গেলে ক্ষতি হবে কিংবা অসুবিধা হবে, তাহলে সেই পাট্টির উপর দিয়ে মাসেহ্ করে নিলেই যথেষ্ট হবে।

www.dawateislami.net

তাছাড়া শরীরের কোন স্থানে ব্যথা কিংবা রোগের কারণে পানি লাগালে যদি ক্ষতি হয়, তাহলে সেই সম্পূর্ণ অঙ্গটা মাসেহ করে নিবেন। পাট্টি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অংশ ঢেকে না রাখা উচিত। অন্যথায় মাসেহ্ যথেষ্ট হবে না। প্রয়োজনের বেশি জায়গা না ঢেকে যদি পাট্টি বাধাঁ সম্ভব না হয়ে থাকে, যেমন; বাহুতে জখম রয়েছে, তাই বাহুতে গোলাকার ভাবে পাট্টি বাধাঁ হল, ফলে বাহুর সুস্থ অংশও পাট্টির ভেতরে ঢুকে গেল। এমতাবস্থায় খোলা সম্ভব হলে খুলেই সেই সুস্থ অংশটি ধৌত করা ফরয। যদি সম্ভব না হয়, কিংবা খুললেও সেভাবে পুনরায় বাধাঁ সম্ভব না হয় এবং জখমে ক্ষতি হবার আশংকা থাকে, সেক্ষেত্রে সমস্ত পাট্টিকে মাসেহ্ করে নিলে চলবে। তখন শরীরের সেই সুস্থ অংশটিও ধৌত করা থেকে মুক্ত থাকবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

গোসল ফরয হওয়ার ৫টি কারণ

(১) স্বস্থান থেকে কামভাব সহকারে বীর্যপাত হওয়া। (২) স্বপ্নদোষ হওয়া। (৩) কামভাব থাকুক আর না থাকুক, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীলোকের সামনের রাস্তা বা পিছনের রাস্তা অথবা পুরুষের পিছনের রাস্তা দিয়ে প্রবিষ্ট হওয়া। বীর্যপাত হোক বা না হোক। উভয়ের উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে। শর্ত হচ্ছে উভয়ে শরীয়াতের আওতাভূক্ত হওয়া এবং একজন যদি বালেগ হয়ে থাকে, তবে তার উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে। আর না-বালেগের উপর যদিও গোসল ফরয নয় কিন্তু গোসলের জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে। (৪) হায়েয থেকে ফারেগ হওয়া। (৫) নিফাস (সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত বের হয়) থেকে ফারেগ হওয়া।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৩, ৪৫ ও ৪৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

যে অবস্থায় গোসল ফরয হয়না

(১) কামভাব সহকারে স্বস্থান থেকে বীর্যপাত হয়নি, বরং বোঝা নেওয়ার কারণে, কিংবা উপর থেকে নিচে পড়ার কারণে, অথবা পায়খানার জন্য জোর দেবার কারণে যদি বীর্যপাত হয়, তাহলে গোসল ফরয হবে না। অবশ্য অযু ভেঙ্গে যাবে। (২) পাতলা বীর্য বের হয়ে গেছে, প্রস্রাবের সময় অথবা এমনিতেই কামভাব ছাড়াই বীর্যের অংশ বিশেষ বের হয়ে যায়, তাহলে গোসল ফরয হবে না। অবশ্য সর্বাবস্থায় অযু ভেঙ্গে যাবে। (৩) ইহতিলামের কথা স্মরণে আছে, কিন্তু তার কোন চিহ্ন কাপড় ইত্যাদিতে দেখা যাচ্ছে না, তাহলে গোসল ফরয হবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা)

প্রবাহমান পানিতে গোসলের পদ্ধতি

যদি প্রবাহমান পানি যেমন; সাগর বা নদী ইত্যাদিতে গোসল করে, তাহলে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেই তিন বার ধৌত করা, ধারাবাহিকতা ও অযু এই সকল সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। শরীরকে তিন বার নড়াচড়া করারও প্রয়োজন নেই। যদি পুকুর ইত্যাদি বদ্ধ পানিতে গোসল করে, তাহলে শরীরকে তিন বার নড়াচড়া করাতে অথবা তিন বার স্থান পরিবর্তন করাতে তিন বার ধৌত করার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। বৃষ্টির পানিতে (কিংবা নলের বা শাওয়ারের পানিতে) দাঁড়ানো প্রবাহমান পানিতে দাঁড়ানোর মতই। প্রবাহমান পানিতে অযু করলে, কিছুক্ষণ সেই স্থানেই অঙ্গটি রেখে দেওয়া এবং বদ্ধ পানিতে নড়াচড়া করা তিন বার ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে বিবেচিত। **(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, রদ্দে মুহতার, ১ম খন্ড, ৩২০-৩২১ পৃষ্ঠা)** অযু ও গোসলের এসব অবস্থা সমূহে কুলি করতে হবে এবং নাকে পানি দিতে হবে। গোসলে কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া ফরয। আর অযুতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

www.dawateislami.net

ফোয়ারা প্রবাহমান পানির বিধানের মত

"ফতোওয়ায়ে আহ্লে সুন্নাত" এ রয়েছেঃ ফোয়ারা বা নলের নিচে গোসল করা প্রবাহমান পানিতে গোসল করারই বিধানের মত। তাই এটির নিচে গোসল করার সময় অযু ও গোসল করা কালে কিছুক্ষণ অবস্থান করবেন, তাহলে তিন বার ধৌত করার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। যথা- দুররে মুখতারে বর্ণিত আছেঃ যদি প্রবাহমান পানিতে, বড় হাউজে কিংবা বৃষ্টির পানিতে অযু-গোসল করার সময় পর্যন্ত অবস্থান করে তবে সে সব সুন্নাতই আদায় করেছে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা) মনে রাখবেন! গোসল বা অযুতে কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়াও রয়েছে।

শাওয়ারের সাবধানতা

আপনার গোসলখানায় যদি শাওয়ারের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সেটির মুখটি দেখে নিবেন সেটির দিকে মুখ করে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার সময় মুখ বা পিঠ ক্বিবলার দিকে হচ্ছে কি না। ইস্তিন্জাখানায় আরো বেশি সাবধানী হতে হবে। ক্বিবলার দিকে মুখ করা কিংবা পিঠ দেওয়া মানে ৪৫° ডিগ্রীর মধ্যে যেন থাকে। অতএব, এমন ভাবে ব্যবস্থা নিবেন আপনার মুখ বা পিঠ যেন কিবলা থেকে ৪৫° ডিগ্রীর চেয়ে কমে অবস্থান করে।

গোসলের ৫টি সুন্নাত অবস্থা

(১) জুমা, (২) ঈদুল ফিতর, (৩) ঈদুল আযহা, (৪) আরাফার দিন (অর্থাৎ জিলহজ্ব মাসের ৯ম তারিখ) এবং ৫. ইহরাম বাধাঁর সময় গোসল করা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৩৩৯-৩৪১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

গোসলের ২৪টি মুস্তাহাব অবস্থা

(১) আরাফাতে অবস্থান, (২) মুযদালিফায় অবস্থান, (৩) হেরম শরীফে উপস্থিতি, (৪) **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজায়ে আকদাসে হাজিরী, (৫) তাওয়াফ, (৬) মিনায় প্রবেশ, (৭) শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপের তিনটি দিবস, (৮) বরাতের রাত, (৯) কদরের রাতে, (১০) আরাফাতের রাত (অর্থাৎ জিলহজ্ব মাসের ৯ম তারিখের সূর্য অস্ত থেকে ১০ম তারিখের ভোর পর্যন্ত), (১১) মিলাদ শরীফের মজলিস, (১২) অন্যান্য কল্যাণময় মজলিসের জন্য, (১৩) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর, (১৪) পাগলের পাগলামী চলে যাওয়ার পর, (১৫) বেহুশি অবস্থা শেষ হওয়ার পর, (১৬) নেশা চলে যাওয়ার পর, (১৭) গুনাহ থেকে তাওবা করে, (১৮) নতুন কাপড় পরিধান করার জন্য, (১৯) সফর থেকে ফিরে আসা ব্যক্তির, (২০) ইস্তেহাজার (মহিলার রোগের কারণে আসা রক্ত) রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, (২১) সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামাযের জন্য, (২২) বৃষ্টির নামাযের জন্য, (২৩) এবং ভয়, অন্ধকার ও প্রবল ঝড়ের জন্য, (২৪) শরীরের কোন স্থানে নাপাকী লেগেছে, তা জানা না থাকলে।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা। তানবীরুল আবছার, দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৩৪১-৩৪২ পৃষ্ঠা)

একটি গোসলে বিভিন্ন নিয়্যত

যে ব্যক্তির উপর কয়েকটি গোসল সম্পাদন করতে হবে, যেমন- স্বপ্নদোষও হল আবার ঈদও এবং জুমার দিনও, তাহলে তিনটির নিয়্যত করে একবার গোসল করে নিল। সবগুলো আদায় হয়ে গেছে এবং সবগুলোর সাওয়াব পাবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

গোসলের কারণে সর্দি বেড়ে গেলে তখন?

সর্দি বা চোখের রোগ (চোখ লাল হওয়া) ইত্যাদি হয়ে থাকলে, আর এই ধারণা প্রবল হয় যে, মাথা ধৌত করে গোসল করলে রোগ বেড়ে যাবে বা অন্যান্য রোগ সৃষ্টি হবে, তাহলে কুলি করুন, নাকে পানি দিন এবং গর্দান থেকে গোসল করে নিন, আর সম্পূর্ণ মাথায় ভিজা হাতটি বুলিয়ে নিন। গোসল হয়ে যাবে। সুস্থ হওয়ার পর মাথা ধুয়ে ফেলুন। সম্পূর্ণ গোসল নতুন ভাবে করার দরকার নেই। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

বালতিতে পানি নিয়ে গোসল করার সময় সাবধানতা

যদি বালতিতে পানি নিয়ে গোসল করতে চান তাহলে সাবধানতামূলক সেটিকে উঁচু কোন টুলে **(STOOL)** ইত্যাদিতে রাখবেন। যাতে (ব্যবহৃত পানি) বালতিতে ছিঁটা না পড়ে। তাছাড়া গোসলে ব্যবহার করার মগও মেঝের উপর রাখবেন না।

চুলের গিট

চুলে গিট পড়ে গেলে গোসলের সময় সেটি খুলে পানি প্রবাহিত করা জরুরী নয়। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

অযু বিহীন অবস্থায় দ্বীনি কিতাবাদি স্পর্শ করা

অযুহীন বা যার উপর গোসল ফরয হয়েছে, তার জন্য ফিকাহ্, তাফসীর ও হাদীসের কিতাব সমূহ স্পর্শ করা মাকরূহ। আর যদি সেগুলো কোন কাপড় দিয়ে স্পর্শ করল, চাই সেই কাপড় (তার) পরিধানের হোক কিংবা ওড়নার মত গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হোক, তবে অসুবিধা নেই। কিন্তু কুরআন শরীফের আয়াত কিংবা আয়াতের অনুবাদের উপর এবং সেই (অনুবাদের) কিতাবের উপরও হাতে স্পর্শ করা হারাম।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

অপবিত্র অবস্থায় দরূদ শরীফ পাঠ করা

যার উপর গোসল ফরয হয়েছে, তার জন্য দরূদ শরীফ ও দোয়া ইত্যাদি পাঠ করাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হল অযু বা কুলি করে পাঠ করা। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা) তার জন্য আজানের জবাব দেওয়াও জায়েয। (ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)

আঙ্গুলে কালি জমাট হয়ে থাকলে তখন?

রান্নাকারীর নখে আটা, লিখকের নখ ইত্যাদির মধ্যে কালির আবরণ, সাধারণ ইসলামী বোনদের গায়ে মশা-মাছির বিষ্ঠা লেগে রইল, মনোযোগ ছিল না, তবে গোসল হয়ে যাবে। হ্যাঁ! অবশ্য অবগত হওয়ার পর পরিস্কার করে ফেলা এবং সেই স্থানটি ধৌত করা আবশ্যক। প্রথমে যে নামায পড়েছে, তা হয়ে গেছে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

কন্যা শিশু কখন বালেগা হয়?

মেয়ে নয় বৎসর এবং ছেলে বার বৎসরের কম বয়সে কখনো বালেগ ও বালেগা (প্রাপ্ত বয়স্কও প্রাপ্ত বয়স্কা) হবে না। (হিজরী সন গণনা মতে) ছেলে ও মেয়ে পূর্ণ পনের বৎসর বয়সে শরীয়াতের দৃষ্টিতে অবশ্যই বালেগ ও বালেগা হিসাবে সাব্যস্ত হবে। যদিও বালেগ হওয়ার কোন নিদর্শন প্রকাশ না হয়। এই বয়সের মধ্যে যদি নিদর্শন পাওয়া যায়, অর্থাৎ ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, ঘুমে বা জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হয়, কিংবা মেয়ের হায়েয দেখা দেয়, অথবা সহবাস দ্বারা ছেলে কোন মেয়েকে অন্তসত্ত্বা করে দেয়, কিংবা সহবাসের কারণে মেয়ে অন্তসত্তা হয়ে যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে বালেগ ও বালেগা। কিন্তু কোন লক্ষণ নেই, কিন্তু সে নিজে বালেগ ও বালেগা হওয়ার দাবী করে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আর বাহ্যিক অবস্থা তার বালেগ হওয়ার দাবীর বিপরীতে সাক্ষ্য দেয় না তাহলেও বালেগ ও বালেগা ধার্তব্য হবে এবং প্রাপ্ত বয়স্কের সকল হুকুম/ বিধান প্রযোজ্য হবে। আর ছেলের দাড়ি-গোঁফ বের হওয়া বা মেয়ের স্তন উঁচু হওয়া কোন কিছু গ্রহণযোগ্য নয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯তম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা)

কুমন্ত্রনার একটি কারণ

গোসলখানায় প্রস্রাব করার দ্বারা কুমন্ত্রনা সৃষ্টি হয়। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রাসুলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কেউ যেন গোসলখানায় প্রস্রাব না করে, যার মধ্যে সে গোসল করে বা অযু করে। কেননা, বেশির ভাগ কুমন্ত্রনা তা থেকে সৃষ্টি হয়।" (সুনানে আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭) গোসলখানার ফ্লোর **(SLOP)** যদি উন্নত হয়ে থাকে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, প্রস্রাব করার পর পানি প্রবাহিত করিয়ে দিলে ভালভাবে ফ্লোর পবিত্র হয়ে যাবে, তাহলে অসুবিধা নেই। তারপরও উত্তম হচ্ছে এটা, সেখানে প্রস্রাব না করা। (মিরআত, ১ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

সুন্নাতের অনুসরণের বরকতে মাগফিরাতের সুসংবাদ মিলল

উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করা সুন্নাত নয়। এ ব্যাপারে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা লক্ষ্য করুন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেছেন: আমি একবার লোকজনের সাথে অবস্থান করছিলাম। সে সময় আমাদের কিছু সঙ্গী গোসলের জন্য কাপড় খুলে পানিতে নামল। কিন্তু আমার **নবী পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ঐ হাদীস শরীফটি স্মরণে ছিল।

www.dawateislami.net

যাতে তিনি ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান রাখে, তার উচিত গোসলখানায় উলঙ্গ প্রবেশ না করা, বরং লুঙ্গি পরিধান করে (প্রবেশ করে)। অতএব, আমি এই হাদীস শরীফটি অনুযায়ী আমল করলাম। রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম অদৃশ্য থেকে একজন আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান করে বললেন: হে আহমদ! তোমার জন্য সুসংবাদ। **আল্লাহ্ তাআলা নবীয়ে রহমতে** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করার কারণে তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর তোমাকে লোকদের ইমাম বানিয়ে দিয়েছেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি অদৃশ্য আহ্বানকারীকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কে? তখন আওয়াজ এল: আমি জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام। (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!

লুঙ্গি পরিধান করে গোসল করার সাবধানতা

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: একাকী অবস্থায় উলঙ্গ গোসল করা জায়েয। কিন্তু উত্তম হল উলঙ্গ গোসল না করা। লুঙ্গি বা পাজামা বা সালোয়ার পরিধান করে গোসল করার সময় বিশেষ করে দুইটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখবেন। **প্রথমত:** যে লুঙ্গি (বা পাজামা ইত্যাদি) পরিধান করে গোসল করবে সে (লুঙ্গি ইত্যাদি) পবিত্র হওয়া, তাতে নাপাকী না হওয়া। **দ্বিতীয়ত:** উরু ইত্যাদি শরীরের কোন অংশে নাপাকী লেগে থাকলে তবে প্রথমে সেটা ধুয়ে নিন।

www.dawateislami.net

অন্যথায় ফরয গোসল তো আদায় হয়ে যাবে কিন্তু শরীর বা লুঙ্গির নাপাকী কি দূর হবে, (বরং) ছড়িয়ে অন্য স্থানে লেগে যাবে। এতে (এই মাসআলায়) সাধারণ মানুষ তো সাধারণ মানুষ বিশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত অলসতা করে। (নুযহাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ৭৬১ পৃষ্ঠা) হ্যাঁ! যদিও এতটুকু পানি প্রবাহিত করা হল যাতে নাপাকী শুরুতে ছড়িয়ে পড়ল কিন্তু পরবর্তীতে ভালভাবে ধুয়ে গেল এবং পবিত্র করার শরয়ী চাহিদা পূর্ণ হয়ে গেল, তখন লুঙ্গি পবিত্র হয়ে যাবে।

ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ! আমাদেরকে বারবার গোসলের মাসআলা সমূহ পাঠ করার, বুঝার ও অন্যকে বুঝানোর এবং সুন্নাত অনুযায়ী গোসল করার তাওফীক দান কর।

اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

তায়াম্মুমের পদ্ধতি (হানাফী)

দরূদ শরীফের ফযীলত

ইমামুস সাবেরীন, সাইয়্যিদুশ শাফেয়ীন, সুলতানুল মুতাওয়াক্কেলীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আমাকে আরয করলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: হে মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি এ কথার উপর সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মত আপনার উপর একবার দরূদ প্রেরণ করবে, আমি তার উপর দশটি রহমত নাযিল করব এবং আপনার উম্মতের মধ্য থেকে যে একবার সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার উপর দশবার সালাম প্রেরণ করব।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯২৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তায়াম্মুমের ফরয

তায়াম্মুমের ফরয তিনটি (১) নিয়্যত করা, (২) সম্পূর্ণ মুখমন্ডল মাসেহ্ করা, (৩) কনুই সহ উভয় হাত মাসেহ করা।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৮৫-৮৮ পৃষ্ঠা)

তায়াম্মুমের ১০টি সুন্নাত

(১) বিসমিল্লাহ্ শরীফ বলা, (২) উভয় হাতকে জমীনের উপর মারা, (৩) জমীনের উপর হাত রেখে আগে পিছে নেওয়া,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(৪) আঙ্গুল সমূহ ফাঁক রাখা, (৫) হাতের তালির মত আওয়াজ না করে উভয় হাতের আঙ্গুলির গোড়ার সাথে গোড়া লাগিয়ে ঝেঁড়ে নেওয়া, (৬) প্রথমে মুখ অতঃপর উভয় হাত মাসেহ করা, (৭) একটির পর একটি মাসেহ করা, (৮) প্রথমে ডান হাত এরপর বাম হাত মাসেহ্ করা, (১০) (পুরুষদের জন্য) দাঁড়ি খিলাল করা, (১০) আঙ্গুল খিলাল করা। যদি ধূলা-বালি লেগে থাকে। আর যদি ধূলা-বালি লেগে না থাকে, যেমন- পাথর ইত্যাদিতে হাত মারা হল যাতে কোন ধূলা-বালি নেই, তাহলে খিলাল করা ফরয। খিলাল করার জন্য পুনরায় মাটিতে হাত মারার প্রয়োজন নেই। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা)

তায়াম্মুমের পদ্ধতি (হানাফী)

তায়াম্মুমের নিয়্যত করুন (নিয়্যত হচ্ছে অন্তরের ইচ্ছার নাম, মুখে উচ্চারণ করা উত্তম) যেমন- এভাবে বলুন আমি অযুহীনতা বা গোসলহীনতা অথবা উভয়টি হতে পবিত্রতা অর্জনের এবং নামায বৈধ/ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তায়াম্মুম করছি। বিসমিল্লাহ্ শরীফ পাঠ করে উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহকে ফাঁক করে মাটি জাতীয় কোন পবিত্র বস্তুতে (যেমন- পাথর, চুনা, ইট, দেয়াল, মাটি ইত্যাদিতে) হাত রেখে আগে পিছে টেনে নিন। আর যদি বেশি ধূলা-বালি লেগে থাকে তাহলে ঝেড়ে নিন। আর তা দ্বারা সমস্ত মুখমন্ডল এমনভাবে মাসেহ করুন যাতে কোন অংশ অবশিষ্ট থেকে না যায়। যদি চুল পরিমাণও কোন জায়গা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তায়াম্মুম হবে না। অতঃপর দ্বিতীয়বার জমিনের উপর হাত মেরে উভয় হাতের নখ হতে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করুন কংকন, চুড়ি যতগুলি অলংকার হাতে পরিধান অবস্থায় রয়েছে সবগুলো সরিয়ে বা খুলে নিয়ে চামড়ার প্রতিটি অংশের উপর হাত বুলিয়ে দিন। যদি বিন্দু পরিমাণও কোন জায়গা অবশিষ্ট থাকে তাহলে তায়াম্মুম হবেনা। তায়াম্মুমের (হাত) মাসেহের উত্তম পদ্ধতি হল, বাম হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল ব্যতীত চার আঙ্গুলের পেট ডান হাতের পিঠে রাখবে অতঃপর আঙ্গুলের মাথার দিক থেকে কনুই পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

অতঃপর সেখান থেকে বাম হাতের তালু দ্বারা ডান হাতের পেট মাসেহ করে হাতের কব্জি পর্যন্ত আনবে এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পেট দ্বারা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পিঠ মাসেহ করুণ অনুরূপ ভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসেহ্ করুন। যদি একেবারে সম্পূর্ণ তালু এবং আঙ্গুল সমূহ দ্বারা মাসেহ করে নিলেও তায়াম্মুম হয়ে যাবে। চাই কনুই থেকে আঙ্গুলীর দিকে নিন অথবা আঙ্গুলী থেকে কনুই এর দিকে নিন তবে সুন্নাতের পরিপন্থী হবে। তায়াম্মুমের মধ্যে মাথা ও পা এর মাসেহ নেই।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

তায়াম্মুমের ২৬টি মাদানী ফুল

(১) যে সকল বস্তু আগুনে জ্বলে ছাই হয় না, গলেও যায়না, আবার নরমও হয় না। সেগুলো মাটি জাতীয় বস্তু হিসাবে গণ্য, এর দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয। বালি, চুনা, সুরমা, গন্ধক, পাথর, পান্না, ফিরোজা, আকিক, ইত্যাদি মূল্যবান পাথর দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। চাই এগুলোতে ধূলা-বালি থাকুক বা না থাকুক। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা। আল বাহরুর রায়েক, ১ম খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা) (২) ইট, চীনামাটি বা কাদামাটির বরতন দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। হ্যাঁ যদি ঐগুলোতে এমন কোন পদার্থ থাকে যা মাটি জাতীয় নয় যেমন কাঁচের আবরণ থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা) (৩) যে মাটি, পাথর ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম করা হবে তা পবিত্র হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ তাতে নাপাকীর কোন চিহ্ন বিদ্যমান থাকতে পারবে না বা শুধুমাত্র শুকিয়ে যাওয়ার কারণে নাপাকীর চিহ্ন নেই এরূপও হতে পারবে না। (প্রাগুক্ত, ৭৯ পৃষ্ঠা) জমিন (ভূমি), দেয়াল এবং ঐ ধূলা-বালি যা জমিনের মধ্যে পড়ে থাকে, যদি নাপাক হয়ে যায়, অতঃপর রোদে বা বাতাসে শুকিয়ে যায় এবং নাপাকীর চিহ্ন দূর হয়ে যায়, তাহলে তা পবিত্র এবং তাতে নামায পড়া জায়েয। কিন্তু তা দ্বারা তায়াম্মুম (করা জায়েয) হবেনা।

www.dawateislami.net

(৪) যদি এরূপ ধারণা হয় যে, কখনো (তাতে) নাপাকী ছিল (তো) অনর্থক (ভিত্তিহীন) সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। (প্রাগুক্ত, ৭৯ পৃষ্ঠা) (৫) যদি কোন কাঠ, কাপড় বা কার্পেট, মাদুর ইত্যাদিতে এতটুকু (পরিমাণ) ধূলা বালি রয়েছে যে, (এতে) হাত মারলে আঙ্গুলের চিহ্ন ফুটে উঠবে, তাহলে তা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। (৬) চুনা, মাটি বা ইটের দেয়াল, চাই ঘরের হোক বা মসজিদের হোক তা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। কিন্তু তাতে অয়েল প্রিন্ট, প্ল্যাস্টিক প্রিন্ট, মাইট ফিনিস, ওয়াল পেপার ইত্যাদি এমন কোন বস্তু থাকতে পারবে না যা মাটি জাতীয় নয়। দেয়ালে মার্বেল (পাথর) থাকলে কোন অসুবিধা নেই। (৭) যার অযু নেই বা গোসল করার প্রয়োজন হয় কিন্তু সে পানি ব্যবহারে অক্ষম (তাহলে) সে অযু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নেবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা) (৮) এমন রুগ্ন ব্যক্তি যে অযু বা গোসল করলে তার রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার বা দেরীতে সুস্থ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে বা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে, যখনই সে অযু বা গোসল করেছে তখনই তার রোগ বেড়ে গেছে অথবা কোন মুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তার যিনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ফাসিক নন, সে বলে দিয়েছেন যে, পানি (ব্যবহার করলে তার) ক্ষতি হবে, তাহলে উপরোক্ত অবস্থা সমূহে তায়াম্মুম করতে পারবে। (রদ্দে মুহতার, দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৪৪১-৪৪২ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা) (৯) যদি মাথা থেকে শুরু গোসল করলে ক্ষতি হয়, তাহলে গলা থেকে গোসল শুরু করুন এবং সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করুন। (প্রাগুক্ত) (১০) যেখানে চতুর্দিকে এক মাইল পর্যন্ত পানি পাওয়া না যায় সেখানেও তায়াম্মুম করা যাবে। (প্রাগুক্ত) (১১) যদি নিজের কাছে এতটুকু পরিমাণ জমজম শরীফের পানি থাকে যা অযুর জন্য যথেষ্ট। তাহলে তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। (প্রাগুক্ত) (১২) এমন শীত যে, গোসল করলে মারা যাওয়ার কিংবা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এবং গোসল করার পর শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন সরঞ্জামও নেই তখন তায়াম্মুম করা জায়েয। (প্রাগুক্ত, ৭০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১৩) কয়েদী ব্যক্তিকে যদি কারা কর্তৃপক্ষ অযু করতে না দেয় তাহলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেবে কিন্তু পরে (সে নামায) পুনরায় আদায় করে দিতে হবে। আর যদি ঐ শত্রু বা কারা-কর্তৃপক্ষ নামাযও আদায় করতে না দেয় তাহলে ইশারায় নামায আদায় করবে এবং পরে (সে নামায) পুনরায় আদায় করে দিবে। (প্রাগুক্ত, ৭১ পৃষ্ঠা) (১৪) যদি ধারণা হয় যে, পানি তালাশ করতে গেলে (কিংবা পানি পর্যন্ত গিয়ে অযু করলে) কাফেলা চলে যাবে কিংবা রেল ছেড়ে চলে যাবে, তখন তায়াম্মুম করা জায়েয। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা) ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত ৩য় খন্ডের ৪১৩ পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে: যদি রেল চলে যাওয়ার আশংকা হয় তখনও তায়াম্মুম করবে এবং পুনরায় আদায় করতে হবে না। (১৫) সময় এতই সংকীর্ণ যে, অযু বা গোসল করলে নামায কাযা হয়ে যাবে। তাহলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেবে। অতঃপর অযু বা গোসল করে নামায পুনরায় আদায় করবে। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংগৃহীত, ৩য় খন্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা) (১৬) মহিলা হায়েজ বা নিফাস হতে পবিত্র হল কিন্তু পানি ব্যবহারে অক্ষম, তাহলে তায়াম্মুম করে নেবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা) (১৭) যদি কেউ এমন স্থানে থাকে যেখানে পানিও নেই এবং তায়াম্মুম করার জন্য পবিত্র মাটিও নেই তখন তার জন্য উচিত হবে নামাযের সময়ে নামাযী ব্যক্তির রূপ ধারণ করবে অর্থাৎ নামাযের নিয়্যত না করে নামাযের কার্যাবলী আদায় করবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা) কিন্তু পরে পবিত্র পানি বা মাটি পাওয়া গেলে অযু বা তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নিতে হবে। (১৮) অযু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রে তায়াম্মুমের পদ্ধতি একটিই (ধরণের)। (আল জাওহারাতুন নাইয়্যারাহ, ১ম খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা) (১৯) যার উপর গোসল ফরয তার জন্য অযু ও গোসল উভয়টির জন্য দুইবার তায়াম্মুম করার প্রয়োজন নেই বরং উভয়টির জন্য একই নিয়্যত করে নিলে উভয়টি আদায় হয়ে যাবে। আর যদি শুধুমাত্র গোসল বা অযুর নিয়্যত করল, তারপরও যথেষ্ট হবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা) (২০) যে সমস্ত কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায় বা গোসল ফরয হয় তা দ্বারা তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায় এবং

www.dawateislami.net

পানি ব্যবহারে সক্ষম হলেও তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত, ৭২ পৃষ্ঠা) (২১) ইসলামী বোনেরা নাকে নাকফুল ইত্যাদি পরিধান করে থাকে, তাহলে (তায়াম্মুম করার সময় তা) খুলে নিতে হবে, অন্যথায় নাক ফুলের স্থানে মাসেহ্ সম্পাদন হবে না। (প্রাগুক্ত, ৭৭ পৃষ্ঠা) (২২) ওষ্ঠের যে অংশ সচরাচর মুখ বন্ধ থাকা অবস্থায় দেখা যায় তাতেও মাসেহ্ করা আবশ্যক। যদি মুখমন্ডল মাসেহ্ করার সময় কেউ জোরে ওষ্ঠ দাবিয়ে ফেলার কারণে (ওষ্ঠের) কিছু অংশ মাসেহ্ থেকে বাদ যায় তাহলে তায়াম্মুম হবে না। (প্রাগুক্ত) (২৩) অনুরূপ ভাবে (মাসেহ্ করার সময়) জোরে চোখ বন্ধ করলেও তায়াম্মুম আদায় হবে না। (প্রাগুক্ত) (২৪) আংটি, ঘড়ি ইত্যাদি পরিধান করে থাকলে তা খুলে বা সরিয়ে তার নিচে মাসেহ্ করা ফরয। চুড়ি, বালা, ব্রেসলেট ইত্যাদি সরিয়ে তার নিচে মাসেহ্ করুন। তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে অযুর চেয়ে বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। (প্রাগুক্ত) (২৫) রুগ্ন বা হাত-পা বিহীন ব্যক্তি নিজে তায়াম্মুম করতে অক্ষম হলে অন্য ব্যক্তি তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে। এক্ষেত্রে তায়াম্মুম করিয়ে দেওয়া (ব্যক্তির) নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না, যাকে তায়াম্মুম করিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাকেই নিয়্যত করতে হবে। (প্রাগুক্ত, ৭৬ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা) (২৬) মহিলা অযু করবে আর সেখানে (অযু করার স্থানে) না মুহরিম পুরুষ উপস্থিত রয়েছে, যার থেকে গোপন করে হাত ধৌত করা বা মাথা মাসেহ্ করা সম্ভব নয় (তাহলে) তায়াম্মুম করবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, সংশোধিত, ৩য় খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা)

ইয়া রাব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ! আমাদেরকে বারবার তায়াম্মুমের মাসআলা পাঠ করার, বুঝার এবং অপরকে বুঝানোর এবং সুন্নাত অনুযায়ী তায়াম্মুম করার তাওফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আযানের উত্তরের (প্রদানের) পদ্ধতি

মুক্তার তাজ

"আল কাউলুল বদী" কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: হযরত আবুল আব্বাস আহমদ বিন মনছুর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ইন্তেকালের পর সীরাজ অধিবাসীর মধ্য থেকে কেউ স্বপ্নে দেখল, তিনি মাথায় মুক্তার তাজ সাজিয়ে জান্নাতী পোষাক পরিহিত অবস্থায় "সীরাজ" এর জামে মসজিদের মেহরাবের মধ্যে দাড়িয়ে রয়েছে। স্বপ্নে দেখা ব্যক্তিটি আরয করল: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? (তিনি) বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করতাম, (সুতরাং) এই আমল কাজে এসে গেল, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং আমাকে তাজ পরিধান করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। (আল কাউলুল বদী, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আযানের উত্তর প্রদানের ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন খাত্তাব رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হুযুর পাক, সাহিবে লাওলাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

"যখন মুয়াজ্জিন اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر বলে তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রতিউত্তরে اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر বলে, অতঃপর মুয়াজ্জিন اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه বলে তখন ঐ ব্যক্তি اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه বলে, অতঃপর মুয়াজ্জিন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه বলে তখন ঐ ব্যক্তি اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه বলে, এরপর মুয়াজ্জিন যখন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة বলে তখন ঐ ব্যক্তি لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه বলে, অতঃপর মুয়াজ্জিন যখন حَيَّ عَلَى الْفَلَاح বলে তখন ঐ ব্যক্তি لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه বলে, এরপর মুয়াজ্জিন যখন اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر বলে তখন ঐ ব্যক্তি اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر বলে এবং যখন মুয়াজ্জিন لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه বলে আর এই ব্যক্তি সত্য অন্তরে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه বলে, তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(সহীহ মুসলিম, ২০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮৫)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এ হাদীস শরীফের টীকায় লিখেন: প্রকাশ থাকে যে, مِنْ قَلْبِهٖ (অর্থাৎ- সত্য অন্তরে বলার) সম্পর্ক সম্পূর্ণ উত্তরে রয়েছে। অর্থাৎ- আযানের সম্পূর্ণ উত্তর সত্য অন্তরে প্রদান করুন, কেননা ইখলাস বা একনিষ্ঠতা ছাড়া কোন ইবাদত গ্রহণ যোগ্য নয়।

(মিরআতুল মানাযীহ, ১ম খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা)

আযানের উত্তর প্রদানকারী জান্নাতী হয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: এক ব্যক্তির প্রকাশ্যভাবে কোন অধিক পরিমাণ নেক আমল ছিলনা, ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উপস্থিতিতে অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "তোমাদের কি জানা আছে! **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।"

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

এতে লোকেরা আশ্চার্যান্বিত হল, কেননা বাহ্যিকভাবে তার কোন বড় আমল ছিল না। সুতরাং এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর ঘরে গেলেন এবং তাঁর বিধবা স্ত্রীকে رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا জিজ্ঞাসা করলেন: "তাঁর কোন বিশেষ আমল আমাকে বলুন"। তখন সে উত্তর দিল: "তাঁর এমন কোন বিশেষ বড় আমল আমার জানা নেই, শুধু এতটুকু জানি যে, দিন বা রাত হোক যখনই তিনি আযান শুনতেন তখন অবশ্যই উত্তর দিতেন।" (তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৪০তম খন্ড, ৪১২, ৪১৩ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

গুনাহে গদা কা হিসাব কিয়া উহ আগর ছে লাখ্ ছে হে ছিওয়া
মগর এ্যায় আফুউ তেরে আফ্উ কা তো হিসাব হে না শুমার হে

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আযানের উত্তর এইভাবে প্রদান করুন

মুয়াজ্জিন সাহেবের উচিত, আযানের বাক্যগুলো একটু থেমে থেমে বলা। اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر (এখানে দুটি শব্দ কিন্তু) উভয়টাকে মিলিয়ে (সাক্তা না করে এক সাথে পড়ার কারণে) একটি শব্দ হয়। উভয়টি বলার পর সাক্তা করবেন (অর্থাৎ থেমে যাবেন)। আর সাক্তার পরিমাণ হচ্ছে, উত্তর প্রদানকারী যেন উত্তর দেয়া শেষ করতে পারে। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা) উত্তর প্রদানকারী ইসলামী বোনের উচিত, যখন মুয়াজ্জিন সাহেব اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر বলে সাক্তা করেন অর্থাৎ চুপ হয় তখন اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر বলা। অনুরূপভাবে অন্যান্য বাক্যগুলোরও উত্তর প্রদান করবে। যখন মুয়াজ্জিন প্রথমবার اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه বলবে তখন এটা বলবেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله (**অনুবাদ: ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার উপর দরূদ (বর্ষিত) হোক)। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা) যখন দ্বিতীয়বার বলবে তখন এটা বলবেন: قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللهِ (**অনুবাদ: ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার নিকট আমার চোখের শীতলতা রয়েছে) (প্রাগুক্ত) আর প্রত্যেকবার বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখকে চোখে লাগিয়ে নিবেন এবং শেষে বলবেন: اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ (হে **আল্লাহ্!** আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির দ্বারা আমাকে কল্যাণ দান কর।) (প্রাগুক্ত) حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاح এর উত্তরে (চারবার) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ বলবেন এবং উত্তম হচ্ছে, উভয়টা বলা। (অর্থাৎ মুয়াজ্জিন যা বলে তাও বলা এবং لَا حَوْل ও বলা) বরং এটাও বৃদ্ধি করে নিন:

مَاشَآءَ اللهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ (**অনুবাদ: আল্লাহ্** যা ইচ্ছা করেছেন তা হয়েছে, যা ইচ্ছা করেননি তা হয়নি। (রদ্দুল মুহতার ও দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা) اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ এর উত্তরে বলবেন: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ (**অনুবাদ:** তুমি সত্য ও সৎ এবং তুমি সত্য বলেছ।) (রদ্দুল মুহতার ও দুররে মুখতার, ৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আযানের উত্তর প্রদানের ৮টি মাদানী ফুল

(১) নামাযের আযান ব্যতীত অন্যান্য আযানের উত্তরও প্রদান করতে হবে, যেমন- সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময়কার আযান।

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)

(২) আযান শ্রবণকারীদের জন্য আযানের উত্তর প্রদানের বিধান রয়েছে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(৩) অপবিত্র ব্যক্তিরাও (অর্থাৎ- যার উপর সহবাস বা স্বপ্নদোষের কারণে গোসলের প্রয়োজন হয়) আযানের উত্তর দিবেন। অবশ্য হায়েয, নিফাস বিশিষ্ট মহিলা, সহবাসে লিপ্ত বা যে টয়লেটে রয়েছে তাদের উপর উত্তর (প্রদানের বিধান) নেই। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা)

(৪) যখন আযান হয়, তবে ততক্ষণ পর্যন্ত সালাম, কথাবার্তা ও সালামের উত্তর প্রদান এবং সব ধরনের কাজকর্ম বন্ধ রাখুন। এমনকি কুরআন তিলাওয়াতও, আযানকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন এবং উত্তর দিন। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮৬ ও ৮৭ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

(৫) আযান প্রদানকালীন সময়ে চলা-ফেরা, বাসন, গ্লাস ইত্যাদি কোন বস্তু উঠানো, খাবার ইত্যাদি রাখা, ছোট বাচ্চার সাথে খেলা করা, ইশারায় কথাবার্তা বলা ইত্যাদি সবকিছু বন্ধ করে দেওয়াই যথার্থ।

(৬) যে (ব্যক্তি) আযান চলাকালীন সময়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকে, **আল্লাহ্**র পানাহ! তার মন্দ মৃত্যু হওয়ার (অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তার ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার) ভয় রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

(৭) যদি কয়েকটি আযান শুনেন তাহলে তার জন্য প্রথম আযানের উত্তর (দেওয়ার বিধান) রয়েছে, তবে উত্তম হচ্ছে যে, প্রতিটি আযানের উত্তর প্রদান করা। (রদ্দুল মুহতার, দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)

(৮) যদি আযান দেয়ার সময় উত্তর না দিয়ে থাকেন, তবে যদি বেশিক্ষণ সময় অতিবাহিত না হয় তাহলে উত্তর দিয়ে দিবেন।

(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসুলে আকরম, নূরে মুজাসসাম, রহমতে আলম, শাহে বনী আদম, রাসুলে মুহতাশাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলার** আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তিন ব্যক্তি **আল্লাহ্র** আরশের ছায়ার নিচে থাকবে। আরজ করা হল: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেই ব্যক্তি কারা হবে? ইরশাদ করলেন: "(১) যে ব্যক্তি আমার উম্মতের পেরেশানী দূর করে। (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী। (৩) আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠকারী।"

(আল বুদরুস সাফিরা ফি উমূরিল আখিরাহ লিস সুয়ুতী, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনেরা! কুরআন হাদীসে নামায আদায় করার অগণীত ফযীলত এবং বর্জন করার কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত রয়েছে। যেমন: ২৮ পারার সূরা মুনাফিকূনের ৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝۹

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারেরা! তোমাদের ধন-সম্পদ আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে **আল্লাহ্**র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।

(পারা: ২৮, সূরা: মুনাফিকুন, আয়াত: ৯)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; মুফাসসিরগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: উক্ত আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা**র স্মরণ দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি আপন ধন-সম্পদ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়, জীবিকা অন্বেষণ, আসবাবপত্র এবং সন্তান-সন্ততি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং সময় মত নামায আদায় করেনা, সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত। (কিতাবুল কাবায়ির, ২০ পৃষ্ঠা)

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম প্রশ্ন

ছরকারে মদীনা, সুলতানে বা-করীনা, করারে কলব ও সীনা, ফয়জে গঞ্জীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন বান্দার আমল সমূহের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম নামাযের (ব্যাপারে) প্রশ্ন করা হবে। সে যদি উপযুক্ত হয় (অর্থাৎ- নামায পরিপূর্ণ আদায়কারী হয়, তাহলে সাফল্য লাভ করল। আর যদি এতে ঘাটতি হয়, তাহলে সে অপমানিত হল এবং ক্ষতিগ্রস্থ হল।" (কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৮৮৩)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

নামায আদায়কারীর জন্য নূর

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবে, কিয়ামতের দিন নামায তার জন্য নূর, দলিল এবং নাজাত (মুক্তি লাভের উপায়) হবে। যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবেনা, কিয়ামতের দিন তার জন্য না নূর হবে, না দলিল এবং না নাজাত হবে। বরং সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ফিরআউন, কারূন, হামান এবং উবাই বিন খালাফের সাথে থাকবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ২য় খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬১১)

কে কার সাথে উঠবে!

ইসলামী বোনেরা! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: অনেক ওলামায়ে কেরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলছেন: বে-নামাযীকে এই চার জন (ফিরআউন, কারূন, হামান ও উবাই বিন খালাফ) এর সাথে এই জন্য উঠানো হবে, মানুষ সাধারণত ধন-সম্পদ, রাজত্ব, মন্ত্রীত্ব ও ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে নামায বর্জন করে থাকে। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ব্যস্ততার কারণে নামায বর্জন করে, তার হাশর ফিরআউনের সাথে হবে। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের কারণে নামায বর্জন করে, তবে তার হাশর কারূনের সাথে হবে। যদি নামায বর্জন করার কারণ মন্ত্রীত্বের জন্য হয়, তবে ফিরআউনের উজীর হামানের সাথে তার হাশর হবে। আর যতি ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকার কারণে নামায বর্জন করে, তবে তাকে মক্কা মুকাররমার অনেক বড় কাফের ব্যবসায়ী উবাই বিন খালাফের সাথে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে। (কিতাবুল কাবায়ির, ২১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

প্রচন্ড আহত অবস্থায় নামায

যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে হত্যা করার জন্য হামলা করা হয়, তখন তাঁকে বলা হল: হে আমীরুল মুমিনীন! নামায (এর সময় রয়েছে)। (তিনি) বলেছিলেন: জী হ্যাঁ, শুনে নিন; যে ব্যক্তি নামাযকে নষ্ট করে, ইসলামে তার কোন অংশ নেই। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রচন্ড আহত হওয়া স্বত্ত্বেও নামায আদায় করেন। (প্রাগুক্ত, ২২ পৃষ্ঠা)

হাজার বছর জাহান্নামের আযাবের যোগ্য

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৯ম খন্ডের ১৫৮ ও ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: ঈমান ও বিশুদ্ধ শুদ্ধ আকীদার পর **আল্লাহ্ তাআলার** সমস্ত হকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে নামায। জুমা ও দুই ঈদের নামায বা অনিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা কখনো মুক্তির আশা করতে পারবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে এক ওয়াক্ত (নামায) বর্জন করে, সে ব্যক্তি হাজার বছর জাহান্নামে অবস্থান করার হকদার হিসেবে বিবেচিত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করবে না এবং সেগুলো কাযা করে দেবে না। মুসলমান যদি তার জীবন যাপনে তাকে বর্জন করে, তার সাথে কথা না বলে, তার পাশে না বসে, তবে অবশ্যই সেটা তার উপযুক্ত (শাস্তি)। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেছেন:

وَاِمَّا یُنْسِیَنَّكَ الشَّیْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۶۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাকে যখন শয়তান ভুলিয়ে রাখবে, পরে স্মরণে আসার পর জালিমদের সাথে বসবে না। (পারা: ৭, সূরা: আনআম, আয়াত: ৬৮)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

নামায আলো বা অন্ধকার হওয়ার কারণ

হযরত সায়্যিদুনা ওবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করে, এরপর নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, রুকূ, সিজদা ও ক্বিরাত পরিপূর্ণ রূপে আদায় করে, তখন নামায বলে: **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে সেভাবে হিফাযত করুন! যেভাবে তুমি আমার হিফাযত করলে। অতঃপর সেই নামাযকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার জন্য ঔজ্জ্বল্য ও আলো হয়ে থাকে। অতএব, এর জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। এমনকি তা **আল্লাহ্**র দরবারে পেশ করা হয়, আর সেই নামায ঐ নামাযী ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করে। আর যদি সে ব্যক্তি রুকূ, সিজদা ও কিরাতকে পরিপূর্ণরূপে ভাবে আদায় না করে, তখন নামায বলে: যেভাবে তুমি আমাকে নষ্ট করলে, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে ধ্বংস করুক! অতঃপর তার নামাযকে এভাবে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। যাতে এর মধ্যে অন্ধকার ছেঁয়ে থাকে এবং এর জন্য আসমানের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। অতঃপর তাকে (সেই নামাযকে) পুরাতন কাপড়ের মত ভাঁজ করে সেই নামাযীর মুখের দিকে নিক্ষেপ করা হয়।" **(কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯০৪৯)**

মন্দ পরিণতির একটি কারণ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেছেন: হযরত সায়্যিদুনা হোযায়ফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যে নামায আদায় কালীন রুকূ ও সিজদা পরিপূর্ণ রূপে আদায় করছিল না। তখন (তিনি) তাকে বললেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

তুমি যে নামায পড়েছ, যদি সেই নামাযের অবস্থায় ইন্তিকাল হয়ে যাও, তাহলে তোমার মৃত্যু **নবী পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তরিকার উপর হবে না। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮০৮) সুনানে নাসায়ীর বর্ণনায় এও রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা হোযায়ফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কখন থেকে এভাবে নামায পড়ে আসছ? সে বলল: চল্লিশ বৎসর যাবত। তিনি বললেন: তুমি চল্লিশ বৎসর ধরে কোন নামাযই পড়নি এবং এ অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু আসে, তাহলে **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের উপর মৃত্যু (হিসাবে সাব্যস্ত) হবে না।

(সুনানে নাসায়ী, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩০৯)

নামাযের চোর

হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হচ্ছে সেই, যে তার নামাযে চুরি করে। আরয করা হল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! নামাযে কীভাবে চুরি করা হয়? ইরশাদ করলেন: (এভাবে যে,) রুকূ আর সিজদা পরিপূর্ণ রূপে না করা। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৭০৫)

চোর দুই প্রকার

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসের টীকায় লিখেছেন: প্রতীয়মান হল: সম্পদের চোরের তুলনায় নামাযের চোর নিকৃষ্ট। কেননা, সম্পদের চোর যদিও শাস্তি পায়, তবে কিছু না কিছু লাভবানও হয়। কিন্তু নামাযের চোর শাস্তি পুরোপুরিই পাবে তার জন্য লাভবান হওয়ার সুযোগ নেই।

www.dawateislami.net

সম্পদের চোর মানুষের তথা বান্দার হক বিনষ্ট করে, পক্ষান্তরে নামাযের চোর **আল্লাহ্ তাআলার** হক নষ্ট করে। এই অবস্থা তারই, যে নামায অসম্পূর্ণ রূপে আদায় করে। এ থেকে সেই লোক শিক্ষা গ্রহণ করুক, যে শুরু থেকেই (মোটেও) নামায পড়েই না। (মিরআতুল মানাজীহ্, ২য় খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)

ইসলামী বোনেরা! প্রথমত: মানুষ নামায আদায়ই করেনা, আর যারা আদায় করে তাদের অধিকাংশও সুন্নাত সমূহ শিখার আগ্রহ কম থাকার কারণে বর্তমানে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নামায আদায় করে থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে নামায আদায়ের পদ্ধতি উপস্থাপন করা হচ্ছে। মেহেরবানী করে খুব গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন এবং নিজের নামাযকে সংশোধন করুন।

ইসলামী বোনদের নামায আদায়ের পদ্ধতি (হানাফী)

অযু সহকারে ক্বিবলামুখী হয়ে এভাবে দাঁড়ান যেন উভয় পায়ের পাঞ্জার মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ দূরত্ব থাকে। আর উভয় হাতকে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবেন। তবে চাদর (ইত্যাদি) থেকে বের করবেন না। উভয় হাতের আঙ্গুলকে মিলিয়েও রাখবেন না, বেশি খোলাও রাখবেন না। বরং স্বাভাবিক **(NORMAL)** অবস্থায় রাখবেন। হাতের তালু ক্বিবলার দিকে হবে। দৃষ্টি সিজদার স্থানে থাকবে। এবার যে নামায পড়বেন, সেটার নিয়্যত অর্থাৎ অন্তরে সেটির দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করুন। সাথে সাথে মুখেও উচ্চারণ করুন। কেননা, সেটা অত্যন্ত ভাল। (যেমন- আমি আজকের জোহরের চার রাকাত ফরয নামাযের নিয়্যত করলাম)। এবার তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (**আল্লাহ্ তাআলা** সবচেয়ে মহান) বলতে বলতে হাতকে নিচের দিকে নিয়ে আসুন এবং বাম হাতের তালু বক্ষের উপর স্তনের নিচে রেখে এর উপর ডান হাতের তালু রাখুন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

এখন এভাবে সানা পড়বেন:

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ
وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ط

অনুবাদ: 'হে **আল্লাহ্**! তুমি পবিত্র এবং আমি তোমার প্রশংসা করছি। তোমার নাম বরকতময়, আর তোমার মর্যাদা অতীব মহান। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই।'

এরপর তাআওউয পাঠ করবেন।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

অনুবাদ: 'আমি বিতাড়িত শয়তান হতে **আল্লাহ্**র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

তারপর তাসমিয়া পাঠ করবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ: '**আল্লাহ্**র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।'

অতঃপর সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহাটি পাঠ করবেন।

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:) সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র জন্য, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাবাসীর। পরম দয়ালু, করুণাময়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١
اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾

প্রতিদান দিবসের মালিক।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র

نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾

তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾

তুমি আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত কর।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾

তাঁদেরই পথে যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

তাদের পথে নয়, যাদের উপর তোমার গজব এসেছে,

وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

আর যারা পথভ্রষ্ট তাদের পথেও নয়।

সূরা ফাতেহা শেষ করার পর নিম্নস্বরে اٰمِين বলুন। অতঃপর তিনটি আয়াত কিংবা একটি বড় আয়াত যা ছোট তিন আয়াতের সমান কিংবা যে কোন একটি সূরা যেমন; সূরা ইখলাস পাঠ করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:)

আপনি বলুন, তিনি **আল্লাহ্** এক,

আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারও থেকে জন্মগ্রহণ করেননি।

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾

তাঁর সমকক্ষও কেউ হতে পারে না।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ﴿۴﴾

এবার 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলে রুকূতে যাবেন। রুকূতে সামান্য ঝুকবেন। অর্থাৎ এতটুকু হাটুতে হাত রাখবেন, ভর দিবেন না এবং হাঁটুকে আঁকড়েও ধরবেন না, আর আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে রাখবেন এবং পা দুইটি ঝুকিয়ে রাখবেন। পুরুষদের মত একেবারে সোজা করবেন না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা) কম পক্ষে তিন বার রুকুর তাসবীহ 'سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْم' (অর্থাৎ- আমার মর্যাদাবান প্রতিপালক পবিত্র) এই তাসবীহ্টি পাঠ করবেন। অতঃপর তাসমী 'سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه' (অর্থাৎ- **আল্লাহ্ তাআলা** শুনে নিয়েছেন যে তাঁর প্রশংসা করল) বলে একেবারে সোজা দাঁড়িয়ে যাবেন। এই দাঁড়ানোকে 'কাওমা' বলা হয়। তারপর বলুন 'اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد' (অর্থাৎ হে **আল্লাহ্**! হে আমাদের প্রতিপালক! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য)। এরপর 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলে এভাবে সিজদায় যাবেন। যেন প্রথমে হাটু মাটিতে রাখবেন, এরপর উভয় হাত, তারপর উভয় হাতের মাঝখানে এভাবে মাথা রাখবেন যেন প্রথমে নাক, এরপর কপাল, আর এটার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন যেন কেবল নাকের অগ্রভাগ নয়, বরং নাকের হাড্ডি ও কপাল মাটির উপর ভালভাবে লাগে। দৃষ্টি নাকের উপর থাকবে। সিজদা গুটিয়ে করবেন।

www.dawateislami.net

অর্থাৎ- বাহু পাঁজরের সাথে, পেট রানের সাথে, রান (পায়ের) গোড়ালীর সাথে এবং গোড়ালী মাটির সাথে লাগিয়ে রাখবেন এবং উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবেন। এবার কমপক্ষে তিন বার সিজদার তাসবীহ্ 'سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی' (অর্থাৎ আমার উচ্চ মর্যাদাশীল প্রতিপালক অতি পবিত্র) পড়বেন। অতঃপর মাথা এভাবে উঠাবেন, যেন প্রথমে কপাল, তারপর নাক, এরপর হাত উঠে। উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবেন। আর বাম নিতম্বের উপর বসবেন। ডান হাত ডান রানের মধ্যভাগে এবং বাম হাত বাম রানের মধ্যবর্তী রাখবেন। উভয় সিজদার মাঝখানে বসাকে 'জালসা' বলা হয়। অতঃপর কমপক্ষে এক বার 'سُبْحٰنَ اللّٰه' বলার সম পরিমাণ অপেক্ষা করুন। (এই সময় 'اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ' অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও বলা মুস্তাহাব)। অতঃপর 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলে প্রথম সিজদার মতো দ্বিতীয় সিজদা করবেন। আবার ঐভাবে প্রথমে মাথা উঠাবেন, অতঃপর উভয় হাত হাটুতে রেখে পাঞ্জার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। উঠার সময় অপারগতা ছাড়া মাটিতে হাত দ্বারা ঠেক দিবেন না। এভাবে আপনার এক রাকাত পূর্ণ হল। এবার দ্বিতীয় রাকাতে 'بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم' বলে সূরা-ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করবেন এবং পূর্বের মতো রুকূ-সিজদা করবেন। দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পর উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবেন এবং বাম নিতম্বের উপর বসে যাবেন। ডান হাতকে ডান রানের মধ্যভাগে এবং বাম হাতকে বাম রানের মধ্যভাগে রাখবেন। দুই রাকাতের দ্বিতীয় সিজদার পর বসাকে 'কা'দা' বলা হয়। এবার কা'দা বা বৈঠকের মধ্যে তাশাহুদ পাঠ করবেন:

www.dawateislami.net

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبٰتُ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ط اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ط

অর্থাৎ- 'সকল মৌখিক, শারিরীক ও আর্থিক ইবাদত **আল্লাহ্**রই জন্য। হে নবী! আপনার উপর সালাম, **আল্লাহ্**র রহমত ও বরকত হোক! হোক আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

যখন তাশাহুদে 'ا' শব্দের কাছাকাছি পৌঁছাবেন, তখন ডান হাতের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে 'বৃত্ত' বানিয়ে নিবেন। আর কনিষ্ঠা ও অনামিকা (অর্থাৎ- তার পাশ্ববর্তী) আঙ্গুলকে হাতের তালুর সাথে মিলিয়ে রাখবেন। এবং ('اَشْهَدُ اَنْ' এর পর পরই) 'ا' শব্দটি বলাতেই শাহাদাত আঙ্গুলকে উপরের দিকে উঠাবেন। কিন্তু সেটাকে এদিক-সেদিক নড়াচড়া করবেন না। 'اِلَّا' শব্দটি বলতেই নামিয়ে ফেলবেন এবং সাথে সাথে সমস্ত আঙ্গুল সোজা করে নিবেন, যদি দুই রাকাতের চেয়ে বেশি রাকাত পড়তে হয়, তাহলে 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলে দাঁড়িয়ে যাবেন। যদি ফরয নামায পড়ে থাকেন, তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতের 'কিয়ামে' 'بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم' এবং সূরা ফাতেহা পাঠ করবেন।

www.dawateislami.net

(অন্য) সূরা মিলানোর প্রয়োজন নেই। অন্যান্য কার্যবলী বর্ণিত নিয়মানুসারে সম্পন্ন করবেন। আর যদি সুন্নাত বা নফল হয়ে থাকে, তাহলে সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরাও মিলাবেন। এভাবে চার রাকাত পূর্ণ করে 'কা'দায়ে আখীর' বা শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর 'দরূদে ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام' পাঠ করবেন:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ط اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ط

অর্থাৎ- 'হে **আল্লাহ্**! দরূদ প্রেরণ কর (আমাদের সরদার) হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর, যেভাবে তুমি দরূদ প্রেরণ করেছ (সায়্যিদুনা) হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মনিত। হে **আল্লাহ্**! বরকত অবতীর্ণ করো (আমাদের সরদার) হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর, যেভাবে তুমি বরকত অবতীর্ণ করেছ (সায়্যিদুনা) ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام ও তাঁর বংশধরগণের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।'

অতঃপর যে কোন 'দোআয়ে মাছূরা' (কুরআন ও হাদীসের দোয়াকে দোয়ায়ে মাছূরা বলা হয়) পড়ুন। যেমন- এ দোয়াটি পড়ে নিন:

(اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

www.dawateislami.net

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ '(হে **আল্লাহ!**) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ প্রদান কর এবং আখিরাতে কল্যাণ প্রদান কর। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।' (পারাঃ ২, সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২০১)

অতঃপর নামায শেষ করার জন্য প্রথমে ডান কাঁধের দিকে মুখ করে 'اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله' বলবেন। এভাবে বাম কাঁধের দিকে মুখ করে অনুরূপ বলবেন। এখন নামায শেষ হয়েগেল।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৭২-৭৫ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

দৃষ্টি আকর্ষণ!

ইসলামী বোনেরা! বর্ণিত নামাযের নিয়মাবলীতে কতিপয় বিষয় ফরয। যেগুলো ব্যতীত নামায হবেই না। কতিপয় বিষয় ওয়াজিব যেগুলো ইচ্ছাকৃত ভাবে বর্জন করা গুনাহ এর জন্য তাওবা করে নামাযকে পুনরায় পড়ে দেওয়া ওয়াজিব। আর ভুল বশতঃ ছুটে গেলে 'সিজদায়ে সাহু' দেওয়া ওয়াজিব। আর কিছু রয়েছে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যেগুলো বর্জন করার অভ্যাস করে নেওয়া গুনাহ। আর কিছু রয়েছে মুস্তাহাব, যেগুলো করলে সাওয়াব, না করলে গুনাহ নেই। (প্রাগুক্ত, ৭৫ পৃষ্ঠা)

নামাযের ৬টি শর্ত

(১) পবিত্রতাঃ নামায আদায়কারীর শরীর, পোষাক ও যে স্থানে নামায আদায় করবেন ঐ স্থান যে কোন ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া আবশ্যক। (শরহুল বেকায়া, ১ম খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

(২) সতর ঢাকাঃ ইসলামী বোনদের জন্য ঐ পাঁচটি অঙ্গ; সম্পুর্ণ চেহারা, উভয় হাতের তালু এবং উভয় পায়ের তালু ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা আবশ্যক। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

❁ অবশ্য যদি উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত), উভয় পা (গোড়ালী পর্যন্ত) সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়, একটি গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী নামায শুদ্ধ হবে। ❁ যদি এমন পাতলা কাপড় পরিধান করল, যাতে শরীরের ঐ অংশ যা নামাযে ঢেকে রাখা ফরয সেগুলো দেখা যায়, কিংবা গায়ের রং প্রকাশ পায়, তাহলে নামায হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা) ❁ বর্তমানে পাতলা কাপড় পরিধান করার প্রচলন বেড়ে চলেছে। এমন কাপড় পরিধান যা দিয়ে সতর ঢাকা যায় না, নামাযের বাইরেও (তা পরিধান করা) হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা) ❁ মোটা কাপড় যা দ্বারা শরীরের রং প্রকাশ পায় না, কিন্তু শরীরের সাথে এমন ভাবে লেগে থাকে যে, দেখলে শরীরের অবকাঠামো স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, এমন কাপড় দিয়ে যদিও নামায হয়ে যাবে কিন্তু সেই অঙ্গের প্রতি কারো দৃষ্টি দেওয়া জায়েয নেই। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা) এমন পোষাক মানুষের সামনে পরিধান করা নিষেধ। আর মহিলাদের জন্য একেরারেই নিষিদ্ধ। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা) ❁ কিছু সংখ্যক ইসলামী বোন মলমল জাতীয় ইত্যাদি অত্যন্ত পাতলা ওড়না দিয়ে নামায পড়ে। যা দ্বারা চুলের কালো রং ভেসে উঠে। অথবা এমন পোষাক পরিধান করে, যা দ্বারা শরীরের রং বুঝা যায়। এমন পোষাকেও নামায হবে না।

(৩) ক্বিবলামুখি হওয়া (অর্থাৎ- নামাযের মধ্যে ক্বিবলার (কা'বা শরীফের) দিকে মুখ করা: নামাযী যদি শরীয়াতের ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃত ভাবে ক্বিবলার দিক থেকে বুককে ফিরিয়ে নেয়, যদিও তৎক্ষণাৎ ক্বিবলার দিকে ফিরে যায়, (তবুও) নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে ফিরে যায়, আর তিনবার 'سُبْحٰنَ الله' বলার সম পরিমাণ সময়ের পূর্বে পুনরায় ক্বিবলার দিকে মুখ করে নেয়, তাহলে নামায ভঙ্গ হবে না।

(মুনিয়াতুল মুসল্লি, ১৯৩ পৃষ্ঠা। আল বাহরুর রায়িক, ১ম খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

❋ যদি ক্বিবলার দিক থেকে শুধু মুখ ফিরে যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ মুখকে ক্বিবলার দিকে করে নেওয়া ওয়াজিব, এতে নামায ভঙ্গ হবে না। কিন্তু বিনা কারণে এরূপ করা মাকরূহে তাহরীমা। (প্রাগুক্ত) ❋ যদি এমন স্থানে অবস্থান করে, যেখানে ক্বিবলা কোন্ দিকে তা জানার কোন মাধ্যম না থাকে, এমন কোন মুসলমানও নেই যার থেকে জিজ্ঞাসা করে জানা যাবে, তাহলে 'তাহার্‌রী' করুন। অর্থাৎ- চিন্তা-ভাবনা করুন, আর যেদিকে ক্বিবলা হওয়ার প্রতি মনের ধারনা বদ্ধমূল হয়, সেদিকে মুখ করে নামায পড়বেন। আপনার জন্য ঐ দিকটাই ক্বিবলা। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, দারুল মারিফাত, বৈরুত) ❋ কেউ তাহাররী বা চিন্তা-ভাবনা করে নামায পড়ল, পরে জানতে পারল, (সে) ক্বিবলা দিকে নামায আদায় করেনি, তাহলে নামায হয়ে যাবে, পুনরায় আদায়ের প্রয়োজন নেই। (তানবীরুল আবছার, ২য় খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা) ❋ একজন ইসলামী বোন তাহাররী (চিন্তা-ভাবনা) করে নামায আদায় করেছেন। অন্য আরেকজন তার দেখা দেখি সেই দিক হয়ে নামায আদায় করেছেন। তাহলে দ্বিতীয় জনের নামায হবেনা। তার জন্যও চিন্তা-ভাবনা করা নির্দেশ রয়েছে। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

(৪) সময় সীমাঃ অর্থাৎ যে ওয়াক্তের নামায আদায় করা হবে, সেই নামাযের সময় হওয়া আবশ্যক। যেমন- আজকের আসরের নামায আদায় করতে হলে, আসরের সময় আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। যদি আসরের সময় আরম্ভ হওয়ার পূর্বের আদায় করে নেন, তাহলে নামায হবেনা। ❋ নামাযের স্থায়ী সময়সূচী সাধারণত পাওয়া যায়। এর মধ্যে যা নির্ভরযোগ্য ওয়াক্ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলিম দ্বারা সংকলিত এবং আহ্‌লে সুন্নাতের আলিমগণ কর্তৃক সত্যায়িত হয়, সেগুলো দিয়ে নামাযের সময় সীমা জেনে নেয়া অধিক সহজতর। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইটে www.dawateislami.net প্রায় সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য নামায, সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচী বিধ্যমান রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

❋ ইসলামী বোনদের জন্য ফজরের নামায, সময়ের শুরুতে আদায় করা মুস্তাহাব। আর অন্যান্য (ওয়াক্তের) নামাযগুলোতে উত্তম হল, ইসলামী ভাইদের জামাআতের জন্য অপেক্ষা করা। যখন জামাআত শেষ হয়ে যাবে তখন আদায় করবেন। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)

মাকরূহ ওয়াক্ত ৩টি: (১) সূর্য উদয় থেকে শুরু করে কম পক্ষে বিশ মিনিট পর পর্যন্ত। (২) সূর্যাস্তের কম পক্ষে বিশ মিনিট পূর্বে। (৩) দ্বিপ্রহর: অর্থাৎ- মধ্যাহ্ন থেকে শুরু করে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত। এই তিনটি সময়ে ফরয, ওয়াজিব, নফল ও কাযা কোন নামায জায়েয নেই। তবে সেই দিনের আসরের নামায যদি না পড়ে থাকেন এবং মাকরূহ সময় আরম্ভ হয়ে যায়, তবে পড়ে নিবেন। অবশ্য এতটুকু বিলম্ব করা হারাম। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা)

আসরের নামায আদায় করার সময় যদি মাকরূহ ওয়াক্ত এসে যায় তখন?

সূর্যাস্তের কম পক্ষে বিশ মিনিট পূর্বে আসরের নামাযের সালাম ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। যেমন- আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: আসরের নামায যত বিলম্বে পড়া যাবে ততই উত্তম। তবে মাকরূহ সময়ের পূর্বেই যেন নামায শেষ হয়ে যায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত, ৫ম খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা) অতঃপর সে যদি সতর্কতা অবলম্বন করে এবং নামায দীর্ঘায়িত করে ফলে নামাযের মধ্যভাগে মাকরূহ ওয়াক্ত এসে যায়, তারপরেও কোন আপত্তি নেই। (প্রাগুক্ত, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নিয়্যত: নিয়্যত অন্তরের পাকাপোক্ত ইচ্ছাকে বলে।

(তানবীরুল আবসার, ২য় খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

❋ মুখে নিয়্যত করা আবশ্যক নয়। তবে অন্তরে নিয়্যত থাকা অবস্থায় মুখে বলে নেওয়া উত্তম। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা) আরবিতে বলারও প্রয়োজন নেই। বাংলা, উর্দু ইত্যাদি যে কোন ভাষায় বলতে পারবেন। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা) ❋ মুখে নিয়্যত বলাটা বিবেচ্য নয়। অর্থাৎ- অন্তরের মধ্যে যদি জোহর নামাযের নিয়্যত থাকে, আর মুখ দিয়ে আসর উচ্চারিত হয়ে যায়। তবুও জোহরের নামায হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত, ১১২ পৃষ্ঠা) ❋ নিয়্যতের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে এটা, যদি ঐ মুহূর্তে কেউ জিজ্ঞাসা করে, কিসের নামায পড়ছ? তাহলে তৎক্ষণাৎ বলে দেওয়া। যদি অবস্থা এমন হয় যে, চিন্তা-ভাবনা করে বলে, তাহলে নামায হবে না। (প্রাগুক্ত, ১১৩ পৃষ্ঠা) ❋ ফরয নামাযের মধ্যে ফরযের নিয়্যত করাও আবশ্যক। যেমন- অন্তরে এ নিয়্যত থাকবে, আজকের জোহরের ফরয নামায আদায় করছি। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা) ❋ সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ মতামত হচ্ছে, নফল, সুন্নাত ও তারবীহ্তে শুধু নামাযের নিয়্যতই যথেষ্ট। কিন্তু সাবধানতা হল তারাবীহ্র নামাযে তারাবীহ্র নিয়্যত অথবা ওয়াক্তের সুন্নাতের নিয়্যত করবে। আর অন্যান্য সুন্নাতগুলোতে সুন্নাত বা **মুস্তফা জানে রাহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরনের নিয়্যত করবে। এটা এজন্য যে, কিছু সংখ্যক মাশায়েকে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى উক্ত নামাযের জন্য শুধু নামাযের নিয়্যত করা যথেষ্ট নয় বলে সাব্যস্ত করেছেন। (মুনিয়াতুল মুসল্লি, ২২৫ পৃষ্ঠা) ❋ নফল নামাযে শুধু নামাযের নিয়্যত করলে যথেষ্ট হবে। যদিও নফল কথাটি নিয়্যতের মধ্যে না থাকে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা) ❋ নিয়্যত এটি বলা শর্ত নয়- আমার মুখ ক্বিবলা শরীফের দিকে রয়েছে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা) ❋ ওয়াজিব নামাযে ওয়াজিবের নিয়্যত করা আবশ্যক। আর সেটিকে নির্দিষ্টও করতে হবে।

www.dawateislami.net

যেমন- মান্নতের (নামায), তাওয়াফের পর নামায কিংবা ঐসব নফল নামায যেগুলো ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার কারণে অথবা যেটাকে (ইচ্ছাকৃত ভাবে) ভঙ্গের কারণে সেটার কাযা করা ওয়াজিব হয়। ❁ শুকরিয়া জ্ঞাপন করার সিজদা যদিও নফল, কিন্তু এর মধ্যেও নিয়্যত করা আবশ্যক। যেমন- অন্তরে এই নিয়্যত থাকবে, আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করার সিজদা আদায় করছি। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা) ❁ "নাহরুল ফায়িক" প্রণেতার মতে সিজদায়ে সাহুতেও নিয়্যত করা আবশ্যক। (প্রাগুক্ত) অর্থাৎ ঐ সময় অন্তরে এই নিয়্যত থাকতে হবে, আমি সিজদায়ে সাহু আদায় করছি।

(৬) তাকবীরে তাহরীমাঃ অর্থাৎ 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলে নামায শুরু করা আবশ্যক। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা)

নামাযের ৭টি ফরয

(১) তাকবীরে তাহরীমা। (২) কিয়াম করা। (৩) কিরাত পড়া। (৪) রুকূ করা। (৫) সিজদা করা। (৬) কা'দায়ে আখীরা (শেষ বৈঠক)। (৭) খুরূজে বিসুনয়িহী (অর্থাৎ- সালাম ফিরানোর মাধ্যমে নামায সমাপ্ত করা)। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ১৫৮-১৭০ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

(১) তাকবীরে তাহরীমাঃ মূলতঃ তাকবীরে তাহরীমা (অর্থাৎ- প্রথম তাকবীর) নামাযের শর্তসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু নামাযের (আভ্যন্তরীন) কার্যবলীর সাথে সম্পূর্ণ রূপে সম্পৃক্ত। তাই সেটিকে নামাযের ফরয সমূহের মধ্যেও গণ্য করা হয়েছে। (গুনিয়া, ২৫৬ পৃষ্ঠা) ❁ যেসব ইসলামী বোনেরা তাকবীরের শব্দটি উচ্চারণ করতে সক্ষম নয়, যেমন- বোবা কিংবা অন্য কোন কারণে বাকশক্তি বন্ধ হয়েগেছে, তার জন্য মুখে তাকবীর উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়। অন্তরে ইচ্ছাই যথেষ্ট হবে।

(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

❋ 'اَللّٰهُ' শব্দটিকে 'اللّٰهُ' কিংবা 'اَكْبَرُ' শব্দটিকে 'اَكْبَرُ' বা 'اَكْبَارُ' বলল, তবে নামায হবেনা। বরং এগুলোর অর্থ পরিবর্তন বুঝে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে বলে, তবে কাফের হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা)

(২) কিয়াম করা বা দাঁড়ানো: কিয়ামের নিম্নতম সীমা হচ্ছে, হাত বাড়ালে যেন হাটু পর্যন্ত না পৌঁছে, আর পূর্ণ কিয়াম হচ্ছে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা) ততটুকু সময় পর্যন্ত কিয়াম করতে হবে যতটুকু সময় পর্যন্ত ক্বিরাত পাঠ করা হবে। যতটুকু পরিমাণ কিরাত পড়া ফরয যতটুকু পরিমাণ কিয়াম করাও ফরয, যতটুকু পরিমাণ পড়া ওয়াজিব কিরাত ততটুকু পরিমাণ কিয়াম করা ওয়াজিব আর যতটুকু পরিমাণ কিরাত পড়া সুন্নাত ততটুকু পরিমাণ কিয়াম করাও সুন্নাত। (প্রাগুক্ত) ❋ ফরয, বিতির ও ফজরের সুন্নাতে কিয়াম করা ফরয। যদি সঠিক ওজর ছাড়া কেউ বসে বসে এই নামাযগুলো আদায় করে, তাহলে (তার) নামায হবে না। (প্রাগুক্ত) ❋ দাঁড়ানোতে সামান্য কষ্ট হওয়া ওজর নয়। বরং কিয়াম তখনই রহিত হবে, যখন দাঁড়াতে পারবে না। কিংবা সিজদা দিতে পারবে না। অথবা দাঁড়ানোর ফলে বা সিজদা দেওয়ার কারণে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। কিংবা সতর খুলে যায়। অথবা ক্বিরাত পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অক্ষম হয়। এমনিতে দাঁড়াতে পারে কিন্তু তাতে রোগ বৃদ্ধি পায় বা দেরীতে সুস্থ হয়। কিংবা অসহ্য কষ্ট অনুভব হয়, তাহলে বসে বসে আদায় করবেন। (গুনিয়া, ২৬১-২৬৮ পৃষ্ঠা) ❋ যদি লাঠি বা সেবিকার সাহায্যে বা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হলে তবে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা ফরয। (গুনিয়া, ২৬১ পৃষ্ঠা) ❋ যদি শুধুমাত্র এতটুকু দাঁড়ানো সম্ভব হয় যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলতে পারবে, তবে তার জন্য ফরয হচ্ছে দাঁড়িয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা। এরপর যদি দাঁড়ানো সম্ভব না হয়, তখন বসে বসে নামায আদায় করবে। (প্রগুক্ত, ২৬২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

সাবধান! কিছু সংখ্যক ইসলামী বোনেরা সামান্য কষ্টের (আঘাতের) কারণে ফরয নামায বসে বসে আদায় করে থাকেন। তারা যেন শরীয়াতের এ হুকুমের প্রতি গভীর চিন্তা করে। দাঁড়িয়ে পড়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যত নামায বসে বসে আদায় করা হয়েছে, সেগুলো পুনরায় আদায় করে দেওয়া ফরয। অনুরূপ এমনিতে দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু লাঠি, দেওয়াল বা সেবিকার সাহায্য নিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল, কিন্তু বসে বসে পড়েছে, তাহলে তাদের নামাযগুলোও হয়নি। সেগুলোও পুনরায় পড়ে দেওয়া ফরয। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা হতে সংক্ষেপিত)

❋ দাঁড়িয়ে (নামায) পড়ার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও নফল নামায বসে বসে আদায় করতে পারবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম। কেননা, হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "বসে নামায আদায়কারী দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক (অর্থাৎ- অর্ধেক সাওয়াব পাবে)।" (সহীহ মুসলিম, ৩৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৩৫) আর ওজরের (অপারগতার) কারণে বসে নামায পড়লে সাওয়াবে কমতি হবে না। বর্তমানে সাধারণ ভাবে নফল নামায বসে পড়ার যে প্রথা চালু হয়ে গেছে। বাহ্যিক ভাবে এটা বুঝা যাচ্ছে, হয়ত বসে (নামায) আদায় করাকে উত্তম মনে করছে, এমন অনুমান করা নিছক ভুল। বিতিরের পর যে দুই রাকাত নফল নামায পড়া হয়, সেটারও একই হুকুম। অর্থাৎ- দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম।

(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)

(৩) ক্বিরাত পড়া: ক্বিরাত হলো, সমস্ত অক্ষরসমুহ তার মাখরাজ (উচ্চারণের স্থান থেকে) আদায় করার নাম। যেন প্রত্যেক অক্ষর অন্য অক্ষর থেকে পৃথক ভাবে বুঝা যায় ও উচ্চারণও বিশুদ্ধ হয়। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা) ❋ নিম্নস্বরে পাঠ করার ক্ষেত্রে আবশ্যক হচ্ছে যেন নিজের কানে শুনে। (প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

❁ অক্ষর যদি বিশুদ্ধ ভাবে আদায় করে, কিন্তু এত নিম্নস্বরে পড়েছে, নিজেও শুনেনি এবং কোন অন্তরায় ছিলনা, যেমন; শোরগোল কিংবা বধির উচ্চ আওয়াজে শুনার রোগ, তাহলে নামায হবেনা। (প্রাগুক্ত) ❁ যদিও নিজে শুনা প্রয়োজন কিন্তু এটাও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, নীরবে ক্বিরাত পড়া নামাযের মধ্যে ক্বিরাতের আওয়াজ যেন অন্যের কানে না যায়। অনুরূপ ভাবে তাসবীহ ইত্যাদিতেও এই বিষয়টি খেয়াল রাখুন। ❁ নামায ছাড়াও যেখানে কিছু বলা বা পড়া নির্ধারিত রয়েছে, সেখানেও এটা উদ্দেশ্য যে, কম পক্ষে এতটুকু আওয়াজ হতে হবে যেন নিজে শুনে। যেমন- কোন জন্তু জবেহ করার জন্য **আল্লাহ্**র নাম নেওয়ার সময় এতটুকু আওয়াজ করা আবশ্যক যেন নিজে শুনতে পায়। দরূদ শরীফ ইত্যাদি ওয়াজীফা পাঠ করার সময়ও কমপক্ষে এতটুকু আওয়াজ হওয়া উচিত, যেন নিজে শুনতে পায় তবেই পাঠ করা হিসেবে গন্য হবে। (প্রাগুক্ত) ❁ সাধারণত এক আয়াত পাঠ করা ফরয নামাযের দুই রাকাতে এবং বিতির, সুন্নাত ও নফলের প্রত্যেক রাকাতে ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর উপর ফরয। (মারাকিউল ফালাহ, ২২৬ পৃষ্ঠা) ❁ ফরযের কোন রাকাতেই ক্বিরাত পড়লোনা, কিংবা শুধু এক রাকাতে পড়লে, নামায ভঙ্গ হয়ে গেছে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা) ❁ ফরয নামাযে ধীরে ধীরে ক্বিরাত পড়বেন। তারাবীহর নামাযে মধ্যম গতিতে এবং রাতের নফল নামাযে তাড়াতাড়ি করে পড়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এভাবে পড়বে, যেন বুঝে আসে। অর্থাৎ অন্তত পক্ষে ক্বারী সাহেবরা মদ্দের যে পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেটি আদায় করবেন। অন্যথায় হারাম হবে। কেননা, তারতীল সহকারে (অর্থাৎ ধীরে ধীরে) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার নির্দেশ রয়েছে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

অক্ষর সমূহ বিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক

অধিকাংশ লোক "'ط' 'ت', 'س' 'ص', 'ث', 'ا' 'ء' 'ع', 'ح' 'ہ', 'ض' 'د', 'ظ' 'ذ' 'ز'" এ সমস্ত অক্ষর সমূহ উচ্চারণে কোন পার্থক্য করে না। স্মরণ রাখবেন! অক্ষর সমূহ পরিবর্তন হওয়ার কারণে যদি অর্থও পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে নামায হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা) যেমন- কেউ 'سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْم' 'عَظِیْم'এর স্থলে 'عَزِیْم' ('ظ' এর স্থলে 'ز') পড়ে দিল, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে গেল। সুতরাং, যে ব্যক্তি শুদ্ধ ভাবে 'عَظِیْم' আদায় করতে পারেনা, সে যেন 'سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْکَرِیْم' পড়ে।

(কানুনে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা)

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

যার বিশুদ্ধ অক্ষর সমূহ উচ্চারণ হয়না, তার জন্য কিছুক্ষণ অনুশীলন করে নেওয়া যথেষ্ট নয়, বরং সেগুলো শিখার জন্য দিন-রাত পূর্ণ প্রচেষ্ঠা চালানো আবশ্যক। আর সে যেন (নামাযে) ঐ আয়াতগুলো পড়ে, যেগুলোর অক্ষর সমূহ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে। এমতাবস্থায় নামায আদায় করা সম্ভব না হলে প্রচেষ্টাকালীন সময়ে তার নামায হয়ে যাবে। বর্তমানে বহুলোক এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তারা বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়তেও পারে না, শিখার জন্য চেষ্টাও করেনা। মনে রাখবেন! এভাবে তাদের নামায সমূহ বিনষ্ট হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৩৮-১৩৯ পৃষ্ঠা) যে ব্যক্তি রাতদিন চেষ্টা করার পরও শিখতে পারছে না। যেমন- কিছু সংখ্যক ইসলামী বোন থেকে বিশুদ্ধভাবে অক্ষর সমূহ উচ্চারিত হয়না। তাদের জন্য রাতদিন শিখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। প্রচেষ্টাকালীন সময়ে তিনি মাযুর (অপারগ) হিসেবে গণ্য হবেন, তার নামায হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা হতে সংগৃহীত)

www.dawateislami.net

মাদ্‌রাসাতুল মদীনা

ইসলামী বোনেরা! আপনারা কিরাতের গুরুত্ব সম্পর্কে ভালভাবে ধারণা লাভ করেছেন। বাস্তবিকই ঐ সমস্ত মুসলমান বড়ই দুর্ভাগা যারা শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পাঠ করতে পারে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ, তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অসংখ্য মাদ্‌রাসা সমূহ "মাদ্‌রাসাতুল মদীনা" নামে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেগুলোতে মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদের পবিত্র কুরআন শরীফ হিফয ও নাযারা বিনা পয়সায় শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রাপ্তবয়স্কাদেরকে অক্ষরগুলোর বিশুদ্ধ উচ্চারণের সাথে সাথে সুন্নাত সমূহের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আহ! ঘরে ঘরে কুরআন শিক্ষার সাড়া পড়ে যেত। ঐসব ইসলামী বোন যারা কুরআন শরীফ শুদ্ধ রূপে পড়তে পারে, তারা যদি অন্যান্য ইসলামী বোনদেরকে শিখানো আরম্ভ করে দেয়, তাহলে তো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চতুর্দিকে কুরআন শিক্ষার বাহার এসে যাবে এবং শিক্ষা প্রদানকারী ও শিক্ষা গ্রহণকারী উভয়ের জন্য اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াবের ভান্ডার পড়ে যাবে।

এহি হে আরজু তালিমে কুরআঁ আম হো জায়ে
তিলাওয়াত শওক সে করনা হামারা কাম হো জায়ে।

(৪) রুকূ করা: রুকূতে সামান্য ঝুকবেন। অর্থাৎ- এতটুকু যে, হাঁটুতে হাত রাখবেন, জোর দিবেন না। হাঁটুকে আকড়ে ধরবেন না এবং আঙ্গুলগুলোকে মিলানো অবস্থায়। আর উভয় পা ঝুকিয়ে রাখবেন। ইসলামী ভাইদের মতো একেবারে সোজা করবেন না।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

(৫) সিজদা করা: সুলতানে মক্কা মুকাররামা, তাজেদারে মদীনা মুনাওয়ারা, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সাতটি হাঁড় দ্বারা সিজদা করার জন্য আমাকে হুকুম করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

মুখ (কপাল), উভয় হাত, উভয় হাটু এবং উভয় পাঞ্জা। আরও হুকুম হয়েছে চুল ও কাপড় নিয়ে যেন সংকুচিত না করি।" (সহীহ মুসলিম, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪৯০) ❁ প্রতি রাকাতে দুই বার সিজদা করা ফরয। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা) ❁ সিজদায় কপাল মাটির উপর ভালভাবে স্থাপন করা আবশ্যক। ভালভাবে স্থাপনের অর্থ হচ্ছে; জমিনের কাঠিন্যতা অনুভূত হওয়া। কেউ যদি এভাবে সিজদা করে, কপাল জমিনে ভালভাবে স্থাপন হয়নি, তাহলে তার সিজদা হবেনা। (প্রাগুক্ত, ৮১-৮২ পৃষ্ঠা) ❁ কোন নরম বস্তু উদাহরণ স্বরূপ; ঘাস (বাগানের সতেজ ঘাস) তুলা বা (ফোমের গদি) অথবা কার্পেট ইত্যাদির উপর সিজদা করল, তবে কপাল যদি ভালভাবে স্থাপিত হয়। অর্থাৎ- এতটুকু চাপ দিল এরপর আর চাপা যায় না, তাহলে সিজদা হয়ে যাবে। অন্যথায় হবে না। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা) ❁ স্প্রিং-এর গদিতে কপাল ভালভাবে স্থাপিত হয় না। তাই (এর উপর) নামায হবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)

কার্পেটের ক্ষতি সমূহ

কার্পেটে একেতো সিজদা করতে কষ্ট হয়, তদুপরি সঠিক ভাবে এটাকে পরিস্কারও করা হয় না। তাই ধূলাবালি ইত্যাতি জমে যায় এবং বিভিন্ন রোগ জীবাণুর সৃষ্টি হয়। সিজদাতে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে রোগ জীবাণু, ধুলি প্রভৃতি (দেহের) ভিতরে প্রবেশ করে, কার্পেটের পশম ফুসফুসে গিয়ে লেগে যাওয়া অবস্থায় **আল্লাহ্**র পানাহ! ক্যান্সার হওয়ার আশংকা রয়েছে। কখনো কখনো শিশুরা কার্পেটে বমি বা প্রস্রাব ইত্যাদি করে দেয়। বিড়ালও ময়লাযুক্ত করে ফেলে। ইঁদুর আর তেলাপোকা মল ত্যাগ করে। (এসব কারণে) কার্পেট নাপাক বা অপবিত্র হয়ে যাওয়া অবস্থায় সাধারণত পবিত্র করার কষ্টও কেউ করেনা। আহ! কার্পেট বিছানোর প্রথাই বন্ধ হয়ে যেত!

www.dawateislami.net

কার্পেট পাক করার পদ্ধতি

কার্পেটের **(CARPET)** নাপাক অংশটি একবার ধৌত করে ঝুলিয়ে দিন। এতটুকু সময় পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখুন যেন পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়, আর পুনরায় ধৌত করে ঝুলিয়ে রাখুন। এমনকি যেন পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তৃতীয় বারও একইভাবে ধৌত করে ঝুলিয়ে রাখুন। যখন পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যাবে তখন কার্পেট পাক হয়ে যাবে। চাটাই, চামড়ার জুতো, মাটির বরতন ইত্যাদি যেসব বস্তুতে পাতলা নাজাসত (নাপাকী) শোষন হয়ে যায়, সেগুলোও একই পদ্ধতিতে পাক করে নিন। এমন হালকা পাতলা কাপড় যা নিংড়ানো হলে ফেঁটে যাওয়ার আশংকা রয়েছে, তাও এভাবে পাক করে নিবেন। নাপাক কার্পেট বা কাপড় ইত্যাদি যদি প্রবাহমান পানিতে (যেমন; সাগর, নদী, পাইপ বা বদনার পানির নিচে) এতটুকু সময় পর্যন্ত রেখে দেয় যাতে মনে প্রবল ধারণা হয় যে, পানি নাপাকিকে বয়ে নিয়ে গেছে, তাহলেও পাক হয়ে যাবে। কার্পেটের উপর বাচ্চা প্রস্রাব করে দিলে সেই স্থানে পানির ছিঁটা দিলে তা পাক হবে না। স্মরণ রাখবেন! এক দিনের শিশুর প্রস্রাবও নাপাক। (বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "বাহারে শরীয়াত" ২য় খন্ড, ১১৮-১২৭ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

(৬) কা'দায়ে আখীরা (শেষ বৈঠক): অর্থাৎ নামাযের রাকাতগুলো শেষ করার পর সম্পূর্ণ তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যা) 'وَرَسُوْلُهٗ' পর্যন্ত পাঠ করা পরিমাণ সময় বসা ফরয। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা) চার রাকাতবিশিষ্ট ফরয নামাযে চতুর্থ রাকাতের পর শেষ বৈঠক না করে থাকলে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত পঞ্চম রাকাতের সিজদা না করা হয় বসে যাবে, আর যদি পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে ফেলে কিংবা ফজরের দ্বিতীয় রাকাতে বসেনি, তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে নিল, অথবা মাগরিবে তৃতীয় রাকাতে বসেনি, চতুর্থ রাকাতের সিজদা করে নিল, তাহলে এসব অবস্থায় ফরয বাতিল হয়ে যাবে। মাগরিব ব্যতীত অন্য (ওয়াক্তের) নামাযে আরো এক রাকাত মিলিয়ে নামায শেষ করবে। (গুনিয়া, ২৯০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৭) **খুরূজে বিসুনয়িহী:** অর্থাৎ শেষ বৈঠকের পর সালাম বা কথাবার্তা ইত্যাদি এমন কোন কাজ ইচ্ছাকৃত ভাবে করা যা নামায ভঙ্গ করে দেয়। কিন্তু সালাম ব্যতীত কোন কাজ ইচ্ছাকৃত ভাবে করলে নামায পুনরায় আদায় করে দিতে হবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে এ রকম কোন কাজ করা হয়, তাহলে নামায বাতিল (ভঙ্গ) হয়ে যাবে।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা)

নামাযের প্রায় ২৫টি ওয়াজিব

(১) তাকবীরে তাহরীমার মধ্যে 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলা। (২) ফরযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত ব্যতীত অন্যান্য সকল নামাযের প্রত্যেক রাকাতে আলহামদু শরীফ পাঠ করা, সূরা মিলানো বা পবিত্র কুরআনের একটি বড় আয়াত, যা ছোট তিনটি আয়াতের সমপরিমাণ হয়, কিংবা তিনটি ছোট আয়াত পাঠ করা। (৩) اَلْحَمْدُ শরীফ সূরার পূর্বে পাঠ করা। (৪) اَلْحَمْدُ শরীফ ও সূরার মাঝখানে 'اٰمِين' এবং 'بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم' ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ না করা। (৫) কিরাতের পর পরই রুকূ করা। (৬) এক সিজদার পর নিয়মানুযায়ী দ্বিতীয় সিজদা করা। (৭) তাদীলে আরকান অর্থাৎ রুকূ, সিজদা, কাওমা ও জালসায় কম পক্ষে একবার 'سُبْحٰنَ الله' পড়ার সময় পরিমাণ অপেক্ষা করা। (৮) কাওমা, অর্থাৎ রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। (কিছু সংখ্যক ইসলামী বোনেরা কোমরকে সোজা করেনা। এভাবে তাঁদের ওয়াজিব বাদ পড়ে যায়।) (৯) জালসা, অর্থাৎ দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা। (কিছু সংখ্যক ইসলামী বোনেরা তাড়াহুড়ার দ্বারা সোজা হয়ে বসার পূর্বেই দ্বিতীয় সিজদায় চলে যান। এভাবে তাঁদের ওয়াজিব বর্জন হয়ে যায়। যত তাড়াহুড়াই হোক না কেন, সোজা হয়ে বসা আবশ্যক। অন্যথায় নামায মাকরূহে তাহরীমি হবে এবং পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।)

www.dawateislami.net

(১০) কা'দায়ে উলা বা প্রথম বৈঠকে বসা ওয়াজিব। যদিও নফল নামায হয়। (নফল নামায চার বা তারও বেশি রাকাত এক সালাম সহকারে আদায় করতে চাইলে। তখন প্রতি দুই রাকাতের পর কা'দা করা ফরয এবং প্রতি কা'দাই "কা'দায়ে আখীরা" (শেষ বৈঠক)। কেউ যদি কা'দা না করে এবং ভুলে দাঁড়িয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই রাকাতের সিজদা করবে না, ফিরে আসবে (বসে যাবে) এবং সিজদায়ে সাহু করবে। (১১) কেউ যদি নফল নামাযের তৃতীয় রাকাতে সিজদা করে ফেলে তাহলে চার রাকাত পূর্ণ করে সিজদায়ে সাহু করে নিবে। সিজদায়ে সাহু এ জন্য ওয়াজিব হয়েছে যে, যদিও নফলে প্রতি দুই রাকাত পর পর কা'দা করা ফরয, কিন্তু তৃতীয় কিংবা পঞ্চম (وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاس অর্থাৎ- এর উপর কিয়াস করে) রাকাতের সিজদা করার পর কা'দায়ে উলা ফরযের স্থলে ওয়াজিব হয়ে গেছে। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ৪৬৬ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত) (১২) ফরয, বিতির ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদায় তাশাহুদের (অর্থাৎ আত তাহিয়্যাতের) পরে কিছু না পড়া। (১৩) উভয় বৈঠকে তাশাহুদ সম্পূর্ণ পাঠ করা। একটি শব্দও যদি বাদ পড়ে যায়, তাহলে ওয়াজিব বর্জন হয়ে যাবে এবং সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যাবে। (১৪) ফরয, বিতির ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদার (নামাযে) কা'দায়ে উলায় (প্রথম বৈঠকে) তাশাহুদের পর অন্যমনস্ক হয়ে যদি 'اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ' অথবা 'اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا' পর্যন্ত বলে ফেলে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যাবে, আর যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে বলে তাহলে পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা) (১৫) উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সময় 'اَلسَّلَامُ' শব্দটি উভয় বার বলা ওয়াজিব। 'عَلَيْكُمْ' শব্দটি বলা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত। (১৬) বিতিরের নামাযে কুনূতের তাকবীর বলা।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(১৭) বিতিরের নামাযে দোয়ায়ে কুনূত পড়া। (১৮) প্রত্যেক ফরয ও ওয়াজিব স্ব স্ব স্থানে আদায় করা। (১৯) প্রত্যেক রাকাতে শুধু একবার রুকূ করা। (২০) প্রত্যেক রাকাতে দুই বার সিজদা করা। (২১) দ্বিতীয় রাকাতের পূর্বে কা'দা (বৈঠক) না করা। (২২) চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে তৃতীয় রাকাতে কা'দা (বৈঠক) না করা। (২৩) সিজদার আয়াত পাঠ করলে তিলাওয়াতে সিজদা করা। (২৪) সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হলে সিজদায়ে সাহু আদায় করা। (২৫) দুইটি ফরয কিংবা দুইটি ওয়াজিব অথবা ফরয ও ওয়াজিবের মাঝখানে তিন তাসবীহ্ পরিমাণ সময় (অর্থাৎ, তিন বার 'سُبْحٰنَ الله' বলার সম পরিমাণ) দেরী না করা।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, রদ্দে মুহতার, ২য় খন্ড, ১৮৪-২০৩ পৃষ্ঠা)

তাকবীরে তাহরীমার ৬টি সুন্নাত

(১) তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানো। (২) হাতের আঙ্গুলগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা। অর্থাৎ, একেবারে মিলিয়েও রাখবে না, ফাঁকও করবে না। (৩) উভয় হাতের তালু এবং আঙ্গুলের পেটগুলো ক্বিবলার দিকে হওয়া। (৪) তাকবীর বলার সময় মাথা না ঝুকানো। (৫) তাকবীর আরম্ভ করার পূর্বেই উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো। (৬) তাকবীর বলার সাথে সাথেই হাত বেঁধে ফেলা সুন্নাত। (তাকবীরে উলার পর তাড়াতাড়ি বেঁধে নেওয়ার পরিবর্তে হাতকে ঝুলিয়ে দেওয়া কিংবা কনুই দ্বয়কে পিছনের দিকে ঝুলানো সুন্নাতের বিপরীত)।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৮৮-৯০ পৃষ্ঠা)

কিয়ামের ১১টি সুন্নাত

(১) বাম হাতের তালু বুকের মধ্যে স্তনের নিচে রেখে তার উপর ডান হাতের তালুটি রাখবেন। (গুনিয়া, ৩০০ পৃষ্ঠা) (২) প্রথমে সানা,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

(৩) তারপর তাআউয অর্থাৎ- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ। (৪) তারপর তাসমিয়াহ অর্থাৎ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। (৫) এই তিনটি একটি অন্যটির পর পরই বলা। (৬) এগুলো চুপে চুপে পাঠ করা। (৭) اٰمِين বলা। (৮) সেটিও চুপে চুপে বলা। (৯) তাকবীরে উলার পর পরই সানা পাঠ করা। (১০) তাআউয اَعُوْذُ بِاللّٰه কেবল প্রথম রাকাতে পাঠ করা। আর (১১) প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করা সুন্নাত।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৯০-৯১ পৃষ্ঠা)

রুকূ করার ৪টি সুন্নাত

(১) রুকূর করার জন্য 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলা। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা) (২) ইসলামী বোনদের জন্য রুকূতে হাটুর উপর হাত রাখা এবং আঙ্গুলগুলো ফাঁক না করা (মিলিয়ে রাখা) সুন্নাত। (প্রাগুক্ত) (৩) রুকূতে সামান্য ঝুঁকবেন। অর্থাৎ- এতটুকু যেন হাত হাটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পিঠ সোজা করবেন না। হাটুর উপর জোর দিবেন না। শুধুমাত্র হাত রাখবেন। হাতের আঙ্গুলগুলো মিলানো অবস্থায় রাখবেন। পা দুটিকে ঝুকানো অবস্থায় রাখবেন। ইসলামী ভাইদের মত একেবারে সোজা করবেন না। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা) (৪) উত্তম হল, রুকূর জন্য যখন ঝুকা আরম্ভ করবে, তখন 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলে রুকূতে যাবে। আর রুকূ শেষ হবার সময় তাকবীর বলা শেষ করবে। (প্রাগুক্ত) এই দূরত্বকে (অর্থাৎ কিয়াম থেকে রুকূতে গমনের দূরত্ব) পূর্ণ করার জন্য 'اَللّٰهُ' শব্দের 'ل' হরফটিকে দীর্ঘ করবে। কিন্তু 'اَكْبَرُ' শব্দের 'ب' ইত্যাদি কোন হরফকে দীর্ঘ করবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা) কেউ যদি 'اللّٰهُ' বা 'اَكْبَرُ' অথবা 'اَكْبَارُ' বলে তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা) রুকূতে তিন বার 'سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ' বলা। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কওমার ৩টি সুন্নাত

(১) রুকূ থেকে উঠার সময় উভয় হাত ঝুলিয়ে রাখুন। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা) (২) রুকূ থেকে উঠার সময় 'سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ' এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর 'رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد' বলা। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা) (৩) একাকী নামায আদায়কারীর জন্য উভয়টি বলা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা) 'رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد' বললেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু 'رَبَّنَا'র পর 'وَ' বলা উত্তম, 'اَللّٰهُمَّ' বলা এর চেয়ে উত্তম এবং উভয়টি বলা সর্বাপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ 'اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد' বলবে।

(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

সিজদার ১৮টি সুন্নাত

(১) সিজদায় যাওয়ার জন্য এবং (২) সিজদা থেকে উঠার জন্য 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলা। (৩) সিজদায় কম পক্ষে তিন বার 'سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى' বলা। (৪) সিজদা সময় হাত মাটির উপর রাখা। (৫) হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে ক্বিবলামুখী করে রাখা। (৬) সংকুচিত হয়ে সিজদা করা। অর্থাৎ- বাহুদ্বয় পাঁজরের সাথে, (৭) পেট রানের সাথে, (৮) রান পায়ের গোছার সাথে এবং (৯) পায়ের গোছা মাটির সাথে মিলিয়ে দেওয়া। (১০) সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে প্রথমে হাঁটু, তারপর (১১) হাত, এরপর (১২) নাক রাখা, অতঃপর (১৩) কপাল রাখা। (১৪) সিজদা থেকে উঠার সময় তার বিপরীত করা। অর্থাৎ- (১৫) প্রথমে কপাল উঠাবে, (১৬) তারপর নাক, (১৭) এরপর হাত, (১৮) অতঃপর হাঁটু উঠানো।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৯৬-৯৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

জালসার ৪টি সুন্নাত

(১) উভয় সিজদার মাঝখানে বসাকে জালসা বলা হয়। (২) দ্বিতীয় রাকাতের সিজদা শেষ করে উভয় পা ডান দিকে বের করে দেওয়া এবং (৩) বাম নিতম্বে বসা। (৪) উভয় হাত রানের উপর রাখা। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠার ২টি সুন্নাত

(১) যখন দুইটি সিজদা করবেন, তখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উভয় পাঞ্জা দিয়ে (২) উভয় হাঁটুর উপর হাত রেখে দাঁড়ানো সুন্নাত। অবশ্য দুর্বলতা বা পায়ের কষ্ট ইত্যাদি অপারগতার কারণে জমিনে হাত রেখে দাঁড়ানোতে কোন অসুবিধা নেই। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা)

কা'দা বা বৈঠকের ৮টি সুন্নাত

(১) ডান হাত ডান রানের উপর এবং (২) বাম হাত বাম রানের উপর রাখা। (৩) আঙ্গুলগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় **(NORMAL)** রাখা, বেশি খোলাও থাকবে না, একেবারে মিলিত হবে না। (৪) আত্তাহিয়্যাতের সময় শাহাদাতের সময় ইশারা করা। এর পদ্ধতি হচ্ছে; কনিষ্ঠা ও তার পার্শবর্তী আঙ্গুলকে গুটিয়ে রাখুন। বৃদ্ধাঙ্গুল এবং মধ্যমা দ্বারা বৃত্ত তৈরি করে নিন। 'اَشْهَدُ' বলার সময় 'শাহাদাত' আঙ্গুলটি উঠাবেন। একে এদিক-সেদিক নড়াচড়া করবেন না এবং 'اِلَّا' বলার সময় নামিয়ে ফেলুন। তার পর সব আঙ্গুল সোজা করে নিন। (৫) দ্বিতীয় বৈঠকেও অনুরূপ ভাবে বসবেন, যেভাবে প্রথম বৈঠকে বসেছিলেন এবং তাশাহুদও পড়বেন। (৬) তাশাহুদের পরে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন। (দরূদে ইবরাহীম পাঠ করা উত্তম)। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৭) নফল ও সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদার (অর্থাৎ আসর ও ইশার ফরযের পূর্বের সুন্নাতগুলোর) প্রথম বৈঠকেও তাশাহুদের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা) (৮) দরূদ শরীফের পর দোয়া পাঠ করা। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা)

সালাম ফিরাবার ৪টি সুন্নাত

(১-২) 'اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله' এই শব্দগুলো বলে দুইবার সালাম ফিরানো। (৩) প্রথমে ডান দিকে, এরপর (৪) বাম দিকে চেহারা ফিরানো। (প্রাগুক্ত, ১০৩ পৃষ্ঠা)

ফরযের পরবর্তী সুন্নাত নামাযের ৩টি সুন্নাত

(১) যেসব ফরয নামাযের পর সুন্নাত নামায রয়েছে, সেগুলোতে ফরয আদায়ের পর কথাবার্তা না বলা উচিত। যদিও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু সাওয়াব কমে যাবে, আর সুন্নাতে বিলম্ব করাও মাকরূহ। অনুরূপ ভাবে দীর্ঘ বা বড় বড় ওযীফারও অনুমতি নেই। (গুনিয়া, ৩৪৩ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা) (২) (ফরয নামাযগুলোর পর) সুন্নাতের পূর্বে সংক্ষিপ্ত দোয়া করা উচিত। অন্যথায় সুন্নাতের সাওয়াব কমে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা) (৩) সুন্নাত ও ফরযের মাঝখানে কথাবার্তা বলার দ্বারা বিশুদ্ধ মত অনুসারে সুন্নাত রহিত হয় না। তবে সাওয়াব কমে যায়। এই হুকুমটি প্রত্যেক ঐ কাজের (জন্যও) যেগুলো তাহরীমা[১] নয়।

(তানভীরুল আবছার, ২য় খন্ড, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)

---

[১] যেমন- পানাহার বা বেচাকেনা।

(হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ দুররিল মুখতার, ১ম খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

নামাযের প্রায় ১৪টি মুস্তাহাব

(১) মুখে নিয়্যতের শব্দগুলো উচ্চারণ করা, (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা) যদি অন্তরে নিয়্যত বিদ্যমান থাকে, অন্যথায় নামাযই হবে না (২) কিয়ামের মধ্যে দুই (পায়ের) গোড়ালীর মাঝখানে চার আঙ্গুলের দূরত্ব থাকা। (আলমগীরি, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা) (৩) কিয়াম অবস্থায় সিজদার স্থানে (৪) রুকূতে উভয় পায়ের পিঠের উপর (৫) সিজদার সময় নাকের উপর দৃষ্টি রাখা (৬) বৈঠকে কোলের উপর (৭) প্রথম সালামে ডান কাঁধের দিকে এবং (৮) দ্বিতীয় সালামে বাম কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখা (তানভীরুল আবছার, ২য় খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা) (৯, ১০, ১১) একাকী নামায আদায়কারী রুকূ এবং সিজদায় তিন বারের অধিক (কিন্তু বেজোড় সংখ্যা যেমন- পাঁচ, সাত, নয় বার) তাসবীহ পাঠ করা। (ফতহুল ক্বাদীর, ১ম খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা) (১২) যার কাঁশি আসে তার জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে যতটুকু সম্ভব কাঁশি না দেয়া (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা) (১৩) হাই আসলে মুখ বন্ধ করে রাখা, আর না থামলে ঠোঁটকে দাঁতের নিচে চেপে ধরা। এভাবেও যদি না থামে, তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাতের পিঠ দিয়ে আর দাঁড়ানো ব্যতীত (অন্যান্য অবস্থায়) বাম হাতের পিঠ দিয়ে মুখ ঢেকে রাখবেন। হাই রোধ করার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, অন্তরে (এই) কল্পনা করা **নবী পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং অন্যান্য নবী রাসুলগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام কখনো হাই আসেনি। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা) اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যাবে (১৪) কোন প্রতিবন্ধক ছাড়া জমিনে সিজদা করা। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা)

সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীযের আমল

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সর্বদা জমিনেই সিজদা করতেন। অর্থাৎ সিজদার জায়গায় জায়নামায ইত্যাদি বিছাতেন না। (ইহ্ইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)

ধূলাবালি মাখা কপালের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াসেলা বিন আস্কা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নামায থেকে অবসর হবেনা ততক্ষণ যেন মাটিকে নিজের কপাল থেকে (মাটি) পরিস্কার না করে। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত তার কপালের মধ্যে সিজদার চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, ফেরেশতারা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ২য় খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৬১)

ইসলামী বোনেরা! নামাযের মধ্যে কপাল থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলা উত্তম নয়। **আল্লাহ্**র পানাহ্! অহংকার বশতঃ পরিস্কার করা গুনাহ আর যদি পরিস্কার না করার ছাড়া কষ্ট হয় কিংবা মন অন্য দিকে যায়, তাহলে ঝেড়ে ফেলাতে অসুবিধা নেই। কারো যদি রিয়ার ভয় হয়, তার উচিত নামাযের পর কপাল থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলা।

নামায ভঙ্গকারী ২৯টি বিষয়

(১) কথাবার্তা বলা। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা) (২) কাউকে সালাম করা। (৩) সালামের উত্তর দেওয়া। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) (৪) হাঁচির জবাব দেওয়া। (নামাযে নিজের হাঁচি আসলে নীরব থাকবে)। যদি নিজের হাঁচি আসে এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰہ বলে তাতেও অসুবিধা নেই। আর যদি ঐ সময় হামদ না বলে, তবে (নামায থেকে) অবসর হয়ে বলবে। (প্রাগুক্ত) (৫) সুসংবাদ শুনে উত্তরে اَلْحَمْدُ لِلّٰہ বলা। (প্রাগুক্ত, ৯৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) খারাপ সংবাদ (কিংবা কারো মৃত্যুর সংবাদ) শুনে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ বলা। (প্রাগুক্ত) (৭) আজানের জবাব দেওয়া। (প্রাগুক্ত) (৮) **আল্লাহ্**র নাম শুনে جَلَّ جَلَالُهٗ বলা। (প্রাগুক্ত, ১০০ পৃষ্ঠা) (৯) **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারক শুনে জবাবে দরূদ শরীফ পাঠ করা। যেমন- صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলা। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা) جَلَّ جَلَالُهٗ বা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি মোবারক নামের জবাবে না বলে থাকে, তাহলে নামায ভাঙ্গ হবেনা।

নামাযে কান্না করা

(১০) ব্যথা অথবা মুসিবতের কারণে এরকম শব্দাবলী 'আহ্', 'উহ্', 'উফ', 'তুফ' (মুখ থেকে) বের হয়ে যায়, কিংবা আওয়াজ সহকারে কান্না করার দ্বারা শব্দ সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি কান্নায় কেবল চোখের পানি বের হয়, (কিন্তু) শব্দ ও বর্ণ উচ্চারিত হয় না, তাহলে অসুবিধা নেই। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা)

নামাযে কাশি দেওয়া

(১১) অসুস্থ (নামাযীর) মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে আহ, উহ বের হয়ে গেলে নামায ভঙ্গ হবে না। এভাবে হাঁচি, হাই, কাঁশি, ঢেকুর ইত্যাদিতে যত অক্ষর অপারগ অবস্থায় বের হয়, সেগুলো ক্ষমাযোগ্য। (দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা) (১২) ফুঁক দেওয়াতে যদি আওয়াজ সৃষ্টি হয়, তবে তা নিঃশ্বাসের মত, আর (তাতে) নামায ভঙ্গ হয় না। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে ফুঁক দেওয়া মাকরূহ। তবে যদি দুইটি শব্দ সৃষ্টি হয়, যেমন- উফ, তুফ, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (গুনিয়া, ৪৫১ পৃষ্ঠা) (১৩) গলা পরিস্কার করার সময় যখন দুইটি অক্ষর প্রকাশ হয় যেমন- আখ্, তাহলে নামায ভঙ্গ যাবে।

www.dawateislami.net

তবে যদি কোন ওজর, কিংবা সঠিক উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যেমন- শরীরের প্রয়োজনে, কিংবা আওয়াজকে পরিস্কার করার জন্য হয়, কিংবা কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হয়, তবে এসব কারণে কাঁশি দিলে কোন ক্ষতি নেই।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা)

নামাযের মধ্যে দেখে তিলাওয়াত করা

(১৪) কুরআন শরীফ থেকে কিংবা কোন লিখিত কাগজ ইত্যাদি থেকে দেখে দেখে কুরআন শরীফ পাঠ করা। (তবে যদি মুখস্থ পাঠ করছে, কিন্তু কুরআন শরীফ ইত্যাদির উপর শুধু দৃষ্টি রয়েছে, তাতে অসুবিধা নেই। যদি কোন কাগজ ইত্যাদির উপর আয়াত লিখিত রয়েছে, তা দেখল এবং বুঝেনিল, কিন্তু পড়েনি, তাতেও কোন অসুবিধা নেই।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠা)

(১৫) নামাযের সময় ইসলামী কিতাবাদি বা ইসলামী বিষয়াদি ইচ্ছাকৃত ভাবে দেখা এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে বুঝা মাকরূহ। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা) যদি দুনিয়াবী বিষয়াদি হয়ে থাকে, তাহলে আরো বেশি মাকরূহ। অতএব, নামায আদায়ের সময় নিজের কাছে কোন কিতাবাদি বা লিখা বিশিষ্ট প্যাকেট ও শপিং ব্যাগ, মোবাইল ফোন অথবা ঘড়ি ইত্যাদি এভাবে রাখবেন যাতে সেগুলোর লিখার উপর দৃষ্টি না পড়ে। কিংবা সেগুলোর উপর রুমাল ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিবেন। অনুরূপ ভাবে নামাযের সময় দেওয়াল ইত্যাদিতে লাগানো ষ্টিকার, বিজ্ঞাপন ও ফ্রেম প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকেও বিরত থাকবেন।

আমলে কছীরের সংজ্ঞা

(১৬) আমলে কছীর নামায ভঙ্গ করে দেয়, যদি তা নামাযের আমলগুলোর মধ্যকার না হয় কিংবা নামাযকে সংশোধন করার জন্য করা না হয়।

www.dawateislami.net

যে কাজ সম্পাদনকারীকে দূর থেকে দেখে এমন মনে হয়, সে নামাযের মধ্যে নেই। বরং যদি ধারণা প্রবল হয়, সে নামাযের মধ্যে নেই, (তবে) সেটি আমলে কছীর হিসাবে বিবেচিত হবে। আর যদি দূর থেকে দেখা ব্যক্তির সন্দেহ হয়, সে নামাযের মধ্যে আছে কিংবা নেই, তাহলে আমলে কলীল হবে এবং তখন নামায ভঙ্গ হবে না। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা)

নামাযের মধ্যে পোষাক পরিধান করা

(১৭) নামাযের মধ্যে জামা বা পায়জামা অথবা লুঙ্গি পরিধান করা। (গুনিয়া, ৪৫২ পৃষ্ঠা) (১৮) নামাযের মধ্যে সতর খুলে যাওয়া। আর এমতাবস্থায় নামাযের কোন রোকন আদায় করা। কিংবা তিন বার سُبْحٰنَ الله বলার পরিমাণ সময় অতিবাহিত হওয়া। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা)

নামাযের মধ্যে কিছু গিলে ফেলা

(১৯) স্বল্প পরিমাণ খাদ্য বা পানীয় যেমন- তিল না চিবিয়ে গিলে ফেলা, কিংবা মুখে ফোঁটা পড়ল আর গিলে ফেলল। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা) (২০) নামায শুরু করার আগেই কোন জিনিস দাঁতে বিদ্যমান ছিল, সেটি গিলে ফেলল। তবে তা যদি চনার সমপরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা বড় হয়ে থাকে, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি চনার চেয়ে ছোট হয়ে থাকে, তাহলে মাকরূহ। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা) (২১) নামাযের পূর্বে কোন মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেয়েছিল। এখন তার (কোন) অংশ মুখে অবশিষ্ট নেই। শুধু মুখের লালায় কিছু স্বাদ রয়ে গেছে। তা গিলে ফেললে নামায ভঙ্গ হবে না। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা) (২২) মুখে চিনি ইত্যাদি রয়েছে, তা মিশে কণ্ঠনালীতে পৌঁছে গেল, নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

(২৩) দাঁত থেকে রক্ত বের হল। এতে যদি থুথুর পরিমাণ বেশি হয়, তবে গিলে ফেললে নামায ভঙ্গ হবে না, অন্যথায় ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা) (পরিমাণ বেশি হওয়ার চিহ্ন হচ্ছে, কণ্ঠনালীতে স্বাদ অনুভব হওয়া। তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, নামায ভঙ্গের জন্য স্বাদের বিষয়টি বিবেচ্য। আর অযু ভঙ্গের জন্য রঙের বিষয়টি বিবেচ্য। অতএব, অযু ঐসময় ভঙ্গ হবে যখন থুথু লাল হয়ে যাবে, আর থুথু যদি হলুদ বর্ণের হয়, তবে অযু ভঙ্গ হবে না)।

নামাযের মাঝখানে কিবলার দিক ফিরে যাওয়া

(২৪) বিনা কারণে বক্ষকে কা'বার দিক থেকে ৪৫° ডিগ্রী বা আরো বেশি ফিরালে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি ওজর হয়ে থাকে ভঙ্গ হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা)

নামাযে সাপ মারা

(২৫) সাপ, বিচ্ছু প্রহার করলে নামায ভঙ্গ হয় না, যদি তিন কদম যেতে না হয় এবং তিনটি আঘাতের প্রয়োজন না হয়। অন্যথায় (নামায) ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা) সাপ, বিচ্ছু প্রহার করা তখনই বৈধ হবে যখন সামনে দিয়ে গমন করে এবং দংশন করার ভয় থাকে। যদি অনিষ্ট করার আশংকা না থাকে, তাহলে প্রহার করা মাকরূহ। (প্রাগুক্ত) (২৬) পর পর তিনটি চুল বা লোম উপড়ে ফেললে, অথবা তিনটি উকুন মারলে, কিংবা একটি উকুনকে তিন বার মারলে, নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি পর পর না হয়, তাহলে নামায ভঙ্গ হবে না। কিন্তু মাকরূহ হবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা। গুনিয়া, ৪৪৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

নামাযে চুলকানো

(২৭) এক রোকনে তিন বার চুলকানোর দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। অর্থাৎ এভাবে যে, চুলকানোর পর হাত সরিয়ে নিল। পুনরায় চুলকাল। আবারও হাত সরিয়ে নিল। এভাবে দুই বার হল। অনুরূপ যদি তৃতীয় বারও চুলকায়, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। একবার হাত রেখে যদি কয়েকবার নড়াচড়া দিলে (চুলকাল), তাহলে সেটিকে একবারই চুলকাল বলে ধরে নেওয়া হবে। (প্রাগুক্ত, ১০৪ পৃষ্ঠা) আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নামাযে চুলকানো সম্পর্কে বলেছেন: (নামাযে যদি চুলকানি আসে তবে) দমন করবে, আর সম্ভব না হলে বা এই কারণে নামাযে অন্তর পেরেশান হলে, তবে চুলকাবেন, কিন্তু এক রোকনে, যেমন- কিয়াম, বা বৈঠক বা রুকূ বা সিজদায়, তিন বার চুলকাবেন না। দুই বার পর্যন্ত অনুমতি রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি

(২৮) এক রোকন থেকে অন্য রোকনে যাওয়ার সময় যে তাকবীর বলা হয় সেগুলোতে 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ'এর এর الف (আলিফকে) দীর্ঘ বা লম্বা করে পড়লে অর্থাৎ 'اللّٰهُ' বা 'اَكْبَرُ' বলল, কিংবা 'ب' হরফের পর 'الف'কে অতিরিক্ত করল, অর্থাৎ 'اَكْبَارُ' বলল, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে গেল। আর যদি তাকবীরে তাহরীমার সময় এ রূপ হয়ে থাকে, তাহলে তো নামায আরম্ভই হলনা। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা) (২৯) ক্বিরাত কিংবা নামাযের যিকিরগুলোতে এমন ভুল করা যা দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

যেমন- عَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ এর অর্থ হচ্ছে (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং আদম আপন রবের বিষয়ে অবাধ্যতার মত করেছে) এই স্থলে میم কে যবর এবং ب কে পেশ পড়ে দিল তখন এর অর্থ হবে; (**অনুবাদ:** মহান প্রতিপালক কর্তৃক আদমের অবাধ্যতা হয়েছে।) نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا **আল্লাহ্**র পানাহ্!

নামাযের ২৬টি মাকরূহে তাহরীমা

(১) শরীর বা কাপড় নিয়ে খেলা করা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা) (২) কাপড় গুটিয়ে নেয়া। (প্রাগুক্ত) যেমন- বর্তমানে কিছু কিছু লোক সিজদায় যাওয়ার সময় পায়জামা ইত্যাদি সামনে কিংবা পিছন থেকে উঠিয়ে নেয়। যদি কাপড় শরীরের সাথে লেগে যায়, তাহলে এক হাতে ছাড়িয়ে নিলে কোন অসুবিধা নেই।

কাঁধের উপর চাদর ঝুলানো

(৩) 'সাদাল' অর্থাৎ কাপড় ঝুলানো। যেমন; মাথা বা কাঁধের উপর এমনভাবে চাদর বা রুমাল ইত্যাদি রাখা যাতে উভয় পার্শ্ব ঝুলতে থাকে। অবশ্য যদি এক পার্শ্বকে অপর কাঁধের উপর তুলে দেওয়া হয় এবং অপরটি ঝুলে থাকে, তাহলে অসুবিধা নেই। যদি এক কাঁধের উপর চাদর রাখে, তার এক প্রান্ত পিঠের উপর এবং আরেক প্রান্ত পেটের উপর ঝুলতে থাকে, তবে সেটিও মাকরূহে তাহরীমা। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা)

প্রাকৃতিক হাজতের তীব্রতা

(৪-৬) প্রস্রাব বা পায়খানা কিংবা বাতাস তীব্রভাবে আসা। যদি নামায শুরু করার পূর্বেই এই তীব্রতা অনুভব হয়, তাহলে সময় বেশি থাকা অবস্থায় নামায শুরু করা নিষেধ ও গুনাহ।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

তবে যদি এমন হয়, প্রয়োজন সেরে ও অযু করার পর নামাযের সময় শেষ হয়ে যাবে, তাহলে নামায আদায় করে নিন। আর যদি নামাযের মধ্যখানে এই অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সময়ের (অবকাশ) থাকে, তাহলে নামায ভঙ্গ করা ওয়াজিব। যদি এভাবে আদায় করে নেওয়া হয়, তবে গুনাহগার হবে। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা)

নামাযে কঙ্কর ইত্যাদি সরানো

(৭) নামাযের সময় কঙ্কর ইত্যাদি সরানো মাকরূহে তাহরীমা। তবে (কঙ্করের কারণে) যদি সুন্নাত অনুযায়ী সিজদা আদায় করা সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে একবার সরানোর অনুমতি রয়েছে। আর যদি সরানো ছাড়া ওয়াজিব আদায় করা সম্ভব না হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে সরিয়ে ফেলা ওয়াজিব, যদি একবারের চেয়ে অধিক বারও প্রয়োজন হয়।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা)

আঙ্গুল মটকানো

(৮) নামাযে আঙ্গুল মটকানো। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা) খাতামুল মুহাক্কিকীন হযরত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইবনে মাজার বর্ণনা মতে, **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা নামাযে আঙ্গুল মটকাবে না।" (সুনানে ইবনে মাজাহ্, ১ম খন্ড, ৫১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৬৫) "মুজতাবা"র বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন; **সুলতানে দোজাহান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "নামাযের জন্য অপেক্ষাকালীন সময়েও আঙ্গুল মটকানো নিষেধ করেছেন।" আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে: "নামাযের জন্য যাওয়ার সময় আঙ্গুল মটকানো নিষেধ করেছেন।" এ হাদীসগুলো থেকে এই তিনটি বিধান প্রমাণিত হয়, (ক) নামাযের সময় আঙ্গুল মটকানো মাকরূহে তাহরীমী এবং

www.dawateislami.net

নামাযের আনুষাঙ্গিক বিষয় যেমন- নামাযের জন্য যাওয়ার সময়, নামাযের অপেক্ষাকালীন সময়েও আঙ্গুল মটকানো মাকরূহ। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা) (খ) নামাযের বাইরে (অর্থাৎ নামাযের আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো ছাড়াও) বিনা প্রয়োজনে আঙ্গুল মটকানো মাকরূহে তানযীহি। (গ) নামাযের বাইরে কোন প্রয়োজনবশতঃ যেমন- আঙ্গুলগুলোকে আরাম দেওয়ার জন্য আঙ্গুল মটকানো মুবাহ্। (অর্থাৎ- মাকরূহ বিহীন জায়েয।) (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৯৩-১৯৪ পৃষ্ঠা) (৯) তাশবীক করা অর্থাৎ- এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে রাখা। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা)

কোমরে হাত রাখা

(১০) কোমরে হাত রাখা। নামাযের বাইরেও (বিনা করণে) কোমরে হাত রাখা উচিৎ নয়। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্র মাহবুব, দানায়ে গুয়ূব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নামাযে কোমরে হাত রাখা জাহান্নামীদের (জন্য) প্রশান্তি স্বরূপ।" (শরহুস সুন্নাহ্ লিল বগবী, ২য় খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৩১) অর্থাৎ এটি হল ইহুদীদের কাজ। কেননা তারা তো জাহান্নামী। অন্যথায় জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নামে কী প্রশান্তি রয়েছে!

(বাহারে শরীয়াতের পদটিকা, ৩য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

আসমানের দিকে দেখা

(১১) আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠানো। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্র মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কী অবস্থা হবে ঐসব লোকদের, যারা নামাযের সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠায়, এটা থেকে বিরত থাক, নতুবা তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হবে।" (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৭৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৫০) (১২) মুখ ফিরিয়ে এদিক-সেদিক দেখা। চাই মুখকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে দেখুক বা সামান্য ফিরিয়ে।

www.dawateislami.net

মুখ ফিরানো ব্যতীত কেবল চোখ ফিরিয়ে এদিক-সেদিক বিনা প্রয়োজনে দেখা মাকরূহে তানযীহি। আর যদি কোন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হয়, তাহলে অসুবিধা নেই। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা) **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি নামাযে রত থাকে, **আল্লাহ্ তাআলার** বিশেষ রহমত তার প্রতি নিবদ্ধ থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত (সে) এদিক-সেদিক না দেখে। আর যখন সে আপন মুখ ফিরায়, তখন তার রহমতও ফিরে যায়।"

(সুনানে আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯০৯)

নামাযীর দিকে দেখা

(১৩) কারো মুখের সামনে (মুখোমুখী হয়ে) নামায পড়া। অন্যের জন্যও নামাযীর দিকে মুখ করা (মুখোমুখী হওয়া) নাজায়েয এবং গুনাহ্। কেউ প্রথম থেকে মুখ করে বসে আছে, আর এখন কেউ তার দিকে মুখ করে নামায পড়া আরম্ভ করে, তাহলে নামায আরম্ভকারী (ব্যক্তি) গুনাহ্গার হবে এবং ঐ নামাযীর জন্য মাকরূহ হবে। অন্যথায় যে তার দিকে চেহারা করবে তার গুনাহ ও মাকরূহ হবে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৬-৪৯৭ পৃষ্ঠা) (১৪) বিনা প্রয়োজনে কফ ইত্যাদি বের করা। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা) (১৫) ইচ্ছাকৃত ভাবে হাই তোলা। (মারাকিউল ফালাহ্, ৩৫৪ পৃষ্ঠা) (যদি এমনিতেই এসে যায়, তবে অসুবিধা নেই। কিন্তু থামিয়ে দেয়া মুস্তাহাব)। **আল্লাহ্র মাহবুব, দানায়ে গুয়ূব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন নামাযে কারো হাই আসে, তাহলে যতটুকু পর্যন্ত সম্ভব থামিয়ে রাখবে। কেননা, (তখন) মুখ দিয়ে শয়তান প্রবেশ করে।" (সহীহ মুসলিম, ১৫৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯৯৫) (১৬) উল্টো দিক থেকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা। (যেমন- প্রথম রাকাতে 'সূরা লাহাব' এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরা নাসর' পাঠ করা।) (১৭) কোন ওয়াজিব বর্জন করা।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

যেমন- কাওমা ও জালসায় পিঠ সোজা হওয়ার পূর্বেই সিজদায় চলে যাওয়া। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা) এই গুনাহের মধ্যে বহু সংখ্যক মুসলমানদেরকে লিপ্ত হতে দেখা যায়। স্মরণ রাখবেন! যত নামাযই এভাবে আদায় করা হয়েছে, সবগুলো (নামায) পুনরায় আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব। কাওমা ও জালসায় কম পক্ষে একবার 'سُبْحٰنَ اللّٰه' বলা পরিমাণ সময় অপেক্ষা করা ওয়াজিব। (১৮) কিয়াম ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় কুরআন মজীদ পাঠ করা। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা) (১৯) রুকূতে গিয়ে ক্বিরাত শেষ করা। (প্রাগুক্ত) (২০) আত্মসাৎকৃত ভূমিতে বা (২১) অন্যের ক্ষেতে যেখানে ফসল বিদ্যমান রয়েছে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা) (২২) চাষকৃত ক্ষেতে (প্রাগুক্ত) অথবা (২৩) কোন কবরের সামনে নামায আদায় করা, যদি কবর আর নামাযীর মাঝখানে কোন অন্তরাল না থাকে। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা) (২৪) কাফিরদের উপসনালয়ে নামায আদায় করা। বরং সেখানে যাওয়াও নিষেধ। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা)

নামায ও ছবি

(২৫) প্রাণীর ছবি বিশিষ্ট পোষাক পরিধান করে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমা। নামাযের বাইরেও এমন কাপড় পরিধান করা জায়েয নেই। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা) (২৬) নামাযীর মাথার উপরে অর্থাৎ ছাদে বা সিজদার জায়গায় অথবা সামনে, ডানে বা বামে প্রাণীর ছবি টাঙ্গানো থাকা মাকরূহ তাহরীমা এবং পিছনে থাকাও মাকরূহ, কিন্তু উপরোল্লেখিত অবস্থা অপেক্ষা কম। ছবি যদি মেঝেতে থাকে, আর সেটার উপর সিজদা করা না হয়, তাহলে মাকরূহ নয়। ছবি যদি জড় পদার্থের হয়ে থাকে, যেমন- সাগর, পাহাড় ইত্যাদির, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। এতই ছোট ছবি, যা মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে দেখলে অঙ্গগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যায়না,

www.dawateislami.net

(যেমন- সাধারণতঃ কা'বার তাওয়াফের দৃশ্য সম্বলিত ছবি, খুবই ক্ষুদ্র হয়ে থাকে এসব ছবি) তা নামাযের জন্য মাকরূহ হওয়ার কারণ হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৯৫-১৯৬ পৃষ্ঠা) হ্যাঁ! তাওয়াফের ভীড়ে একজনের চেহারাও যদি স্পষ্ট হয়ে উঠে, তাহলে নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। চেহারা ব্যতীত যেমন- হাত, পা, পিঠ, মুখমণ্ডলের পিছনের অংশ কিংবা এমন চেহারা যার চোখ, নাক, ঠোঁট ইত্যাদি সব অঙ্গ মুছানো (ঢাকা) থাকে, তবে এমন ছবিতে কোন অসুবিধা নেই।

নামাযের ৩০টি মাকরূহে তানযীহি

(১) অন্য কাপড় থাকা সত্ত্বেও কাজ-কর্মের পোষাক পরিধান করে নামায পড়া। (শরহুল বেকায়া, ১ম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা) (২) মুখে কোন জিনিস নিয়ে রেখে দেওয়া। সেটির কারণে যদি ক্বিরাতই পড়া সম্ভব না হয়, কিংবা এমন শব্দ বের হয় যা কুরআনের নয়, তাহলে নামাযই ভঙ্গ হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা) (৩) রুকূ ও সিজদায় বিনা প্রয়োজনে তিন বার থেকে কম তাসবীহ বলা। (সময় যদি কম থাকে কিংবা ট্রেন ছেড়ে দেয়ার ভয় থাকে, তাহলে অসুবিধা নেই)। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা) (৪) নামাযের মধ্যে কপাল থেকে মাটি বা ঘাস ঝেড়ে ফেলা। হ্যাঁ! যদি সেটির কারণে নামাযের মধ্যে ধ্যান অন্য দিকে হয়ে থাকে, তাহলে ঝেড়ে ফেলাতে কোন অসুবিধা নেই। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা) (৫) নামায রত অবস্থায় হাত বা মাথার ইশারায় সালামের উত্তর প্রদান করা। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা) মুখে উত্তর দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) (৬) নামাযের মধ্যে চারজানু হয়ে বসা। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৮ পৃষ্ঠা) (৭) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মোচড়ানো। (৮-৯) ইচ্ছাকৃত ভাবে কাঁশি দেওয়া, গলা পরিস্কার করা। যদি স্বাভাবিক ভাবে হয়ে থাকে, তবে অসুবিধা নেই।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১০) সিজদায় যাওয়ার সময় বিনা কারণে হাটু রাখার পূর্বে মাটিতে হাত রাখা। (মুনিয়াতুল মুসল্লি, ৩৪০ পৃষ্ঠা) (১১) উঠার সময় বিনা কারণে হাঁতের পূর্বে হাঁটু মাটি থেকে উঠানো। (প্রাগুক্ত) (১২) নামাযে সানা, তাআউয (আউযুবিল্লাহ্), তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ্) ও আমীন উচ্চ আওয়াজে বলা। (গুনিয়া, ৩৫২ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা) (১৩) কোন কারণ ব্যতীত দেওয়াল ইত্যাদিতে হেলান দেওয়া। (গুনিয়া, ৩৫৩ পৃষ্ঠা) (১৪) রুকূতে হাঁটুর উপর এবং (১৫) সিজদায় মাটিতে হাত না রাখা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা) (১৬) ডানে বামে হেলা-দুলা করা, আর কখনো ডান পায়ে এবং কখনো বাম পায়ে জোর দেওয়া সুন্নাত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা) আর সিজদায় যাওয়ার সময় সামনের দিকে জোর দেওয়া এবং উঠার সময় বাম দিকে জোর দেওয়া মুস্তাহাব। (১৭) নামাযে চোখ বন্ধ রাখা। হ্যাঁ, যদি খুসু (বিনয়তা) আসে তাহলে চোখ বন্ধ রাখাই উত্তম। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা) (১৮) জ্বলন্ত আগুনের সামনে নামায আদায় করা। মোমবাতি বা চেরাগ সামনে থাকলে অসুবিধা নেই। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা) (১৯) এমন কিছুর সামনে নামায আদায় করা যাতে মনোযোগ চলে যায়, যেমন- সাজসজ্জা এবং খেলা-ধূলা ইত্যাদি। (২০) নামাযের জন্য দৌঁড়ানো। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫১৩ পৃষ্ঠা) (২১) সাধারণ জনপথ। (২২) আবর্জনা ফেলার স্থানে। (২৩) জবেহ করার স্থান অর্থাৎ যেখানে পশু জবেহ করা হয় সেখানে। (২৪) আস্তাবলে অর্থাৎ যেখানে ঘোড়া বাধাঁ হয়। (২৫) গোসলখানায়। (২৬) গবাদি পশু রাখার স্থান, বিশেষ করে যেকানে উট বাধাঁ হয়। (২৭) পায়খানার ছাদে এবং (২৮) আড়াল ব্যতীত খোলা মাঠে, যেখানে সম্মুখ দিয়ে লোকজনের অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকে, এসব স্থানে নামায আদায় করা।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ২০৪-২০৫ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫২-৫৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(২৯) বিনা কারণে হাত দিয়ে মাছি মশা তাড়ানো। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা) নামাযে উকুন বা মশা কষ্ট দিতে থাকলে ধরে মেরে ফেলাতে অসুবিধা নেই, যদি আমলে কছীর না হয়ে থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা) (৩০) উল্টা কাপড় পরিধান করা।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ৩০৮ থেকে ৩৬০ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে আহ্লে সুন্নাত অপ্রকাশিত)

মাদানী ফুল: ঐ সমস্ত আমলে কলীল যা নামাযির জন্য উপকারী সেগুলো জায়েয। পক্ষান্তরে যা উপকারী নয় তা করা মাকরূহ।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা)

জোহরের শেষের ২ রাকাত নফলের ব্যাপারে কী বলব!

জোহরের (ফরজ নামাযের) পর চার রাকাত নামায আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: "যে ব্যক্তি জোহরের (ফরজ নামাযের) পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাতের প্রতি যত্নবান হবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর (দোযখের) আগুন হারাম করে দিবেন।" (সুনানে তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৮) আল্লামা সায়্যিদ তাহতাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: শুরু থেকে আগুনে প্রবেশই করবে না। তার পাপ মোচন করে দেওয়া হবে এবং তার উপর (বান্দাদেরকে) যা পাওনা রয়েছে **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতিপক্ষকে সন্তুষ্ট করে দিবেন। অথবা এর মর্মার্থ কথা হল; (তাকে) এমন কাজের তৌফিক দান করবে, যার কারণে (তার) শাস্তি হবেনা। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী আলদ দুররিল মুখতার। ১ম খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা) আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তার জন্য সুসংবাদ হল, তার শেষ পরিনাম সৌভাগ্যের উপর হবে এবং (সে) দোযখে যাবে না।

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫৪৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ, যেখানে জোহরের দশ রাকাত নামায পড়েন, সেখানে শেষে অতিরিক্ত দুই রাকাত নফল আদায় করে বারভী শরীফের সাথে সম্পর্ক রেখে ১২ রাকাত আদায় করতে কত সময় লাগে। দৃঢ়তার সাথে দুই (রাকাত) নফল আদায করার নিয়্যত করে নিন।

বিতিরের নামাযের ১২টি মাদানী ফুল

(১) বিতিরের নামায ওয়াজিব। (২) যদি এটা ছুটে যায়, তাহলে কাযা আদায় করে দেওয়া আবশ্যক। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা) (৩) বিতিরের সময় ইশার ফরযের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। (৪) যে (ব্যক্তি) ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সামর্থ রাখে, তার জন্য উত্তম হচ্ছে; রাতের শেষভাগে উঠে প্রথমে তাহাজ্জুদ আদায় করবে, তারপর বিতিরের নামায পড়বে। (৫) বিতিরের নামায তিন রাকাত। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা) (৬) এতে প্রথম বৈঠকে বসা ওয়াজিব। কেবল তাশাহুদ পাঠ করে দাঁড়িয়ে যাবে। (৭) তৃতীয় রাকাতে ক্বিরাত পাঠ করার পর কুনূতের জন্য তাকবীর (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলা ওয়াজিব। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা) (৮) যেভাবে তাকবীরে তাহরীমা বলে সেভাবে তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা পাঠের পর প্রথমে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, তারপর 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলবে। (৯) অতঃপর হাত বেঁধে "দোয়ায়ে কুনূত" পাঠ করবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

দোয়ায়ে কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْ مِنُ بِكَ وَنَتَوَ كَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِیْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ط اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّیْ وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰی وَ نَحْفِدُ وَ نَرْجُوْا رَ حْمَتَكَ وَنَخْشٰی عَذَا بَكَ اِنَّ عَذَا بَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তোমার কাছেই ক্ষমা চাই, আর তোমার উপর ঈমান আনি। তোমার উপরই ভরসা রাখি। তোমার অত্যন্ত ভাল প্রশংসা করি। তোমার শুকরিয়া আদায় করি। তোমার অবাধ্য হই না। যে তোমাকে অস্বীকার করে তাকে পরিত্যাগ করি এবং তাকে বাদ দিয়ে দিই। **হে আল্লাহ্!** আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। আমরা নামায পড়ি তোমারই জন্য, সিজদা করি তোমারই জন্য। তোমার দিকেই ধাবিত হই, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হই। আমরা তোমার রহমতেরই আশা পোষণ করি। আর তোমার আযাবকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার আযাব কাফিরদের জন্য অবধারিত।

(১০) দোয়ায়ে কুনূতের পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা উত্তম। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৩৪ পৃষ্ঠা) (১১) যারা "দোয়ায়ে কুনূত" পাঠ করতে জানে না, তারা এটি পড়বে।

www.dawateislami.net

(اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:) হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতেও সৌন্দর্য দান কর, আখিরাতেও সৌন্দর্য দান কর। আর তুমি আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দান কর। (পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২০১)

অথবা এটি পড়ুন:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দাও। (গুনিয়া, ৪১৮ পৃষ্ঠা)

(১২) যদি "দোয়ায়ে কুনূত" পাঠ করতে ভুলে যান এবং রুকূতে চলে যান, তবে পুনরায় ফিরে আসবে না, বরং সিজদায়ে সাহু করে নিবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১১১-১২৮ পৃষ্ঠা)

বিতিরের সালাম ফিরানোর পর একটি সুন্নাত

শাহানশাহে খাইরুল আনাম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন বিতিরের সালাম ফিরাতেন, তিন বার 'سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ' বলতেন এবং তৃতীয় বার উঁচু আওয়াজে বলতেন। (সুনানে নাসায়ী, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭২৯)

সিজদায়ে সাহুর ১৪টি মাদানী ফুল

(১) নামাযের ওয়াজিবগুলোর মধ্য থেকে যদি কোন ওয়াজিব ভুল বশতঃ বাদ পড়ে যায়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যায়। (দুররে মুখতার, ২ম খন্ড, ৬৫৫ পৃষ্ঠা) (২) যদি সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও না করে, তাহলে নামায পুনরায় আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(৩) ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব বর্জন করল, তবে সিজদায়ে সাহু দিলে যথেষ্ট হবে না, বরং পুনরায় নামায আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত) (৪) এমন কোন ওয়াজিব বর্জন হল যা নামাযের ওয়াজিবগুলোর মধ্য অন্তর্ভূক্ত নয়, বরং বাইরের কোন কারণে সেটি ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। যেমন- তারতীবের বিপরীত কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা ওয়াজিব বর্জন করার নামান্তর। কিন্তু সেটির সম্পর্ক নামাযের ওয়াজিবগুলোর সাথে নয়। বরং তিলাওয়াতের ওয়াজিবগুলোরই সাথেই রয়েছে। তাই সিজদায়ে সাহু দিতে হবেনা। (অবশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে (যদি কেউ) এরূপ করে, তাহলে এর থেকে তাওবা করবে)। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৫৫ পৃষ্ঠা) (৫) ফরয পরিত্যাগ হলে নামায ভেঙ্গে যাবে। সিজাদায়ে সাহু দেওয়ার দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ হবেনা। তাই (নামায) পুনরায় আদায় করে দিবে। (প্রাগুক্ত। গুনিয়া, ৪৫৫ পৃষ্ঠা) (৬) সুন্নাত অথবা মুস্তাহাবগুলো যেমন- সানা, তাআউয, তাসমিয়া, আমীন, তাকবীরাতে ইন্তেকালাত (অর্থাৎ- সিজদা ইত্যাদিতে যাওয়ার সময়, উঠার সময় 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলা) এবং তাসবীহ সমূহ বর্জন করার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না। নামায হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত) কিন্তু পুনরায় আদায় করা মুস্তাহাব, ভুল ক্রমে বর্জন করে হোক কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা) (৭) নামাযে যদি দশটি ওয়াজিবও বর্জন হয়ে যায়, (তবুও) দুইটি সিজদায়ে সাহুই সবগুলোর জন্য যথেষ্ট। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৫৫ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা) (৮) তাদীলে আরকান (যেমন- রুকূর পর কম পক্ষে একবার 'سُبْحٰنَ اللهِ' বলার সমপরিমাণ সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো কিংবা দুইটি সিজদার মাঝখানে একবার 'سُبْحٰنَ اللهِ' বলার সমপরিমাণ সোজা হয়ে বসা) ভুলে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যাবে।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

(৯) কুনূত বা কুনূতের তাকবীর (অর্থাৎ- বিতিরের তৃতীয় রাকাতে ক্বিরাতের পরে কুনূতের জন্য যে তাকবীর বলা হয়, সেটি যদি) বলতে ভুলে যায় সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত, ১২৮ পৃষ্ঠা) (১০) ক্বিরাত ইত্যাদি অন্য কোন স্থানে চিন্তা করতে করতে তিন বার 'سُبْحٰنَ الله' বলার পরিমাণ বিরতি অতিবাহিত হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যায়। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৭৭ পৃষ্ঠা) (১১) সিজদায়ে সাহুর পরেও আত্তাহিয়াত পাঠ করা ওয়াজিব। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা) আত্তাহিয়াত পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে নিন। আর উত্তম হল, উভয় বার আত্তাহিয়াত পড়ে দরূদ শরীফও পাঠ করুন। (১২) প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর 'اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ' এতটুকু পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যায়। এই কারণে নয় যে, দরূদ শরীফ পাঠ করেছে, বরং এর কারণ হচ্ছে, তার তৃতীয় রাকাতে দাঁড়াতে বিলম্ব হয়ে গেছে। তবে যদি এতটুকু সময় পর্যন্ত চুপ থাকে, তারপরও সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। যেমন- কা'দা, রুকূ ও সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত করা দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যায়। অথচ সেটা **আল্লাহ্ তাআলা**রই কালাম।

(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৫৭ পৃষ্ঠা)

কাহিনী

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ স্বপ্নে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করেন। **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: দরূদ শরীফ পাঠকারীর উপর তুমি সিজদা কেন ওয়াজিব বলেছ? (তিনি) আরয করলেন: এ কারণে, সে দরূদ শরীফ ভুল করে (অর্থাৎ- অলসতা সহকারে) পড়েছে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (তাঁর) এই উত্তর পছন্দ করলেন। (প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

(১৩) কোন কা'দায় বা বৈঠকে তাশাহুদের কিছু অংশ রয়ে গেল, তখন সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। ফরয নামায হোক বা নফল।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি

(১৪) (শেষ বৈঠকে) আত্তাহিয়াত পাঠ করে, বরং উত্তম হল দরূদ শরীফও পড়ে নেওয়া, (অতঃপর) ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দুইটি সিজদা করবে। তারপর তাশাহুদ, দরূদ শরীফ ও দোয়া পাঠ করে সালাম ফিরাবে।

সিজদায়ে তিলাওয়াত ও শয়তানের দুর্ভাগ্য

আল্লাহ্র মাহবুব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মানুষ যখন সিজদার আয়াত পাঠ করার (পর) সিজদা করে, (তখন) শয়তান পালিয়ে যায়। আর কান্না করে বলতে থাকে: হায়! আমার ধ্বংস! আদম-সন্তানকে সিজদা করার আদেশ (দেয়া) হয়েছে, সে সিজদা করেছে, (তাই) তার জন্য জান্নাত রয়েছে এবং আমাকে আদেশ (দেয়া) হয়েছিল। আমি অস্বীকার করেছি। (তাই) আমার জন্য জাহান্নাম রয়েছে।

(সহীহ মুসলিম, ৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১)

اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উদ্দেশ্য পূরণ হবে

পবিত্র কুরআনে সিজদার ১৪টি আয়াত রয়েছে। যে কোন ধরণের উদ্দেশ্যের জন্য একই বৈঠকে সিজদার সব কটি (অর্থাৎ ১৪টি) আয়াত পাঠ করে সিজদা করলে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উদ্দেশ্য পূরণ করে দিবেন। চাই একটি একটি আয়াত পাঠ করে একটি একটি করে সিজদা করবে, অথবা সব (সিজদার আয়াত) পাঠ করার পর সবশেষে ১৪টি সিজদা করবে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৭১৯ পৃষ্ঠা। গুনিয়া, ৫০৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড এর ৭৫-৭৭ পৃষ্ঠায় সিজদার ১৪টি আয়াত দেখে নিন।

তিলাওয়াতে সিজদার ১১টি মাদানী ফুল

(১) সিজদার আয়াত পাঠ করা বা শ্রবণ করার দ্বারা সিজদা দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। পাঠের ক্ষেত্রে শর্ত হল এতটুকু আওয়াজ করে পাঠ করা যদি, কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তবে নিজে শুনতে পাবে। শ্রবনকারীর জন্য এটি আবশ্যক নয় যে, সেই ইচ্ছাকৃত ভাবে শ্রবণ করুক বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে শ্রবণ করুক সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা) (২) যে কোন ভাষায় সিজদার আয়াতের অনুবাদ পাঠকারী এবং শ্রবণকারীর উপর সিজদা দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। শ্রবনকারী সেটা বুঝতে পারে বা না পারে, এটি সিজদার আয়াতের অনুবাদ। অবশ্য এটা জরুরী যে, তার জানা থাকলে তখন বলে দেওয়া হোক, এটি সিজদার আয়াতের অনুবাদ ছিল। আর আয়াত পাঠ করা হলে তখন শ্রবণকারীকে সিজদার আয়াত (পাঠ করা হয়েছে) বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা) (৩) সিজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ আয়াতটি তিলাওয়াত করা আবশ্যক। কিন্তু পরবর্তী ওলামাগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى মতে যে শব্দটিতে সিজদার মূল অংশটি পাওয়া যায় তার সাথে পূর্বের বা পরের কোন শব্দ মিলিয়ে পাঠ করলে তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে। তাই সাবধানতা হল, উভয় অবস্থায় তিলাওয়াতে সিজদা করা। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ২২৯-২৩৩ পৃষ্ঠা) (৪) সিজদার আয়াত যদি নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করে তাহলে তৎক্ষণাৎ সিজদা দেওয়া ওয়াজিব নয়। অবশ্য অযু থাকলে বিলম্ব করা মাকরূহে তানযীহি। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৭০৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৫) নামাযরত অবস্থায় তিলাওয়াতে সিজদা তাৎক্ষণিক করা ওয়াজিব, যদি বিলম্ব করে তবে গুনাহ্গার হবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযে থাকবে, কিংবা সালাম ফিরানোর পর নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ না করে থাকে, তাহলে তিলাওয়াতে সিজদা করে সিজদায়ে সাহু দিয়ে দিবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৭০৪ পৃষ্ঠা) বিলম্ব দ্বারা উদ্দেশ্য (হচ্ছে) তিন আয়াত থেকে অধিক পাঠ করা। এর চেয়ে কম হলে বিলম্ব হিসেবে গণ্য হবে না। কিন্তু সূরার শেষের দিকে যদি সিজদার আয়াত থাকে, যেমন- সূরা- ইনশিক্বাক্ব, তাহলে সূরা সম্পূর্ণ করে সিজদা করলে, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা) (৬) কাফির বা নাবালিগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) থেকে যদি সিজদার আয়াত শ্রবণ করলে, তখনও তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা) (৭) তিলাওয়াতে সিজদার জন্য তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত ঐসমস্ত শর্ত প্রযোজ্য যেগুলো নামাযের জন্য রয়েছে। যেমন- পবিত্রতা, ক্বিবলামুখি হওয়া, নিয়্যত করা, সামনের বর্ণনা[১] অনুযায়ী সময়, সতর ঢাকা। সুতরাং, (কেউ) যদি পানি ব্যবহারে সামর্থ রাখে, সেক্ষেত্রে তায়াম্মুম করে সিজদা করা জায়েয হবে না। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৯৯ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা) (৮) এর নিয়্যতের জন্য এটা শর্ত নয়, অমুক আয়াতের সিজদা আদায় করছি। বরং শুধু তিলাওয়াতে সিজদার নিয়্যত (করলে) যথেষ্ট (হবে)। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা) (৯) যেসব কারণে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, সেসব কারণে সিজদাও ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন- ইচ্ছাকৃত ভাবে অযু ভঙ্গকারী কাজ, কথাবার্তা বলা এবং অট্টহাসি দেওয়া।

(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৯৯ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা)

[১] এটির বিস্তারিত বর্ণনা **বাহারে শরীয়াত** ৪র্থ খন্ডে দেখুন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

তিলাওয়াতে সিজদা করার পদ্ধতি

(১০) দাঁড়ানো অবস্থা থেকে 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলে সিজদায় যাওয়া। সিজদায় কম পক্ষে তিন বার 'سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى' বলা। তারপর 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলে দাঁড়িয়ে যাবে। শুরু ও শেষে উভয় বারেই 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলা সুন্নাত। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সিজদায় যাওয়া এবং সিজদার পরে দাঁড়িয়ে যাওয়া উভয় দাঁড়ানো মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা) (১১) তিলাওয়াতের সিজদার জন্য اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার সময় হাত উঠাবেন না। এতে তাশাহুদও পড়বেন না, সালামও ফিরাবেন না। (তানবীরুল আবছার, ২য় খন্ড, ৭০০ পৃষ্ঠা)

বিঃ দ্রঃ বালেগা (প্রাপ্ত বয়স্কা) হওয়ার পর যতবার সিজদার আয়াত শুনে এখনো পর্যন্ত সিজদা দেওয়া হয়নি, তার প্রবল ধারণা অনুযায়ী হিসাব করে, অযু সহকারে ততবার তিলাওয়াতে সিজদা দিয়ে দিন।

সিজদায়ে শোকরের বর্ণনা

সন্তান ভূমিষ্ট হল বা সম্পদ অর্জিত হল, কিংবা হারানো বস্তু পাওয়া গেল, অথবা রোগী সুস্থতা লাভ করল, কিংবা মুসাফির পুনরায় ফিরে এল মোট কথা, যে কোন নেয়ামত অর্জনের পর সিজদায়ে শোকর আদায় করা মুস্তাহাব। এটা আদায় করার নিয়ম তিলাওয়াতের সিজদারই মত। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৭২০ পৃষ্ঠা) অনুরূপ যখনই কোন সুসংবাদ বা নেয়ামত অর্জন হয়, তখনই সিজদায়ে শোকর আদায় করা সাওয়াবের কাজ। যেমন- মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا ভিসা পাওয়া গেল, কারো উপর ইনফিরাদী কৌশিশ সফল হল এবং সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল, বরকতময় স্বপ্ন দেখল, বিপদ দুর হয়ে গেল কিংবা ইসলামের কোন শত্রু মারা গেল ইত্যাদি ইত্যাদি।

www.dawateislami.net

নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করা মারাত্মক গুনাহ্

(১) **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, শাহে বনী আদম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যদি কেউ জানত যে, আপন নামাযী ভাইয়ের সামনে দিয়ে আড়াল হয়ে গমন করার মধ্যে কী (রকম গুনাহ) রয়েছে, তাহলে সে এক কদম চলা থেকে এক শত বছর দাঁড়িয়ে থাকাটা উত্তম মনে করত।" (সুনানে ইবনে মাযাহ্, ১ম খন্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৪৬)

(২) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেছেন: নামাযীর সামনে দিয়ে গমনকারী যদি জানত, এতে তার কী ধরনের গুনাহ রয়েছে, তাহলে সে মাটিতে ধসে যাওয়াকে গমন করা থেকে উত্তম মনে করত। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ১ম খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭১) নামাযীর সামনে দিয়ে গমনকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে গুনাহগার। কিন্তু নামায আদায়কারী ব্যক্তির নামাযে এর কারণে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

নামাযীর সামনে দিয়ে গমনের ১৫টি বিধান

(১) মাঠ বা বড় মসজিদে কোন নামাযীর পা থেকে সিজদার স্থান পর্যন্ত জায়গা দিয়ে গমন করা নাজায়েয। সিজদার স্থান দ্বারা উদ্দেশ্য দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখলে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়, সেটাই সিজদার স্থান। এর মাঝখান দিয়ে গমন করা জায়েয নেই। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা) সিজদার স্থানের দূরত্ব আনুমানিক পা থেকে তিন গজ পর্যন্ত। সুতরাং ময়দানে নামাযীর পা থেকে তিন গজ দূরত্বের বাইরে দিয়ে গমন করাতে কোন অসুবিধা নেই।

(কানুনে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(২) ঘরে এবং ছোট মসজিদে নামাযীর সামনে যদি সুতরা (কোন আড়াল) না থাকে, তাহলে পা থেকে ক্বিবলার দিকের দেওয়াল পর্যন্ত জায়গা দিয়ে গমন করা জায়েয নেই। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা) (৩) নামাযীর সামনে সুতরা অর্থাৎ- কোন আড়াল থাকলে, তবে সুতরার বাইরে দিয়ে গমন করাতে কোন অসুবিধা নেই। (প্রাগুক্ত) (৪) সুতরা কম পক্ষে এক হাত (অর্থাৎ প্রায় আধা গজ) উঁচু এবং আঙ্গুল পরিমাণ মোটা হওয়া আবশ্যক। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৮৪ পৃষ্ঠা) (৫) গাছ, মানুষ এবং জীব-জন্তু ইত্যাদিরও সুতরা হতে পারে। (গুনিয়া, ৩৬৭ পৃষ্ঠা) (৬) মানুষকে সেই অবস্থাতেই সুতরা বানানো যাবে, যদি তার পিঠ নামাযীর দিকে হয়। কেননা, নামাযীর দিকে মুখ করা নিষেধ রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা) (নামাযীর চেহারার দিকে যদি কেউ মুখ করে তাহলে নামাযীর জন্য মাকরূহ হবে না, যে মুখ করেছে তারই হবে)। (৭) কোন ইসলামী বোন নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করতে চায়, যদি অন্য ইসলামী বোন তাকে আড়াল করে তার চলার গতি অনুযায়ী তার সাথেই সাথে গমন করে, তাহলে যে নামাযীর কাছাকাছি রয়েছে সে গুনাহ্গার হবে এবং অন্য বোনটির জন্য প্রথম বোনটি সুতরা হয়ে গেল। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা) (৮) যদি কেউ এমন উঁচু স্থানে নামায আদায় করছে যে, গমনকারীর অঙ্গ নামাযীর সামনে দৃষ্টি গোচর হয়নি, তাহলে গমন করাতে কোন অসুবিধা নেই। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা) (৯) দুইজন মহিলা নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করতে চায়। এর পদ্ধতি হল: তাদের মধ্যে এক জন নামাযীর সামনে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এবার তাকে আড়াল করে দ্বিতীয় জন চলে যাবে। এবার দ্বিতীয় জন প্রথম জনের পিঠের পিছনে নামাযীর দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে যাবে, এরপর প্রথম জন চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় জন যেদিক থেকে এসে ছিল সেদিকে চলে যাবে।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১০) কেউ যদি নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করতে চায়, তবে নামাযীর জন্য অনুমতি রয়েছে, সে তাকে গমন করতে বাধা দিবে। চাই 'سُبْحٰنَ الله' বলে বা উচ্চ আওয়াজে ক্বিরাত পড়ে অথবা হাত, কিংবা মাথা বা চোখ দিয়ে ইশারা করবে। এর চেয়ে অতিরিক্ত করার অনুমতি নেই, যেমন- কাপড় ধরে টান দেয়া অথবা প্রহার করা, বরং এতে যদি আমলে কছীর হয়ে যায়, তাহলে নামাযই ভেঙ্গে যাবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৮৫ পৃষ্ঠা) (১১) তাসবীহ এবং ইশারা উভয়টি এক সাথে করা মাকরূহ। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা) (১২) মহিলার সামনে দিয়ে গমন করলে মহিলা 'তাছফীক' করার মাধ্যমে নিষেধ করবে অর্থাৎ ডান হাতের আঙ্গুলগুলো বাম হাতের পিঠে মারবে। (প্রাগুক্ত) (১৩) পুরুষ যদি 'তাছফীক' করে এবং মহিলা যদি তাসবীহ বলে নামায ভঙ্গ হবে না, কিন্তু সুন্নাতের পরিপন্থী হবে। (প্রাগুক্ত, ৪৮৭ পৃষ্ঠা) (১৪) তাওয়াফকারী মহিলা তাওয়াফ করার সময় নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করা জায়েয। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৮২ পৃষ্ঠা) (১৫) সাঈ করার সময় নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করা জায়েয নেই।

তারাবীহ্‌র ১৭টি মাদানী ফুল

(১) প্রত্যেক বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক ইসলামী বোনদের উপর তারাবীহ্‌র নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তা বর্জন করা জায়েয নেই।

(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৯৬ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

(২) তারাবীহর (নামায) বিশ রাকাত। সায়্যিদুনা ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শাসনামলে বিশ রাকাতই আদায় করা হত।

(মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার লিল বায়হাকী, ২য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৬৫)

(৩) তারাবীহর সময় ইশার ফরয আদায় করার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত থাকে। ইশার ফরয আদায় করার পূর্বে যদি পড়ে নেয়া হয়, তবে (তারাবীহ) আদায় হবেনা। (আলমগিরী, ১ম পৃষ্ঠা, ১১৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ইশার ফরয ও বিতিরের পরেও তারাবীহ পড়া যায়। যেমন- কোন কোন সময় (রমজানের) ২৯ তারিখে চাঁদ দেখার সাক্ষী দাতা বিলম্বে পাওয়ার কারণে এমন হয়ে থাকে।

(৫) মুস্তাহাব হল তারাবীহ্র (নামাযে) এক তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করা। যদি অর্ধ রাতের পরে আদায় করে, তবুও মাকরূহ হবে না। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)

(৬) যদি তারাবীহ্র নামায ছুটে যায়, তবে সেটির কাযা দিতে হবেনা। (প্রাগুক্ত)

(৭) উত্তম হল এই, তারাবীহর বিশ রাকাত (নামায) দুই রাকাত করে দশ সালামে আদায় করা। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৯৯ পৃষ্ঠা)

(৮) তারাবীহর বিশ রাকাত (নামায) এক সালামেও আদায় করা যাবে। কিন্তু এ রকম করা মাকরূহ। (প্রাগুক্ত) প্রতি দুই রাকাতের মধ্যে কা'দা বা বৈঠক করা ফরয। প্রতি কা'দায় বা বৈঠকে আত্তাহিয়াতের পর দরূদ শরীফও পড়বে এবং বিজোড় রাকাত (অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ইত্যাদিতে) সানা, তাআউয ও তাসমিয়াও পাঠ করবে।

(৯) সাবধানতা হল এটা, যখন দুই রাকাত করে আদায় করবে, তখন প্রতি দুই রাকাতের জন্য আলাদা আলাদা নিয়্যত করবে। আর যদি বিশ রাকাতের নিয়্যত একসাথে করে নেয়, তাও জায়েয। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

(১০) কোন ওজর ছাড়া বসে বসে তারাবীহ (নামায) আদায় করা মাকরূহ। বরং কোন কোন ফোকাহায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মতে তো (নামায) হবেই না। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬০৩ পৃষ্ঠা)

(১১) যদি (হাফিজা ইসলামী বোন নিজের তারাবীহর নামায আদায় করছেন এবং কোন কারণে (তারাবীহ্র) নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে যতটুকু কুরআন পাক ঐ রাকাতগুলোতে পড়েছিল, সেগুলো আবারও তিলাওয়াত করে দিবেন, যাতে খতমে (কুরআনে) অপূর্ণ না থাকে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

(১২) দুই রাকাতে বসতে ভুলে গেল, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় রাকাতের সিজদা না করে থাকলে বসে যাবেন। শেষে সিজদায়ে সাহু করে নিবেন। আর যদি তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে নেয়, তাহলে চার রাকাত পূর্ণ করে নিন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দুই রাকাতই গণ্য হবে। হ্যাঁ, যদি দুই রাকাতে কা'দা বা বৈঠক করে থাকে, তাহলে চার রাকাতই গণ্য হবে। (প্রাগুক্ত)

(১৩) তিন রাকাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে নিল। দ্বিতীয় রাকাতে যদি না বসে থাকে, তাহলে (নামায) হবে না। এর পবিরর্তে দুই রাকাত (নামায) পুনরায় পড়ে দিবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)

(১৪) ২৭ তারিখ (কিংবা তারও আগে) যদি কুরআন খতম হয়ে যায়, তবুও শেষ রমজান পর্যন্ত তারাবীহর নামায পড়তে থাকবে, কেননা (তারাবীহর নামায) সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। (প্রাগুক্ত)

(১৫) প্রতি চার রাকাতের পর ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসা মুস্তাহাব, যতক্ষণ সময় চার রাকাত (নামায) পড়েছে। এই বিরতিকে তারবীহা বলা হয়। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)

(১৬) তারবীহার সময় ইচ্ছা করলে নীরবও থাকতে পারবে, অথবা যিকির ও দরূদ এবং তিলাওয়াত করতে পারবে। কিংবা একাকী নফল (নামায) পড়বে বা এই তাসবীহটিও পাঠ করতে পারবে।

سُبْحٰنَ ذِی الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحٰنَ ذِی الْعِزَّتِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ ط سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِیْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ ط سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَّبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ ط اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ ط يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط

(গুনিয়া, ৪০৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

www.dawateislami.net

(১৭) বিশ রাকাত পূর্ণ হওয়ার পর পঞ্চম বারের তারবীহা করাও মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিবরণ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মোট ৪৮ রাকাত। তন্মধ্য ১৭ রাকাত ফরয। ৩ রাকাত ওয়াজিব। ১২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ৮ রাকাত সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদাহ্ এবং ৮ রাকাত নফল।

নং	ওয়াক্তের নাম	পূর্বের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা	ফরয	পরের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	নফল	ওয়াজিব	নফল	মোট রাকাত
১	ফজর	২	-	২	-	-	-	-	৪
২	জোহর	৪	-	৪	২	২	-	-	১২
৩	আসর	-	৪	৪	-	-	-	-	৮
৪	মাগরিব	-	-	৩	২	২	-	-	৭
৫	ইশা	-	৪	৪	২	২	৩	২	১৭

নামাযের পর পাঠ করা হয় (এমন) ওযীফা সমূহ

নামাযের পরে যেসব দীর্ঘ ওযীফার কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: সেগুলো জোহর, মাগরিব ও ইশার সুন্নাত সমূহের পরে আদায় করবে। সুন্নাত আদায়ের আগে সংক্ষিপ্ত দোয়া করেই শেষ করে দিবে। অন্যথায় সুন্নাতের সাওয়াব কমে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা) হাদীস শরীফগুলোতে কোন দোয়ার ব্যাপারে যে সংখ্যাটি বর্ণিত রয়েছে, তা থেকে কম-বেশি করবে না। কেননা, যে ফযীলত ওসব যিকিরের জন্য রয়েছে, তা ওই সংখ্যার সাথেই সম্পৃক্ত আছে। তাতে কম-বেশি করার উদাহরণ হচ্ছে এই রকম; যেমন- কোন তালা বিশেষ ধরনের চাবি দিয়ে খোলা যায়। (আপনি) যদি চাবিতে দাঁত কম বা বেশি করে দেওয়া হয়, তাহলে তা দিয়ে খুলবে না।

www.dawateislami.net

অবশ্য গণনায় যদি সন্দেহ হয়ে যায়, তাহলে বেশি করা যাবে। আর এটিকে অতিরিক্ত বৃদ্ধি করা বলা যাবে না, বরং পূর্ণ করা বলা হবে। (প্রাগুক্ত, ৩০২ পৃষ্ঠা) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সুন্নাত ও নফল শেষ করার পর নিচের ওযীফাগুলো পাঠ করে নিন। সুবিধার জন্য ক্রমিক নম্বর দেওয়া হল। কিন্তু এই ক্রমবিন্যাস রক্ষা করা আবশ্যক নয়। প্রত্যেকটি ওযীফার পূর্বে ও পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা সোনায় সোহাগা।

(১) আয়াতুল কুরসী ১বার করে পাঠকারী মৃত্যুর সাথে সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৭৪)

(২) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ[১]

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ১২৩ খন্ড, হাদীস: ১৫২২)

(৩) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ ؕ

(তিন বার) পাঠ করলে সেই ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে থাকে।

(সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা, হদীস: ৩৫৮৮)

(৪) **তাসবীহে ফাতেমা** رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا: 'سُبْحٰنَ اللّٰه' ৩৩ বার, 'اَلْحَمْدُ لِلّٰه' ৩৩ বার এবং 'اَللّٰهُ اَكْبَر' ৩৩ বার। মোট ৯৯ বার হল। শেষে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ ؕ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ একবার পাঠ করে (১০০ বার পূর্ণ করে নিবে)। তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়ে থাকে।

---

[১] **অনুবাদ: হে আল্লাহ!** তুমি তোমার যিকির, তোমার শোকর এবং তোমার উত্তম ইবাদত করাতে আমাকে সাহায্য কর।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৫) প্রত্যেক নামাযের পর কপালের সামনের অংশে হাত রেখে পাঠ করুন: بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ط اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّی الْهَمَّ وَ الْحُزْنَ ط (পাঠের পর হাত টেনে কপাল পর্যন্ত নিয়ে আসবে) তার প্রত্যেক দুঃখ বা চিন্তা ও পেরেশানী থেকে বেঁচে থাকবে। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ উপরেল্লেখিত দোয়াটির শেষে وَعَنْ اَهْلِ السُّنَّةِ (অর্থাৎ আহ্লে সুন্নাত পন্থীদেরও) এই শব্দগুলোও বৃদ্ধি করেছেন।

(৬) আসর ও ফজরের (নামাযের) পর পা না বদলিয়ে এবং কোন কথা না বলে দশ বার

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ط لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِیْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ط

পাঠ করবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা)

(৭) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, শাহানশাহে নবুয়ত, তাজেদারে রিসালত, হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি নামাযের পর এটা বলবে سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه তবে সে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে উঠবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১ম খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৯২৮)

(৮) হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্র মাহবুব, দানায়ে গুয়ূব, মুনাযযাহুন আনিল উয়ূব** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশ বার (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সম্পূর্ণ পাঠ করবে) তার জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** নিজের সন্তুষ্টি ও মাগফিরাত অবধারিত করে দিবেন।" (তাফসীরে দুররে মনছুর, ৮ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

(৯) হযরত সায়্যিদুনা যায়দ বিন আরকম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে আকরম, রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনী আদম, রাসুলে মুহতাশাম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾

وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۸۱﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸۲﴾

(পারা: ২৩, সূরা: সাফ্ফাত, আয়াত: ১৮০-১৮২) ৩ বার পাঠ করবে, সে যেন সাওয়াবের অনেক বড় ভান্ডার পূর্ণ করে নিয়েছে।"

(তাফসীরে দুররে মনছুর লিস সুয়ূতী, ৭ম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

এক মিনিটে চার খতমে কুরআনের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার সুলতান, সরদারে দু'জাহান, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) ফজরের (নামাযের) পর ১২ বার (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সম্পূর্ণ পাঠ করবে) সে যেন চার বার পূর্ণ কুরআন পাঠ করল এবং সে দিন তার এই আমলটি দুনিয়াবাসীদের চেয়ে উত্তম, যদি সে পরহেজগারীর উপর অটল থাকে। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ২য় খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫২৮)

শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার আমল

ছরকারে মদীনা, রাহাতে কলব ও সীনা, ফয়যে গঞ্জীনা, ছাহেবে মুয়াত্তর পসীনা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) ফজরের নামায আদায় করল এবং কোন কথা না বলে (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সম্পূর্ণ) দশ বার পাঠ করে, তবে সেই দিনে তার (নিকট) কোন গুনাহ্ পৌঁছবে না। আর তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করা হবে।" (তাফসীর দুররে মনছুর, ৮ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

(নামাযের পরে আরো অনেক ওযীফা পাঠ করার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "বাহারে শরীয়াত" এর ৩য় খন্ডের ১০৭ পৃষ্ঠা থেকে ১১০ পৃষ্ঠা 'আল ওয়াজিফাতুল কারীমা' এবং শাজারায়ে কাদেরীয়া দ্রষ্টব্য)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কাযা নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা পুলসিরাতের উপর নূর হবে। যে (ব্যক্তি) জুমার দিন আমার উপর আশি (৮০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার আশি (৮০)বৎসরের গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে।"

(আল জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫১৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৩০ পারা সূরা মাউনের ৪ ও ৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতএব, সেসব নামাযীদের জন্য আক্ষেপ, যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে আছে।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ﴿۴﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ﴿۵﴾

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه সূরা মাউনের ৫ নম্বর আয়াতের টীকায় লিখেছেন: নামাযের ব্যাপারে উদাসীন হওয়ার কয়েকটি ধরন হতে পারে। যেমন- কখনো না পড়া, নিয়মিত ভাবে না পড়া। সঠিক সময়ে না পড়া।

www.dawateislami.net

নামায বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে আদায় না করা। আগ্রহ নিয়ে না পড়া। জেনে বুঝে আদায় না করা। অলসতা ও অবহেলা এবং অগ্রাহ্য ভাবে নামায পড়া। (নূরুল ইরফান, ৯৫৮ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামের ভয়ানক উপত্যকা

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: জাহান্নামে 'ওয়াইল' নামক একটি ভয়ানক উপত্যকা রয়েছে। যার ভয়াবহতা থেকে স্বয়ং জাহান্নামও আশ্রয় চায়। জেনে বুঝে নামায কাযাকারী সেটার (হকদার) যোগ্য।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ২ পৃষ্ঠা)

উত্তাপে পর্বতও গলে যাবে

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: বলা হয়েছে, জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে, যেটির নাম 'ওয়াইল'। তাতে যদি দুনিয়ার পাহাড়গুলো দেওয়া হয়, তাহলে সেগুলোও সেটির তাপে বিগলিত হয়ে যাবে। আর এটা ঐসব লোকদেরই ঠিকানা যারা নামাযের ব্যাপারে অলসতা করে এবং ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর কাযা করে আদায় করে। কিন্তু তারা যদি নিজের এই অলসতার জন্য লজ্জিত হয় আর **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তাওবা করে (হয়তঃ মুক্তি পেতে পারে)।

(কিতাবুল কাবায়ির, ১৯ পৃষ্ঠা)

এক ওয়াক্তের নামায কাযা করলে সেও ফাসিক

আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৫ম খন্ডের ১১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: যে (ব্যক্তি) ইচ্ছাকৃত ভাবে শরীয়াতের কোন ওজর ব্যতীত এক ওয়াক্তের নামাযও কাযা করবে, (সে) ফাসেক, কবীরা গুনাহ্ সম্পাদনকারী এবং জাহান্নামের যোগ্য।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

মাথা পিষ্ট করার সাজা

ছরকারে মদীনায়ে মুনাওয়ারা, সরদারে মক্কায়ে মুকাররমা, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দেরকে ইরশাদ করেন: "আজ রাতে দুইজন ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ও হযরত মিকাঈল عَلَيْهِ السَّلَام) আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে আরদে মুকাদ্দাসায় (পবিত্র ভুমিতে) নিয়ে গেলেন। আমি দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি শুয়ে আছে, আর তার মাথার নিকট আরেক ব্যক্তি একটি পাথর উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং একের পর এক পাথর দিয়ে তার মাথাকে পিষ্ট করছে। প্রত্যেক বার পিষ্ট হওয়ার পর মাথা পুনরায় ঠিক হয়ে যেত। আমি ফিরিস্তাদের বললাম: سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ এ (ব্যক্তি) কে? তারা বললেন: সামনে তাশরীফ নিয়ে চলুন। (আরো দৃশ্যাবলী দেখানোর পর) ফিরিস্তারা আরয করলেন: প্রথম ব্যক্তি যাকে **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দেখেছেন সে হল (ঐ ব্যক্তি), যে কুরআন শরীফ পড়েছিল অতঃপর তা ছেড়ে দেয় এবং ফরয নামাযের সময় ঘুমিয়ে যেত। তার উপর এ শাস্তি (আচরণ) কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭০৪৭)

কবরে আগুনের শিখা

এক ব্যক্তির বোন মারা গেল। যখন তাকে দাফন করে ফিরল, তখন মনে পড়ল, টাকার থলেটি কবরে পড়ে গেছে। অতঃপর করবস্থানে এসে থলে বের করার জন্য তার বোনের কবর খনন করল! তার সামনে একটি হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হল। সে দেখতে পেল, তার বোনের কবরে আগুনের শিখা প্রজ্জলিত হচ্ছে। সুতরাং সে তাড়াতাড়ি কবরে মাটি দিয়ে মর্মাহত হয়ে কান্নারত অবস্থায় মায়ের নিকট এল এবং জিজ্ঞাসা করল: প্রিয় আম্মাজান! আমার বোনের আমল কেমন ছিল? তিনি বললেন: বৎস! কেন জিজ্ঞাসা করছ?

www.dawateislami.net

সে বলল: আমি আমার বোনের কবরে আগুনের শিখা প্রজ্জলিত হতে দেখেছি। এ (কথা) শুনে (তার) মাও কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন: আফসোস! তোমার বোন নামাযে অলসতা করত এবং নামায কাযা করে আদায় করত। (কিতাবুল কাবায়ির, ২৬ পৃষ্ঠা)

ইসলামী বোনেরা! যখন নামায কাযাকারীদের জন্য এমন কঠিন শাস্তি রয়েছে, তবে যে হতভাগা একেবারে নামাযই আদায় করে না তার কি পরিণাম হবে।

যদি নামায পড়তে ভুলে যান, তবে...?

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুওয়াত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যাত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে নামায পড়তে ভুলে যায় কিংবা নামায না পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে যখন স্মরণে আসবে (তা) পড়ে নিবে। কেননা সেটিই তার জন্য সেই নামাযের সময়।" (মুসলিম, ৩৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৮৪) ফোকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলেন: ঘুমন্ত অবস্থায় কিংবা ভুলে নামায কাযা হয়ে গেলে তখন সেটার কাযা আদায় করা ফরয। অবশ্য কাযা হওয়ার গুনাহ্ তার উপর (প্রযোজ্য) হবে না। কিন্তু জাগ্রত হয়ে কিংবা স্মরণে আসতেই যদি মাকরূহ সময় না হয় তবে সেই সময় আদায় করে নিবে। বিলম্ব করা মাকরূহ। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)

অপারগ অবস্থায় নির্ধারিত সময়ে "আদায়" করার সাওয়াব পাবে কি না?

(নিদ্রার কারণে) চোখ না খোলার কারণে ফযরের নামায কাযা হয়ে যাওয়া অবস্থায় আদায় করে দিলে নির্ধারিত সময়ে "আদায়" এর সাওয়াব পাবে কি না?

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

এ প্রসঙ্গে আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলীয়ে নে'মাত, আজিমুল বারাকাত, আজিমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরিকত, বা-ইসে খাইরো বারাকাত হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ আল হাফিয আল ক্বারী আশ শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যাহ্ ৮ম খন্ডের, ১৬১ পৃষ্ঠায় বলেছেন: নির্ধারিত সময়ে "আদায়ের" সাওয়াব পাওয়া এটা **আল্লাহ্ তাআলার** অধিনেই রয়েছে। যদি ঐ (ব্যক্তি) নিজের পক্ষ থেকে কোন অলসতা না করে, সকাল পর্যন্ত জেগে থাকার ইচ্ছায় বসা ছিল এবং নিজের অক্ষমতায় ঘুম এসে গেল তবে অবশ্যই তার গুনাহ হবে না। **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিদ্রাবস্থায় অলসতা নেই। অলসতা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে (জাগ্রত অবস্থায়) নামায পড়ে না, এমনকি অন্য নামাযের সময় চলে আসে।" (সহীহ মুসলিম, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৮১)

রাতের শেষ ভাগে ঘুমানো কেমন?

নামাযের সময় শুরু হওয়ার পর (কেউ) নিদ্রা গেল অতঃপর সময় চলে যায় এবং নামায কাযা হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই সে গুনাহগার হবে, যখন জাগ্রত হওয়ার প্রতি (তার) পূর্ণ আস্থা না থাকে অথবা কোন জাগ্রতকারী ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে। বরং ফযরের ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্বেও ঘুমানোর অনুমতি নেই, যখন রাতের অধিকাংশ সময় জাগ্রত অবস্থায় অতিবাহিত করে এবং ধারণা হয় যে, এখন ঘুমিয়ে পড়লে (নামাযের) সময়ের মধ্যে চোখ খুলবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

গভীর রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকা

কিছু ইসলামী বোন গভীর রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকেন। প্রথমে তারা ইশার নামায আদায় করে ঘুমিয়ে যাওয়ার মন-মানসিকতা তৈরি করে নিন। কেননা, ইশার পর বিনা কারণে জাগ্রত থাকাতে কোন উপকার নেই। হঠাৎ কখনো যদি বিলম্ব হয়ে যায় তখনও এবং স্বয়ং (নিদ্রা থেকে) চোখ না খুলে (অর্থাৎ- নিজে জাগ্রত হতে না পারে) তখনও নির্ভরযোগ্য কোন মুহরিম কিংবা জাগিয়ে দিতে পারে এমন কোন ইসলামী বোনকে বলে রাখুন, তিনি যেন ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেন। অথবা এলার্মের ঘড়ি সাথে রাখুন, যাতে (নিদ্রা থেকে) চোখ খুলে যায়। কিন্তু একটি মাত্র ঘড়ির উপর ভরসা করা যাবে না। কেননা, ঘুমের মধ্যে হাত লেগে গিয়ে অথবা ব্যাটারী শেষ হয়ে গেলে কিংবা এভাবে খারাপ হয়ে বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দুইটি কিংবা প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধিক ঘড়ি হলে তবে উত্তম। সগে মদীনার عُفِیَ عَنْہُ (লিখক) ঘুমানোর সময় যতটুকু সম্ভব তিনটি ঘড়ি মাথার পাশে রাখে। তিনটি ঘড়ি রাখাতে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ, ঐ হাদীসটির উপর আমল করার নিয়্যত রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে: اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ 'নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** বিজোড় (একক) এবং বিজোড়কেই পছন্দ করেন'। **(সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৩)** ফুকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বলেছেন: যখন এই আশংকা হয়, ফজরের নামায ছুটে যাবে, তাহলে শরীয়াতের প্রয়োজন ছাড়া গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকা নিষেধ। **(রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

আদা, কাযা ও এয়াদা কাকে বলে?

বান্দার উপর যা কিছুর নির্দেশ রয়েছে সেগুলোকে যথাসময়ে পালন করাকে আদা বলে এবং সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর তা পালন করাকে কাযা বলে। আর যদি ঐ নির্দেশ পালন করার সময় কোন ভুল-ত্রুটি কিংবা বিনষ্ট হয়, সেই ভুল-ত্রুটিকে দূরীভূত করার জন্য সে তখন পুনরায় পালন করে দেওয়াকে এয়াদা বলে। সময়ের মধ্যে যদি তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নেয়, তাহলে নামায কাযা হয়নি। বরং আদা হয়েছে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬২৭-৬৩২ পৃষ্ঠা) কিন্তু ফজরের নামায, জুমা ও দুই ঈদের নামায ওয়াক্তের মধ্যেই সালাম ফিরিয়ে নেওয়া আবশ্যক। অন্যথায় নামায হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা) শরীয়াতের কারণ ব্যতীত নামায কাযা করা মারাত্মক গুনাহ্। তার উপর ফরয হচ্ছে সেটার কাযা আদায় করে নেয়া এবং সত্য অন্তরে তাওবাও করা। তাওবা কিংবা মকবুল হজ্বের দ্বারা اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ বিলম্বজনিত গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬২৬ পৃষ্ঠা) তাওবা তখনই বিশুদ্ধ হবে যদি কাযা আদায় করে দেয়। সেগুলো আদায় করা ব্যতীত তাওবা করলে তাওবা হবে না। কেননা, যে নামায তার যিম্মায় ছিল সেগুলো না পড়ার কারণে এখনো অবশিষ্ট রয়েছে, আর যখন গুনাহ থেকে ফিরে এল না, তাহলে তাওবা কীভাবে হল? (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬২৭ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, পায়করে জূদ ও সাখাওয়াত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "গুনাহের উপর অটল থেকে তাওবাকারী ঐ ব্যক্তির মত, যে নিজ **রব তাআলার** সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭১৭৮)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

তাওবার রোকন ৩টি

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: তাওবার তিনটি রোকন রয়েছে। যথা; ১. অপরাধ স্বীকার করা। ২. অনুতপ্ত হওয়া এবং ৩. এ গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। যদি গুনাহটির ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা থাকে তবে সেটির ক্ষতিপূরণও (আদায় করা) আবশ্যক। যেমন; নামায বর্জনকারী (অর্থাৎ নামায ত্যাগকারী ব্যক্তির) তাওবা (শুদ্ধ) হওয়ার জন্য নামায গুলোর কাযাও (আদায় করে দেওয়া) জরুরী।

(খাযায়িনুল ইরফান, ১২ পৃষ্ঠা)

ঘুমন্ত ব্যক্তিকে নামাযের জন্য জাগানো কখন ওয়াজিব হয়?

কেউ ঘুমাচ্ছে বা নামায পড়ার কথা ভুলে গেছে। তবে (যার সেই কথা) জানা আছে, তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দেওয়া অথবা ভুলে যাওয়া ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। (অন্যথায় গুনাহগার হবে)। (বাহারে শরীয়ত, ৪র্থ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা) মনে রাখবেন! জাগিয়ে দেওয়া কিংবা মনে করিয়ে দেওয়া তখনই ওয়াজিব হবে, যখন আপনার প্রবল ধারণা হয় যে, লোকটি নামায পড়বে, অন্যথায় ওয়াজিব নয়। মুহরিম ব্যক্তিকে নিজেই জাগিয়ে দিবেন। কিন্তু না-মুহরিমের যেমন; দেবর, ভাশুর ইত্যাদিকে মুহরিমদের মাধ্যমে জাগিয়ে দিবেন।

তাড়াতাড়ি কাযা আদায় করে নিন

যার যিম্মায় কাযা নামায রয়ে গেছে, তার অতি দ্রুত (কাযা) আদায় করে নেয়া ওয়াজিব। কিন্তু সন্তান-সন্ততির লালন পালন এবং নিজ অতি প্রয়োজনীয় কারণে বিলম্ব করা জায়েয রয়েছে। তাই অবসরে যে সময় পাওয়া যাবে তাতে কাযা (নামায) আদায় করতে থাকবেন। যাতে (কাযা নামায) পূর্ণ হয়ে যায়। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

কাযা নামায গোপনে আদায় করুন

কাযা নামায সমূহ গোপনে আদায় করুন মানুষ (কিংবা পরিবারবর্গ এমনকি ঘনিষ্ট বন্ধুর নিকটও) তা প্রকাশ করবেন না। (যেমন- এ কথা বলবেন না যে, আজ আমার ফযরের নামায কাযা হয়েছে অথবা আমি 'কাযায়ে ওমরী' আদায় করছি ইত্যাদি।) কেননা গুনাহের (কথা) প্রকাশ করাও মাকরূহে তাহরীমী ও গুনাহ। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৫০ পৃষ্ঠা) সুতরাং যদি মানুষের উপস্থিতিতে বিতিরের নামায কাযা আদায় করেন, তবে কুনুতের তাকবীরের জন্য হাত উঠাবেন না।

'জুমাতুল বিদা'য় কাযায়ে ওমরী

রমযানুল মুবারকের শেষ জুমাতে কিছু লোক জামাআত সহকারে কাযায়ে ওমরীর নামায পড়ে থাকে এবং এই ধারণাপোষণ করে থাকে যে, সারা জীবনের কাযা নামায এই এক নামাযের মাধ্যমে আদায় হয়ে গেল। এটা ভুল ধারণা। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: জুমাতুল বিদার দিন জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে ১২ রাকাত নফল নামায দুই রাকাত নিয়্যতে পড়বে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী, তিনবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد ও একবার সূরা ফালাক ও একবার সূরা নাস পড়বে। তার উপকারীতা হল এটা, যে পরিমাণ নামায সে কাযা করে পড়েছে তার কাযা করার গুনাহ اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ক্ষমা হয়ে যাবে। এটা নয় যে, কাযা নামায সমূহ তার থেকে ক্ষমা হয়ে যাবে, সেগুলো তো আদায় করার দ্বারাই আদায় হবে। (ইসলামী জিন্দেগী, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

সারা জীবনের কাযা নামাযের হিসাব

যে ব্যক্তি কখনো নামাযই পড়েনি। এখন তাওফীক হয়েছে এবং 'কাযায়ে ওমরী' পড়তে চাচ্ছে (তাহলে) সে যখন থেকে বালিগ বা বালিগা হয়েছে তখন থেকে নামায সমূহ হিসাব করে নিবে। যদি এটা জানা না থাকে যে, কখন বালিগ/ বালিগা হয়েছে, তাহলে হিজরী সনের হিসাব অনুযায়ী মহিলারা ৯ বছর আর পুরুষেরা ১২ বছর বয়সের হিসাব করবেন। এর মধ্যে সাবধানতা রয়েছে।

কাযা করার ধারাবাহিকতা

কাযায়ে ওমরী (আদায় করার সময়) এই ভাবেও (আদায়) করতে পারেন; প্রথমে সকল ফযরের নামায পড়ে নিবেন। অতঃপর সকল যোহরের নামায, এই ভাবে আছর, মাগরিব এবং ইশার (নামায পড়ে নিবেন)।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কাযায়ে ওমরীর পদ্ধতি (হানাফী)

প্রত্যেক দিনের কাযা ২০ রাকাত হয়ে থাকে। ফজরের ফরয ২ রাকাত, জোহরের ৪ রাকাত, আছরের ৪ রাকাত, মাগরিবের ৩ রাকাত, ইশার ৪ রাকাত এবং বিতিরের ৩ রাকাত। আর নিয়্যত এভাবেই করুন; "সর্বপ্রথম ফযর (নামায) যা আমার থেকে কাযা হয়েছে তা আদায় করছি।" প্রত্যেক নামাযে এভাবে নিয়্যত করুন। যার উপর অধিক নামায কাযা রয়েছে সে সহজের জন্য যদি এভাবেও আদায় করে, তবে জায়েয আছে। যেমন: প্রত্যেক রুকু ও সিজদাতে ৩+৩ বার سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْم, سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পড়ার স্থলে শুধু মাত্র ১+১ বার পড়বে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কিন্তু এটা সর্বদা এবং সব ধরণের নামাযে মনে রাখা উচিত যে, রুকুতে পরিপূর্ণভাবে পৌঁছার পরেই "سُبْحٰنَ" এর সীন শুরু করবে এবং যখন "عَظِيْم" শব্দের মীম পড়া শেষ করবে সেই সময়ে রুকু থেকে মাথা উঠাবে। এরূপ সিজদাতেও করতে হবে। এক সংক্ষিপ্ত করণ তো এটা হল। আর "দ্বিতীয়ত হল" ফরযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতের মধ্যে اَلْحَمْدُ এর স্থলে শুধুমাত্র ৩ বার سُبْحٰنَ الله পড়ে রুকু করে নিন। কিন্তু বিতিরের প্রত্যেক রাকাতেই اَلْحَمْدُ এবং সূরা উভয় অবশ্যই পড়তে হবে। "তৃতীয় সংক্ষিপ্ত করণ হল এটা" শেষ বৈঠকে তাশাহুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাত এর পরে উভয় দরূদ শরীফ এবং দোয়ায়ে মাছুরার স্থলে শুধুমাত্র اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিবে। আর "চতুর্থ সংক্ষিপ্ত করণ হল এটা" বিতিরের ৩য় রাকাতের মধ্যে দোয়ায়ে কুনুতের স্থলে "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" বলে মাত্র একবার কিংবা তিনবার رَبِّ اغْفِرْ لِيْ বলবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া হতে সংগৃহীত, ৮ম খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

কসর নামাযের কাযা

যদি সফর অবস্থায় কাযাকৃত নামায ইকামত (স্থায়ী বসবাসকালীন) অবস্থায় আদায় করেন তাহলে কসরই পড়তে হবে। আর ইকামত অবস্থায় কাযাকৃত নামায সফরকালীন সময়ে আদায় করলে তবে সম্পূর্ণ নামাযই পড়তে হবে। অর্থাৎ- কসর আদায় করা যাবেনা।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)

ধর্মদ্রোহীতা কালীন নামায সমূহ

যে মহিলা (**আল্লাহ্**র পানাহ) ধর্মদ্রোহী হয়ে গেছে অতঃপর (পুনরায়) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, তবে ধর্মদ্রোহীতা কালীন নামায সমূহের কাযা নেই। আর মুরতাদ হওয়ার পূর্বে ইসলাম ধর্মে থাকাকালীন সময়ে যে নামাযগুলো সে পড়েনি, সেগুলোর কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সন্তান প্রসবকালীন সময়ের নামায

ধাত্রী **(MIDWIFE)** নামায পড়তে গেলে (যদি) সন্তান মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, (তাহলে) নামায কাযা করার জন্য সেটি কারণ হিসাবে বিবেচ্য হবে। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬২৭ পৃষ্ঠা)

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য নামায কখন ক্ষমাযোগ্য ?

এমন অসুস্থ ব্যক্তি যে ইশারায়ও নামায আদায় করতে পারছেনা। যদি তার এ অবস্থা সম্পূর্ণ ছয় ওয়াক্ত (নামাযের সময়) পর্যন্ত থাকে, তাহলে ঐ অবস্থায় যে সব নামায ছুটে গেছে তার কাযা ওয়াজিব হবেনা।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)

সারা জীবনের নামায পুনরায় আদায় করা

যার আদায়কৃত নামাযে ঘাটতি, অপূর্ণতা থাকে বলে সে (যদি) সারা জীবনের নামাযকে পূনরায় আদায় করে দেয়, তাহলে ভাল কথা। আর যদি কোন রকমের অপূর্ণতা না থাকে তাহলে (আদায়ের) প্রয়োজন নেই। আর যদি আদায় করে, তাহলে ফযর ও আছরের পরে পড়বে না। আর সব রাকাত পরিপূর্ণ করে আদায় করবে এবং বিতির নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়ে তৃতীয় রাকাতের পরে কা'দা করে (বৈঠকে বসে) এর সাথে আরো একটি রাকাত মিলিয়ে নিবে, যাতে চার (রাকাত) হয়ে যায়।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা)

কাযা শব্দটি বলতে ভুলে গেলে কোন অসুবিধা নেই

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমাদের (মাজহাবের) ওলামায়ে কিরাম স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন: 'কাযা' (নামায) 'আদা' নামাযের নিয়্যত দ্বারা, অনুরূপ 'আদা' (নামায) 'কাযা' নামাযের নিয়্যত দ্বারা আদায় করলে উভয়ই বিশুদ্ধ হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

নফল নামাযের পরিবর্তে কাযায়ে ওমরী পড়ুন

কাযা নামায সমূহ নফল নামায থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ- যে সময় নফল পড়বেন ঐ সময়ে নফল না পড়ে তার পরিবর্তে কাযা নামাযগুলো আদায় করে নিবেন, যাতে আপনি দায়মুক্ত হতে পারেন। অবশ্য তারাবীহ এবং ১২ রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদার (নামায) ত্যাগ করবেন না। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

ফযর ও আছরের নামাযের পরে নফল নামায পড়া যাবেনা

ফযর নামাযের (পুরো সময় অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত) এবং আছরের নামাযের পরে ঐ সকল নফল নামায পড়া মাকরূহে তাহরিমী হবে যা (নিজ) ইচ্ছাধীন হয়। যদিও তাহিয়্যাতুল মসজিদ এর নামায হয়। আর ঐ সকল নামাযও যা অন্য কাজের জন্য আবশ্যক হয়েছে যেমন- মান্নতের ও তাওয়াফের নফল নামায সমূহ এবং ঐ সকল নামাযও যা শুরু করা হয়েছে অতঃপর সেটাকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। যদিও তা ফযর ও আছরের সুন্নাতই হোক না কেন। (দুরের মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৪-৪৬ পৃষ্ঠা) কাযা নামায আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা নেই। যখনই আদায় করা হবে তখনই দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহর এ নামায পড়া যাবেনা, কেননা সময়গুলোর মধ্যে নামায (আদায় করা) জায়েয নেই। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭০২ পৃষ্ঠা)

জোহরের নামাযের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত যদি থেকে যায় তখন কি করবেন?

যদি জোহরের ফরয নামায আগে পড়ে নেন, তাহলে দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করার পরেই চার রাকাত পূর্বের সুন্নাত আদায় করুন।

www.dawateislami.net

যেমন- আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত যদি ফরযের পূর্বে আদায় করা না হয়, তাহলে ফরযের পরে এবং গ্রহণযোগ্য মতানুসারে জোহরের পরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করেই পড়বে। তবে শর্ত হল যেন জোহরের সময় অবশিষ্ট থাকে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংক্ষেপিত, ৮ম খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা) আছর ও ইশার (নামাযের) পূর্বে যে ৪ রাকাত রয়েছে, তা সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা, সেগুলোর কাযা নেই।

মাগরিবের সময় কি খুব সংক্ষিপ্ত?

মাগরিবের নামাযের সময় সূর্য ডুবে যাওয়ার পর থেকে ইশার সময়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হয়ে থাকে। (তবে) এ সময়টি স্থানকাল (ভেদে) এবং তারিখের ভিত্তিতে কমে ও বেড়ে থাকে। যেমন- বাবুল মদিনা করাচীতে নামাযের স্থায়ী সময়সূচীর নকশা মোতাবেক মাগরিবের সময় কমপক্ষে ১ ঘন্টা ১৮ মিনিট। ফোকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলেছেন: "মেঘের দিন (যেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে) ব্যতীত সর্বদা মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব। আর দুই রাকাত (নামায পড়ার সময়ের) চেয়ে বেশী সময় পর্যন্ত মাগরীবকে বিলম্ব করলে নামায মাকরূহে তানযিহী হবে। আর সফর, অসুস্থতা ইত্যাদি কারণ ছাড়া এতটুকু বিলম্ব করল যাতে তারকা উদিত হয়ে গেল, তবে মাকরূহে তাহরিমী হবে।

(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা)

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: যতক্ষণ পর্যন্ত তারকারাজী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের মুস্তাহাব সময় থাকে। আর (মাগরিবের নামায) ততটুকু সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়া যাতে (বড় বড় তারকাগুলো ব্যতীত) ছোট ছোট তারকাগুলোও উজ্জল হয়ে দেখা যায় তবে মাকরূহ হবে। (ফতোওয়ায়ে রযাবীয়া, ৫ম খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তারাবীর নামাযের কাযার বিধান কি?

যদি তারাবীর নামায ছুটে যায়, তাহলে সেটার কাযা নেই। আর যদি কেউ কাযা আদায় করে থাকে তাহলে এটা আলাদা নফল নামায রূপে গণ্য হবে। তারাবীর সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

(তানবিরুল আবছার, ২য় খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)

নামাযের ফিদিয়া

যাদের আত্মীয় স্বজন মারা গিয়েছে তারা অবশ্যই এ অধ্যায়টি পড়ে নিন

মৃত ব্যক্তির বয়স হিসাব করে তা থেকে মহিলার ক্ষেত্রে নয় বছর আর পুরুষের ক্ষেত্রে বার (১২) বছর নাবালিগ কাল বাদ দিয়ে দিন। এরপর যত বছর অবশিষ্ট থাকে তা হিসাব করে দেখুন, কত বৎসর পর্যন্ত সে (অর্থাৎ মৃত মহিলা, পুরুষ ব্যক্তি) নামায পড়েনি বা রোযা রাখেনি, কিংবা কত নামায বা কতটি রোযা তার যিম্মায় কাযা হিসাবে অবশিষ্ট রয়েছে। আনুমানিক বেশি থেকে বেশি হিসাব করুন। আর ইচ্ছে করলে নাবালিগ কাল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ বয়স হিসাব করে নিবে। অতঃপর প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য একটি একটি সদকায়ে ফিতর আদায় করুন। একটি সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ দুই কেজি থেকে ৮০ গ্রাম কম গম কিংবা তার আটা বা তার সমপরিমাণ টাকা। আর দৈনিক ছয় ওয়াক্ত নামায (হিসাব করতে) হবে। (তন্মধ্যে) পাঁচ ওয়াক্ত ফরয এবং এক ওয়াক্ত বিতির যা ওয়াজিব। যেমন- দুই কেজি ৮০ গ্রাম থেকে কম গমের মূল্য ১২ টাকা। তাহলে এক দিনের নামাযের জন্য ফিদিয়া আসবে ৭২ টাকা এবং ৩০ দিনের নামাযের জন্য আসবে ২১৬০ টাকা। আর ১২ মাসের নামাযের জন্য আসবে প্রায় ২৫৯২০ টাকা। এভাবে কোন মৃত ব্যক্তির উপর ৫০ বৎসরের নামায অবশিষ্ট থাকে,

www.dawateislami.net

তাহলে ফিদিয়া আদায় করার জন্য ১২৯৬০০০ (বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা সদকা হবে। স্পষ্টতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি এত টাকা সদকা করার সামর্থ রাখে না, এই জন্য ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام শরীয়াত সম্মত হিলা উদ্ভাবন করেছেন। আর তা হল, সে ৩০ দিনের নামাযের ফিদিয়ার নিয়্যতে ২১৬০ টাকা কোন ফকীরের মালিকানায় দিয়ে দিবে। এতে ৩০ দিনের নামাযের ফিদিয়া আদায় হয়ে গেল। এখন উক্ত ফকীর ঐ টাকাগুলো দাতাকে হিবা (উপহার) স্বরূপ দিয়ে দিবে। দাতা টাকাগুলো গ্রহণ করে আবার ৩০ দিনের নামাযের ফিদিয়ার নিয়্যতে পুনরায় উক্ত ফকীরকে দিয়ে তাকে মালিক বানিয়ে দিবে। এভাবে আদান প্রদানের মাধ্যমে সকল নামাযের ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে। ত্রিশ দিনের টাকা দিয়ে হিলা করা শর্ত নয়। ইহা কেবলমাত্র বুঝানোর জন্য উদাহরণ দেয়া হয়েছে। সুতরাং কারো যদি ৫০ বছরের ফিদিয়ার টাকা বিদ্যমান থাকে, তাহলে একবার প্রদান করার মাধ্যমে কাজ হয়ে যাবে। আর ফিতরার টাকার হিসাব গমের বর্তমান বাজার দর দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। এভাবে প্রতিটি রোযার জন্যও একটি ফিতরা আদায় করতে হবে। নামাযের ফিদিয়া আদায় করার পর রোযার ফিদিয়াও একই পদ্ধতিতে আদায় করা যাবে। ধনী-গরীব সকলেই ফিদিয়া (আদায়ের) হিলা (পন্থা) অবলম্বন করতে পারেন। ওয়ারিশরা যদি মৃত ব্যক্তির জন্য এই আমল করে, তাহলে তা মৃত ব্যক্তির জন্য বড়ই উপকার হবে। এতে মৃত ব্যক্তিও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ফরযের বোঝা থেকে মুক্তি লাভ করবে, আর ওয়ারিশগণও সাওয়াবের ভাগী হবে। কিছু ইসলামী বোনেরা মসজিদ ইত্যাদিতে কুরআন শরীফের একটি কপি দান করে নিজেদের মনকে শ্বান্তনা দিয়ে থাকে যে, আমরা মৃত ব্যক্তির সকল নামাযের ফিদিয়া আদায় করে দিয়েছি। এটা তাদের ভুল ধারণা মাত্র।

www.dawateislami.net

মৃত মহিলার ফিদিয়া আদায়ের একটি মাসয়ালা

মহিলার হায়িয তথা মাসিক ঋতুস্রাবের দিনগুলো যদি জানা থাকে তাহলে সে পরিমাণ দিন, আর জানা না থাকলে নয় বছর বয়সের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক মাস হতে তিন দিন হায়েয মনে করে বাদ দিয়ে দিন। আর অবশিষ্ট যত দিন হবে সেগুলো হিসাব করে ফিদিয়া আদায় করে দিন। কিন্তু যতবারই ঐ মহিলা গর্ভবর্তী ছিল গর্ভকালীন মাস সমূহ হতে হায়েযের দিনগুলো বাদ দেয়া যাবে না। কেননা গর্ভকালীন সময়ে মহিলার মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। অনুরূপ মহিলার নিফাসের দিনগুলো যদি জানা থাকে তাহলে প্রত্যেকবার সন্তান প্রসবের পর সে দিনগুলো বাদ দিয়ে দিন, আর জানা না থাকলে কোন দিন বাদ দিবেন না। কেননা নিফাসের সর্ব নিম্ন সময়সীমা শরীয়াতে নির্ধারিত করেনি। মাত্র এক মিনিট নিফাসের রক্ত বের হওয়ার পর দ্রুত পবিত্র হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংকলিত, ৮ম খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

১০০টি বেত্রের হিলা

ইসলামী বোনেরা! শরয়ী ফিদিয়ার হিলাটি (পদ্ধতিটি) আমি নিজের পক্ষ থেকে লিখিনি। বরং শরয়ী হিলা অবলম্বনের বৈধতা কুরআন ও হাদীস এবং হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফিকহের কিতাব সমূহে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "নূরুল ইরফান" কিতাবের ৭২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: হযরত সায়্যিদুনা আইয়ূব عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর সম্মানিত স্ত্রী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا একদা তাঁর খিদমতে দেরীতে উপস্থিত হল, তখন তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام শপথ করে বললেন: "আমি সুস্থ হয়ে ১০০টি বেত্রাঘাত করব।"

www.dawateislami.net

সুস্থ হওয়ার পর **আল্লাহ্** তাআলা তাঁকে ১০০টি শলাযুক্ত (একটি) ঝাড়ু নিয়ে প্রহার করার নির্দেশ প্রদান করেন। যেমন- পবিত্র কুরআনে আছে:

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং বললেন: তোমার হাতে একটি ঝাড়ু নিয়ে তা দ্বারা প্রহার কর আর শপথ ভঙ্গ করিও না। (পারা- ২৩, রুকু- ১৩)

"ফতোওয়ায়ে আলমগিরীতে" হিলার একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে, যার নাম "কিতাবুল হিয়ল"। সুতরাং ফতোওয়ায়ে আলমগীরী এর "কিতাবুল হিয়ল" এ বর্ণিত আছে, যে হিলা কারো হক নষ্ট করার বা তাতে সন্দেহ সৃষ্টি করার কিংবা বাতিল তথা অসত্য দ্বারা কাউকে ধোঁকা দেয়ার জন্য অবলম্বন করা হয়, সেটা মাকরূহ। আর যে হিলা এজন্য করা হয়, যাতে মানুষ হারাম থেকে বেঁচে যায় কিংবা হালালকে অর্জন করে নেয় (তবে) তা উত্তম। এরূপ হিলা (পন্থা) অবলম্বনের বৈধতা মহান **আল্লাহ্ তাআলার** নিম্নোক্ত বাণীটি দ্বারা প্রমাণিত;

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং বললেন: তোমার হাতে একটি ঝাড়ু নিয়ে তা দ্বারা প্রহার কর আর শপথ ভঙ্গ করিও না। (পারা- ২৩, ৪৪ পৃষ্ঠা)

(আলমগিরী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা)

কর্ণ ছেদনের প্রথা কখন থেকে শুরু হয়?

হিলার বৈধতার উপর আরেকটি প্রমাণ দেখুন; যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত: একদা হযরত সায়্যিদাতুনা সারা ও হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর মাঝে সামান্য মনোমালিন্য হয়।

www.dawateislami.net

এতে হযরত সায়্যিদাতুনা সারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا শপথ করে বললেন, আমি যদি সুযোগ পাই, তাহলে আমি হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর কোন অঙ্গ কেটে নেব। **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَیْہِ السَّلَام কে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর খিদমতে প্রেরণ করলেন যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া হয়। হযরত সায়্যিদাতুনা সারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا আরজ করলেন: مَاحِیْلَۃُ یَمِیْنِیْ অর্থাৎ আমার শপথের হিলা কি হবে? তখন হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়, "(হযরত) সারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে নির্দেশ দিন, সে যেন (হযরত) হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর কর্ণ ছেদন করে দেয়।" তখন থেকে মহিলাদের কর্ণ ছেদনের প্রথার প্রচলন হয়। (গুমুজে উয়ুনুল বছায়ির লিল হামায়ী, ৩য় খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

গরুর মাংসের হাদিয়া

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত; **দো'জাহানের সুলতান, সরওয়ারে জীশান, মাহবুবে রহমান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে গরুর মাংস হাজির করা হল, জৈনক ব্যক্তি আরয করলেন: এই মাংসগুলো হযরত সায়্যিদাতুনা বারিরাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর জন্য সদকা করা হয়েছিল, তখন (**সায়্যিদুল মুরসালিন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ অর্থাৎ- এটা বারিরাহ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا) এর জন্য সদকা ছিল (তবে) আমাদের জন্য এটা হাদিয়া।" (সহীহ মুসলীম, ৫৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৭৫)

www.dawateislami.net

যাকাতের শরয়ী হিলা

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, হযরত সায়্যিদাতুনা বারিরাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا যিনি সদকার যোগ্য ছিলেন, সদকা হিসাবে প্রাপ্ত গাভীর মাংস যদিও তাঁর জন্য সদকায় ছিল, কিন্তু তিনি তা হস্তগত হওয়ার পর যখন বারগাহে রিসালাতে পেশ করা হল, তখন তার বিধান পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তা আর সদকা রইল না। অনুরূপ যাকাতের হকদার কোন ব্যক্তি (যাকাত) তার মালিকানায় নিয়ে নেয়ার পর উপহার হিসাবে যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করতে কিংবা মসজিদ ইত্যাদিতে দিতে পারবে। কেননা উল্লেখিত হকদার ব্যক্তিকে প্রদান করার ফলে তা আর যাকাত রইল না, (বরং) হাদিয়া বা উপহার হিসাবে পরিণত হয়ে গেল। ফোকাহায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان যাকাতের শরয়ী হিলা করার পদ্ধতি এভাবে বলেছেন: যাকাতের টাকা মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন কিংবা মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয় করা যাবে না। কেননা এতে ফকীরকে মালিক বানানো পাওয়া যাচ্ছে না। যদি ঐ সমস্ত কাজে ব্যয় করতে চাইলে, তবে এর পদ্ধতি হল: কোন ফকীরকে যাকাতের টাকার মালিক করে দেওয়া এবং ঐ (ফকীর) তা মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে ব্যয় করবে। আর এভাবে তারা উভয়ই সাওয়াব পাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৫ম খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা)

১০০ ব্যক্তিই, সমান সমান সাওয়াব পাবে

ইসলামী বোনেরা! আপনারা দেখেছেন! হিলায়ে শরয়ীর মাধ্যমে কাফন দাফন কিংবা মসজিদ নির্মাণের কাজেও যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে। কেননা যাকাত মূলতঃ ফকীরদেরই হক ছিল, ফকীর যখন তা গ্রহণ করল তখন সে তার মালিক হয়ে গেল, (এখন) সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। হিলায়ে শরয়ীর বরকতে দাতার যাকাতও আদায় হয়ে গেল এবং ফকীরও মসজিদ ইত্যাদিতে দান করার কারণে সাওয়াবের ভাগী হবে। হিলা করার সময় সম্ভব হলে একাধিক ব্যক্তির হাতে টাকাগুলো আদান-প্রদান করে নিবেন, যাতে সকলেই সাওয়াব পায়, যেমন- হিলা করার জন্য কোন শরয়ী ফকীরকে ১২ লক্ষ টাকা যাকাত প্রদান করলেন,

www.dawateislami.net

সে টাকাগুলো গ্রহন করার পর অপর কোন ইসলামী ভাইকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দিল। সেও তা গ্রহণ করে অন্য কাউকে মালিক বানিয়ে দিল, এভাবে সাওয়াবের নিয়্যতে একজন আরেকজনকে (টাকাগুলোর) মালিক বানিয়ে দিতে থাকবে। শেষ ব্যক্তি মসজিদ কিংবা যে কাজের জন্য হিলার (মনস্থ) করা হয়েছে তাতে টাকাগুলো দিয়ে দিবে। এভাবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রত্যেকেরই ১২ লক্ষ টাকা সদকা করার সাওয়াব অর্জিত হবে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত' **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুওয়াত, পায়কারে জুদো সাখাওয়াত, সারাপা রহমত, মাহবুবে রব্বুল ইজ্জত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যদি একশজন ব্যক্তির হাতেও সদকা (টাকা) অতিবাহিত হতে থাকে, তারপরও সকলেই সেরূপ সাওয়াব পাবে, যেরূপ (সাওয়াব) দাতার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আর দাতার সাওয়াবে কোন রকম ঘাটতি করা হবে না।

(তারিকে বাগদাদ, ৭ম খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫৬৮)

ফকীরের সংজ্ঞা

ফকীর ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় (ক) যার কাছে কিছু না কিছু সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তা নিসাবের সমপরিমাণ নয়। (খ) অথবা নিসাবের সমপরিমাণ রয়েছে, কিন্তু তা তার প্রয়োজনীয় জীবন নির্বাহে ব্যয় হয়ে যায়। যেমন- থাকার বাসস্থান, ঘরের ব্যবহার্য আসবাবপত্র, আরোহণের জন্তু (মোটর সাইকেল বা সাইকেল কিংবা কার গাড়ি ইত্যাদি) কারিগরি যন্ত্রপাতি, পরিধানের কাপড়, সেবার চাকর-চাকরানী, শিক্ষা ও শিক্ষণের জন্য ইসলামী বই পুস্তক যা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। (গ) অনুরূপ ভাবে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধ করার পর (তার কাছে) নিসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেও ফকীর হিসাবে বিবেচিত হবে, যদিও তার কাছে একাধিক নিসাবের টাকা জমা থাকুক না কেন।

(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

মিসকীনের সংজ্ঞা

মিসকীন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার কাছে কিছুই নেই। এমন কি খাবার ও শরীর ঢেকে রাখার জন্য (মানুষের নিকট ভিক্ষা করা) তার জন্য হালাল। ফকীরের জন্য (অর্থাৎ যার নিকট কমপক্ষে একদিনের খাবার ও পরিধানের ব্যবস্থা আছে) বিনা প্রয়োজনে ও বিনা বাধ্যতায় ভিক্ষা করা হারাম।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৮৭-১৮৭ পৃষ্ঠা)

ইসলামী বোনেরা! জানা গেল, যে সমস্ত ভিক্ষুক উপার্জনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে ও বিনা বাধ্যতায় পেশা হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে, তারা গুনাহগার হবে। আর তাদের অবস্থা জেনে তাদেরকে দান খায়রাত করা জায়েয নেই।

বিভিন্ন ধরণের ফিদিয়া ও কাফ্ফারা

ইসলামী বোনেরা! স্মরণে রাখবেন! নামায ও রোযা ব্যতীত মৃতের পক্ষ থেকে অনেক ধরণের ফিদিয়া ও কাফ্ফারা হতে পারে যেমন- (১) যাকাত, (২) ফিতরা, (পুরুষের উপর ছোট বাচ্চা ইত্যাদির ফিতরা ও যখন আদায় না করে থাকে), (৩) কুরবানী সমূহ, (৪) কসমের কাফ্ফারা, (৫) তিলাওয়াতে সিজদার যত ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও জীবনে যদি আদায় না করে থাকে। (৬) যত নফল নষ্ট হয়েছে এবং সেগুলোর কাযা করেনি। (৭) যে সকল মান্নত করেছে আর আদায় না করে থাকে। (৮) যমীনের ওশর বা কর আদায় করা হয়নি। (৯) ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব আদায় করেনি। (১০) হজ্ব ও ওমরার ইহরামের কাফ্ফারা যেমন- দম বা সদকা যদি ওয়াজিব হয়েছিল আর আদায় না করে থাকে। এগুলো ছাড়াও অসংখ্য ফিদিয়া এবং কাফ্ফারা হতে পারে।

এ সব ফিদিয়া আদায়ের বিভিন্ন ধরণ

রোযা, তিলাওয়াতে সিজদা, ভেঙ্গে ফেলা নফলের কাযা ইত্যাদির ফিদিয়ার মধ্যে প্রত্যেকটির বদলায় একটি করে সদকায়ে ফিতরের টাকা আদায় করুন। আর যাকাত, ফিতরা, কুরবানি সমূহ, ওশর ও খাজনা ইত্যাদির মধ্যে যত টাকা মরহুম বা মরহুমার হকের মধ্যে বের হয়, তাও আদায় করুন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৪৪০-৪৪১ পৃষ্ঠা)

(বিস্তারিত জানার জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত, ১০ম খন্ডের ৫২৩ থেকে ৫৪৯ পৃষ্ঠায় রিসালা **"তাফাসিরুল আহকামি লিফিদিয়া তিস সালাতি ওয়াস সিয়ামি"** অনুরূপ প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর লিখিত গ্রন্থ **"জা'আল হক"** থেকে **"ইসকাত কা বয়ান"** পাঠ করুন।)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

নফল নামাযের বর্ণনা

দরূদ শরীফের ফযীলত

খাতামুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফীয়ুল মুজনিবীন, আনীসুল গারিবীন, সিরাজুস সালেকীন, মাহবুবে রাব্বিল আলামিন, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন বৃহস্পতিবার দিন আসে, **আল্লাহ্ তাআলা** ফিরিশতাদেরকে প্রেরণ করেন, যাদের কাছে রূপার কাগজ এবং স্বর্ণের কলম থাকে, তারা লিখে কোন ব্যক্তি বৃহস্পিবার দিনে এবং শুক্রবার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পড়তে থাকে।" (কানযুল উম্মাল, খন্ড ১ম, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় (বান্দা) হওয়ার উপায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হুজুরে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন; যে আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আর আমার বান্দা যে বিষয়গুলোর মাধ্যমে আমার নৈকট্য কামনা করে তন্মধ্যে আমার কাছে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় হল ফরয কাজগুলো অতঃপর নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি তাকে আমার বন্ধু হিসেবে কবুল করে নিই।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

যদি সে আমার কাছে কিছু চাই তাহলে অবশ্যই তাকে প্রদান করব। যদি আশ্রয় চাই তবে অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করব।

(বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৫০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সালাতুল লাইল

রাতে ইশার নামাযের পর যে নফল নামায পড়া হয় তাকে সালাতুল লাইল বলে। রাতের নফল (নামায) দিনের নফল (নামাযের) চেয়ে উত্তম। সহীহ মুসলিম শরীফের মধ্যে রয়েছে; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হল রাতের (নফল) নামায।" (সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬৩)

তাহাজ্জুদ ও রাত্রিকালীন নামায পড়ার ফযীলত

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনুল করীমের ২১তম পারার সুরাতুল সিজদায় ১৬ ও ১৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۫ وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۱۶﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِیَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْیُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদের উভয় পার্শ্ব তাদের বিছানা হতে পৃথক থাকে, স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করে ভয় ও আশা নিয়ে এবং আমার দানকৃত রিযিক হতে দান করে। কোন ব্যক্তিই জানে না চক্ষুর শীতলতা তাদের জন্য গোপন রেখেছি তাদের কৃত আমল সমূহে।

www.dawateislami.net

সালাতুল লাইলের একটি প্রকার হচ্ছে তাহাজ্জুদ। ইশার নামাযের পর রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যে নফল নামায আদায় করা হয় (সেটাই তাহাজ্জুদ)। শোয়ার পূর্বে যে নামায আদায় করা নফল হয় তা তাহাজ্জুদ হিসেবে গণ্য হবেনা। তাহাজ্জুদ নূন্যতম হচ্ছে দুই রাকাত এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে আট রাকাত প্রমাণিত আছে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা) এতে ক্বিরাত পড়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে, যেটা ইচ্ছা সেটা পড়বে। উত্তম হল, কুরআনুল করীমের যতটুকু মুখস্থ আছে ততটুকু পড়ে নিন, নতুবা এটাও হতে পারে যে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার করে সুরা ইখলাস পাঠ করে নিন। এভাবে প্রতি রাকাতে কুরআনুল করীম শেষ করার সাওয়াব অর্জন করবে। এটা উত্তম অন্যথায় সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা তিলাওয়াত করা যাবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারীর জন্য জান্নাতের আলীশান বালাখানা

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতজা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "জান্নাতে এমন একটি বালা খানা রয়েছে যার বাহিরের দৃশ্য ভিতর থেকে এবং ভিতরের দৃশ্য বাহির থেকে অবলোকন করা যায়।" একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কার জন্য? **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যে নম্র ভাষায় কথোপকথন করে, অপরকে খাবার পরিবেশন করে, বিরতিহীনভাবে রোযা রাখে, রাতে জাগ্রত হয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** (সন্তুষ্টির) জন্য নামায আদায় করে যখন মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৩৫। শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৯২)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

প্রখ্যাত মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه "মিরআতুল মানাজীহ" ২য় খন্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত হাদীসের "বিরতিহীনভাবে রোযা রাখে" এর ব্যাখ্যায় বলেন: সর্বদা বিরতিহীনভাবে রোযা রাখে তবে ঐ পাঁচ দিন ব্যতীত যে দিনগুলোতে রোযা রাখা হারাম। অর্থাৎ শাওয়াল মাসের ১ম তারিখ, জিলহজ্জের ১০ম থেকে ১৩তম তারিখ। এ হাদীসটি ঐ ব্যক্তির জন্য দলীল হিসেবে সাব্যস্ত যারা সর্বদা রোযা রাখে। কেউ কেউ বলেছেন, তার অর্থ হল প্রত্যেক মাসে ধারাবাহিক তিনটি রোযা রাখা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেক্কারদের ৮টি ঘটনা

(১) সারা রাত নামায পড়তে থাকত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল আযিয ইবনে রাওয়াদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ রাতে ঘুমানোর জন্য আপন বিছানায় আসতেন এবং তাতে হাত বুলিয়ে বলতেন: "তুমি নরম, কিন্তু **আল্লাহ্**র শপথ! জান্নাতে তোমার চেয়েও অধিক নরম বিছানা পাওয়া যাবে" অতঃপর সারা রাত নামায আদায় করতেন। (ইহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বিল ইয়াকীন ইয়সে মুসলমান হ্যাঁ বে হদ নাদান
জু কেহ রঙ্গীনী দুনিয়া সে মরা করতি হে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

(২) মৌমাছির সুমিষ্ট আওয়াজ

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মানুষ ঘুমিয়ে পড়ার পর উঠে ইবাদত করতেন। তখন তাঁর থেকে সকাল পর্যন্ত মৌমাছির সুমিষ্ট আওয়াজ শুনা যেত। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মুহাব্বত মে আপনে গুমা ইয়া ইলাহী
না পাও মাই আপনা পাতা ইয়া ইলাহী।

(৩) আমি জান্নাত কিভাবে চাইব?

হযরত সায়্যিদুনা ছিলাহ বিন আশয়াম رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ সারা রাত নামায পড়তেন। যখন সেহেরীর সময় হত তখন **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আরয করতেন: **ইলাহী!** আমার মত ব্যক্তি জান্নাত চাইতে পারে না কিন্তু তুমি নিজ দয়ায় আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। (ইহ্ইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ৪২৭ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

তেরে খওফ ছে তেরে ডর ছে হামিশা
মাই তর তর রহো কাঁপতা ইয়া ইলাহী।

(৪) তোমার পিতা অজ্ঞাত আযাবকে ভয় করে!

হযরত সায়্যিদুনা রবী বিন হুছাইম رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ এর মেয়ে তাকে رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ আরয করলেন: আব্বাজান! কারণ কী? মানুষ ঘুমিয়ে যায় কিন্তু আপনি ঘুমান না। তখন তিনি বললেন: তোমার পিতা ঐ অজ্ঞাত আযাবকে ভয় করে, যা হঠাৎ রাতে চলে আসে।

(শুয়াবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৫৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৮৪)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গর তু নারাজ হওয়া মেরে হালাকত হুগী
হায়! ম্যায় নারে জাহান্নাম মে জলুগা ইয়া রব!

(৫) ইবাদতের জন্য জাগ্রত হওয়ার বিস্ময়কর পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা সাফওয়ান বিন সুলাইম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর টাখনু নামাযে বেশীক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকার কারণে স্ফীত হয়ে (শুকিয়ে) গিয়েছিল। তিনি এত বেশী ইবাদত করতেন যে, যদি তাকে বলা হত কাল কিয়ামত তারপরও নিজের ইবাদতের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করতে পারতেন না (অর্থাৎ- তাঁর কাছে ইবাদত বৃদ্ধি করার জন্য সময়ও অবশিষ্ট ছিলনা)। যখন শীতকাল আসত তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ঘরের ছাদে ঘুমাতেন যাতে তীব্র ঠান্ডা তাঁকে জাগিয়ে রাখে। যখন গ্রীষ্মকাল আসত তখন কক্ষের ভিতর বিশ্রাম নিতেন যাতে তীব্র গরম ও কষ্টের কারণে ঘুমাতে না পারেন (কেননা তখন **A.C** কোথায় ঐ দিনগুলোতে বিদ্যুতের পাখাও ছিলনা)। সিজদা অবস্থায় তাঁর ইন্তিকাল হয়। তিনি দোয়া করতেন: **হে আল্লাহ্!** আমি তোমার সাক্ষাতকে পছন্দ করি তুমিও আমার সাক্ষাতকে পছন্দ কর। (ইত্তিহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন শরহে ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১৩তম খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আফু কর আওর সদা কেলিয়ে রাজি হু জা
গর করম করদে তু জান্নাত মে রহুগা ইয়া রব।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

(৬) কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলা

হযরত সায়্যিদুনা হাওয়াছ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমরা ইবাদতগুজার মহিলা রাহেলার নিকট গেলাম। সে অধিক হারে রোযা রাখত। এমনভাবে কাঁদত যে, তার চোখের জ্যোতি চলে যায়। এত বেশী নামায পড়ত যে, দাঁড়াতে পারত না তাই বসেই নামায আদায় করত। আমরা তাকে সালাম করলাম। অতঃপর মহান **আল্লাহ্ তাআলা**র ক্ষমা ও অনুগ্রহের আলোচনা করছিলাম যাতে তার অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যায়। সে এ কথা শুনে একটি চিৎকার দিল এবং বলল: "আমার নফসের অবস্থা আমার জানা আছে; অর্থাৎ- সে আমার অন্তরকে আঘাতপ্রাপ্ত করে দিয়েছে এবং হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। **আল্লাহ্**র কসম! হায়! আমার ইচ্ছা হল, তো যদি **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে সৃষ্টিও না করতেন এবং আমি কোন আলোচনার যোগ্য বস্তুও না হতাম। এটা বলে পুনরায় নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। (ইহ্ইয়াউল উলূম, ৫ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আহ সলবে ঈমান কা খউফ খায়ে জাতা হে,
কাশ মেরে মা নে হি মুজকো না জনা হুতা।

(৭) মৃত্যুর স্মরণে ক্ষুধার্ত থাকা মহিলা

হযরত সায়্যিদাতুনা মুয়াযাহ আদবিয়াহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا প্রতিদিন সকাল বেলা বলত: (হয়তো) এটা ঐ দিন যে দিন আমার মৃত্যু নির্ধারিত। অতঃপর সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু আহার করত না। অতঃপর যখন রাত আগমন করত তখন বলত (সম্ভবত) এটা ঐ রাত যে রাতে আমার মৃত্যু লিখিত, অতঃপর সকাল পর্যন্ত নামায আদায় করত। (প্রাগুক্ত, ১৫১ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

মেরা দিল কাঁপ উঠটা হে কলিজা মুহ কো আতা হে,
করম ইয়া রব আন্দিরা কবর কা জব ইয়াদ আতা হে।

(৮) আহাজারীকারী পরিবার

হযরত সায়্যিদুনা কাসেম বিন রাশেদ শাইবানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা জামআ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুহাস্সাবে অবস্থান করছিলেন। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সাথে তাঁর স্ত্রী সন্তানও ছিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নামায আদায় করলের। যখন সেহেরীর সময় হল তখন উচ্চ স্বরে আহ্বান করতে লাগলেন, হে রাতে অবস্থানকারী কাফেলার মুসাফিরগণ! সারা রাত কি ঘুমিয়ে থাকবে? উঠে কি সফর শুরু করবে না? তখন সে লোকেরা দ্রুত উঠে গেল এবং একদিক থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসল। অপরদিক থেকে দোয়া করার আওয়াজ এবং অপরদিক থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। আবার কেউ অযু করতেছে। অতঃপর যখন ভোর হল তখন তিনি উচ্চ স্বরে বললেন, লোকেরা সকাল বেলা গমন করাকে ভাল মনে করে। (কিতাবুত তাহাজ্জুদ ওয়া কিয়ামুল লাইল মাআ মাওছুআ ইমাম ইবনে আবিদ দুনইয়া, ১ম খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা, নং ৭২) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেরে গাউছ কা ওসীলা রহে শাদ সব কবিলা
উনহি খুলদ মে বছানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ইশরাকের নামায

মুস্তফা জানে রহমত ﷺ এর দুটি বাণী: (১) "যে (ব্যক্তি) ফযরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করে, সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত **আল্লাহ্**র যিকিরে রত থাকে। অতঃপর দুই রাকাত নামায আদায় করে তবে সে পূর্ণ হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব পাবে।" (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৮৬) (২) "যে ব্যক্তি ফজর নামায থেকে অবসর গ্রহণ করার পর আপন নামাযের স্থানে বসে থাকবে পরিশেষে ইশরাকের নফল আদায় করে, শুধুমাত্র ভাল কথা বলে তবে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে যদিও (গুনাহ) সমুদ্রের ফেনার চেয়েও বেশী হয়।"

(সুনানে আবি দাউদ, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩১৭)

হাদীস শরীফের এই অংশ "আপন নামাযের স্থানে বসে থাকবে" এর ব্যাখ্যায় হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: অর্থাৎ মসজিদ বা ঘরে এমতাবস্থায় থাকবে যে, যিকির বা আখিরাতের জন্য চিন্তা ভাবনা করা অথবা দ্বীনি জ্ঞান চর্চায় অথবা বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফে রত থাকবে। এভাবে ভাল কথা বলবে, এ সম্পর্কে বলেন: অর্থাৎ ফজর ও ইশরাকের মধ্যখানে কল্যাণমূলক কথা বার্তা ছাড়া অন্য কোন কথোপকথন করবে না। কেননা এটা ঐ কথা যার উপর সাওয়াব অর্জিত হয়। (মিরকাত, ৩য় খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীসের টীকা নং- ১৩১৭)

ইশরাক নামাযের সময়

সূর্য উদিত হওয়ার কমপক্ষে ২০/২৫ মিনিট পর থেকে দ্বীপ্রহর পর্যন্ত ইশরাক নামাযের সময় থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

চাশত নামাযের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নামায নিয়মিত ভাবে আদায় করে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় যদিও সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৮২)

চাশতের নামাযের সময়

এর সময়, সূর্য উপরে উঠার পর থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। তবে উত্তম হল দিনের এক চতুর্থাংশে আদায় করে নেওয়া। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা) ইশরাকের নামাযের পরও ইচ্ছা করলে চাশতের নামায আদায় করা যায়।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সালাতুত তাসবীহ

এ নামাযের অফুরন্ত সাওয়াব রয়েছে। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন চাচা হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে ইরশাদ করলেন: হে আমার চাচা! যদি সামর্থ রাখেন তাহলে প্রতিদিন একবার করে সালাতুত তাসবীহের নামায আদায় করুন। যদি প্রতিদিন না পারেন, তাহলে প্রত্যেক জুমার দিনে একবার, আর এটাও না হলে প্রতি মাসে একবার আদায় করুন। তাও না হলে বৎসরে একবার আদায় করুন এবং তাও না হলে জীবনে একবার আদায় করে নিন।

(সুনানে আবি দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২৯৭)

সালাতুত তাসবীহর (আদায়ের) পদ্ধতি

এ নামাযের পদ্ধতি হল: তাকবীরা তাহরীমার পর ছানা পাঠ করে ১৫ বার নিম্নোক্ত তাসবীহ পাঠ করুন:

سُبْحٰنَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

অতঃপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ও اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ সহকারে সূরায়ে ফাতিহার সাথে কোন একটি সূরা পাঠ করে রুকুর পূর্বে দশবার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবেন। এরপর রুকু করবেন। রুকুতে سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْم তিনবার পাঠ করে আবার উক্ত তাসবীহটি ১০ বার পাঠ করুন অতঃপর রুকু থেকে মাথা তুলে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه ও اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد পাঠ করে আবার দাঁড়িয়ে ১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করে সিজদায় যাবেন। সিজদায় তিনবার سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পাঠ করে আবার উক্ত তাসবীহ ১০ বার পাঠ করবেন। অতঃপর সিজদা থেকে মাথা তুলুন উভয় সিজদার মাঝখানে বসে ১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করুন, তারপর দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى তিনবার পাঠ করে এরপর উক্ত তাসবীহ আবার ১০ বার পাঠ করুন এইভাবে ৪ রাকাত আদায় করবে এবং স্মরণ রাখবেন, দাঁড়ানো অবস্থায় সূরা ফাতিহার পূর্বে ১৫ বার এবং অবশিষ্ট সকল স্থানে উক্ত তাসবীহ ১০ বার করে পাঠ করবেন। তাহলে প্রতি রাকাতে ৭৫ বার তাসবীহ আদায় হবে এবং চার রাকাতে ৩০০ বার আদায় হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা) তাসবীহ আঙ্গুলে গননা করবেন না বরং সম্ভব হলে মনে মনে গননা করুন, অন্যথায় আঙ্গুল সমূহ চাপ দিয়ে করুন। (প্রাগুক্ত, ৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইস্তেখারা

হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আবদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত: **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল বিষয়ে ইস্তেখারার শিক্ষা দিতেন যেভাবে কুরআনুল করীমের সূরা শিক্ষা দিতেন।

www.dawateislami.net

তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন কেউ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইচ্ছা করবে তবে দুই রাকাত নফল (নামায) আদায় করে নিম্নোক্ত দোয়া বলবে:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْقَالَ عَاجِلَ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِیْ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْقَالَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِیْ بِهٖ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! তোমার ইলমের সাথে তোমার থেকে কল্যাণ কামনা করছি, তোমার কুদরতের মাধ্যমে সামর্থ্য চাচ্ছি তোমার থেকে তোমার মহা অনুগ্রহ কামনা করছি, কেননা তুমি সামর্থ্য রাখ আর আমি সামর্থ রাখি না। তুমি সবকিছুই জান, আর আমি জানি না এবং তুমি প্রত্যেক গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত। **হে আল্লাহ্!** যদি তোমার ইলমে এই বিষয় (আমি যে বিষয়ের ইচ্ছাপোষন করেছি তা) যদি আমার দ্বীনে, ঈমানে, আমার জীবনে, আমার মরণে, ইহকাল ও পরকালে আমার জন্য যদি কল্যাণকর হয়, তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দাও এবং আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও। **হে আল্লাহ্!** যদি তোমার ইলমে এই কাজ আমার দ্বীনে ও ঈমানে, আমার জীবন ও মরণে এবং আমার ইহকাল ও পরকালে আমার জন্য মন্দ হয়, তবে সেটাকে আমার থেকে এবং আমাকে সেটা থেকে ফিরিয়ে দাও এবং

www.dawateislami.net

যেটি আমার জন্য উত্তম হয় তা নির্ধারণ করে দাও। অতঃপর তার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫৬৯ পৃষ্ঠা)

اَوْقَالَ عَاجِلِ اَمْرِیْ তে اَوْ রাবীর মতে সন্দেহ রয়েছে। ফোকাহায়ে কেরামগণ বলেন: মিলিত করে এভাবে পড়ুন وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ وَعَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ।

(গুনিয়া, ৪৩১ পৃষ্ঠা)

মাসআলা: হজ্ব, জিহাদ ও অন্যান্য সৎ কাজে মুল কাজটির ব্যাপারে ইস্তেখারা হতে পারে না। হ্যাঁ! তবে সময় নির্ধারণের জন্য করা যায়। (প্রাগুক্ত)

ইস্তেখারার নামাযে কোন সূরা পড়বে?

মুস্তাহাব হল এটা যে, উক্ত দোয়ার পূর্বাপর সূরা ফাতিহা ও দরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং ১ম রাকাতে সূরা কাফিরুন। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করবে, কোন কোন মাশায়েখ গণ বলেন: ১ম রাকাতে

وَ رَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وَ یَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ تَعٰلٰى عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۶۸﴾ وَ رَبُّكَ یَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَ مَا یُعْلِنُوْنَ ﴿۶۹﴾

পড়ুন। (পারা: ২০, সূরা: আল কাছাছ, আয়াত: ৬৮-৬৯) দ্বিতীয় রাকাতে

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ یَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَ مَنْ یَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِیْنًا ﴿۳۶﴾

(পারা: ২২, সূরা: আল-আহযাব, আয়াত: ৩৬) পাঠ করবে। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫৭০ পৃষ্ঠা) উত্তম হল: সাতবার ইস্তেখারা করা। একটি হাদীসে রয়েছে: "হে আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ! যখন তুমি কোন কাজ করতে ইচ্ছাপোষণ করবে তখন তোমার প্রতিপালকের কাছে সে বিষয়ে সাতবার ইস্তেখারা কর অতঃপর দেখ! তোমার অন্তর কি বলে নিঃসন্দেহে তাতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

(প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

কোন কোন মাশায়েখে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی থেকে বর্ণিত আছে যে; উল্লেখিত দোয়াটি পাঠ করে পবিত্রতাবস্থায় কিবলামুখী হয়ে শুয়ে যাওয়া, যদি স্বপ্নে সাদা অথবা সবুজ দেখে, তাহলে সে কাজটি মঙ্গলজনক। আর যদি কালো অথবা লাল দেখে তবে তা অমঙ্গজনক। সেটা থেকে বিরত থাকবে। (প্রাগুক্ত) ইস্তেখারার সময় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পরিপূর্ণ এক দিকে স্থির না হয়।

(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সালাতুল আওয়াবীনের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) মাগরিবের পর ছয় রাকাত এভাবে আদায় করবে, তার মধ্যখানে কোন মন্দ কথা বলবে না, তাহলে এ ছয় রাকাত ১২ বছরের ইবাদতের সমতুল্য হবে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১৬৭)

আওয়াবীনের নামাযের পদ্ধতি

মাগরিবের তিন রাকাত ফরয আদায়ের পর ছয় রাকাত এক নিয়্যতে আদায় করুন। প্রত্যেক দু'রাকাত পর বসা এবং তাতে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদে ইব্রাহিমী ও দোয়া পড়ুন। ১ম, ৩য় ও ৫ম রাকাতের শুরুতে ছানা, তাউয ও তাসমীয়াহ পাঠ করবে। ৬ষ্ঠ রাকাতে বসার পরে সালাম ফিরান। ১ম দু'রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং অবশিষ্ট চার রাকাত নফল। এটা হল আওয়াবীনের (তাওবাকারীদের) নামায। (আল ওয়াযীফাতুল করীমা, ২৪ পৃষ্ঠা) ইচ্ছা করলে দুই রাকাত করে আদায় করা যায়। বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ডের, ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মাগরিবের পর ছয় রাকাত (নফল নামায) মুস্তাহাব। তাকে সালাতুল আওয়াবীন বলে।

www.dawateislami.net

ইচ্ছা করলে এক সালামে সব (৬ রাকাত) পড়ুন অথবা দুই বা তিন সালামে (পড়ুন) তবে তিন সালামে অর্থাৎ প্রত্যেক দুই রাকাত পর সালাম ফিরানো উত্তম। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাহিয়্যাতুল অযু

অযু করার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুষ্ক হওয়ার পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায় করা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন আমের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি অযু করে এবং ভালভাবে অযু করে জাহের ও বাতেনের সাথে মনোযোগী হয়ে দুই রাকাত (নফল নামায) আদায় করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" (সহীহ মুসলিম, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৪) গোসলের পরেও দুই রাকাত নামায মুস্তাহাব। অযু করার পর ফরয ইত্যাদি পড়লে তাহিয়্যাতুল অযুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠা) মাকরূহ সময়ের মধ্যে তাহিয়্যাতুল অযু ও গোসলের পরের দুই রাকাত নামায আদায় যাবেনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সালাতুল আছরার

দোয়া কবুল ও হাজত পূরণ হওয়ার জন্য একটি পরীক্ষিত নামায হল সালাতুল আছরার। যাকে ইমাম আবুল হাসান নুর উদ্দীন আলী বিন জরীর লখমী শতনুফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাহজাতুল আছরার এর মধ্যে এবং হযরত মোল্লা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী হুযুর গাউছে আজম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণনা করে লিপিবদ্ধ করেন:

www.dawateislami.net

তার পদ্ধতি হল: মাগরিবের নামায আদায় করার পর সুন্নাত পড়ে, দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবে এবং উত্তম হল; সূরা ফাতিহার পরে প্রতি রাকাতে **১১** বার করে সূরা ইখলাস পড়ে সালাম ফিরানোর পর **আল্লাহ্**র হামদ ও ছানা করবে (যেমন- হামদ ও ছানার নিয়তে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে) অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর **১১** বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং **১১** বার এরূপ বলবে:

يَارَسُوْلَ اللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ اَغِثْنِيْ وَامْدُدْنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ

অনুবাদ: হে **আল্লাহ্**র **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! হে **আল্লাহ্**র নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার প্রার্থনা শুনুন। আমার হাজত পূরণ হওয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। হে সকল প্রয়োজন পূর্ণকারী। অতঃপর ইরাকের দিকে **১১** কদম হাঁটবে এবং প্রতিটি কদমে এরূপ বলবে:

يَا غَوْثَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَرِيْمَ الطَّرَفَيْنِ اَغِثْنِيْ
وَامْدُدْنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ

অনুবাদ: হে জ্বিন ও ইনসানের সাহায্যকারী! হে উভয়দিক (মা-বাবার দুই দিক) দিয়ে সম্মাণীত! আমার প্রার্থনা শুনুন এবং আমার হাজত পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন, হে হাজত পূর্ণকারী।

অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উসীলা বানিয়ে নিজের হাজতের জন্য দোয়া করবেন। (আরবী দোয়ার সাথে অনুবাদ পড়া জরুরী নয়) (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা। বাহজাতুল আছরার, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

হুসনে নিয়্যত হো খতা তো কবী করতা নেহী,
আজমায়াহে ইয়াগানা হে দুগুনা তেরা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

সালাতুল হাজত

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, যখন **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামনে আসত তখন নামায আদায় করতেন। (সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩১৯) এজন্য দুই অথবা চার রাকাত পড়ুন। হাদীসে পাকে আছে, ১ম রাকাতে সূরা ফাতিহা ও তিনবার আয়াতুল কুরসী পড়ুন আর অবশিষ্ট তিন রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ফালাক, সূরা ইখলাস ও সূরা নাস একবার করে পড়ুন। তাহলে তা এমন হবে যেমন শবে কদরে চার রাকাত পড়লেন। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা) মাশায়েখে কেরামগণ رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی বলেন: আমরা এ নামায পড়েছি এবং আমাদের হাজত পূরণ হয়েছে। (প্রাগুক্ত) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আওফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুরে আকদাস** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ্ তাআলার** নিকট অথবা কোন মানুষের নিকট যদি কারো কোন হাজত থাকে, তাহলে ভালভাবে অযু করার পর দুই রাকাত নামায পড়ে **আল্লাহ্‌র** ছানা (প্রশংসা) ও **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে অতঃপর এই দোয়া পাঠ করবে:"

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ
وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ
اِثْمٍ لَّاتَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا
حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

(সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা, হাদীস-৪৭৮)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

অনুবাদ: আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যিনি দয়াবান ও সহনশীল, অতিশয় পবিত্র যিনি আরশে আজিমের মালিক। সকল প্রশংসা ঐ **আল্লাহ্**র জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, আমি তোমার রহমতের উপায় প্রার্থনা করছি। তোমার কাছে মাগফিরাতের অবলম্বন কামনা করছি। প্রত্যেক সৎকাজের জন্য গণীমত ও প্রত্যেক গুনাহ থেকে মুক্তি চাচ্ছি। আমার জন্য কোন গুনাহ ক্ষমা ব্যতিত ছেড়ে দিও না। সকল প্রকার দুঃখ চিন্তা দূর করে দাও এবং যে হাজত তোমার মর্জি মোতাবেক সেটা পূর্ণ করে দাও। হে সকল দয়াবানদের চেয়ে বেশি দয়াবান।

অন্ধব্যক্তি চোখের জ্যোতি ফিরে পেল

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, একজন অন্ধ সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে দোয়া করুন যাতে আমাকে মুক্তি দেয়। ইরশাদ করলেন: তুমি যদি চাও দোয়া করব এবং তুমি যদি চাও ধৈর্যধারণ কর আর এটাই তোমার জন্য উত্তম। তিনি আরয করলেন: **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দোয়া করুন। তাকে নির্দেশ দিলেন ভালভাবে অযু কর অতঃপর দুই রাকাত নামায আদায় করে এই দোয়া পাঠ কর:

اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُكَ وَاَتَوَسَّلُ وَاَتَوَجَّہُ اِلَیۡكَ بِنَبِیِّكَ
مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحۡمَۃِ یَارَسُوۡلَ اللّٰہِ[১] اِنِّیۡ تَوَجَّھۡتُ بِكَ
اِلٰی رَبِّیۡ فِیۡ حَاجَتِیۡ ھٰذِہٖ لِتُقۡضٰی لِیۡ اَللّٰھُمَّ فَشَفِّعۡہُ فِیَّ

[১] হাদীস পাক মতে یَامُحَمَّد রয়েছে: কিন্তু আমার আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ শিক্ষা দিয়েছেন: یَامُحَمَّد এর স্থলে یَارَسُوۡلَ اللّٰہ বলা।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাচ্ছি ও সাহায্য চাচ্ছি আর তোমার দিকে মনোযোগী হচ্ছি, **তোমার নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে যিনি দয়ালু **নবী**। **হে আল্লাহ্র রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার মাধ্যমে আপন প্রতিপালকের দিকে ঐ হাজত সম্পর্কে মনোযোগী হচ্ছি যাতে আমার হাজত পূর্ণ হয়। **হে আমার মালিক! তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত আমার ব্যাপারে কবুল কর।

সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **আল্লাহ্র** কসম! আমরা বসা থেকে এখনো দন্ডায়মান হইনি। কথোপকথনে রত ছিলাম। এমতাবস্থায় সে (অন্ধ ব্যক্তি) আমাদের নিকট আগমন করল মনে হচ্ছে যেন সে কখনো অন্ধ ছিল না। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৮৫। সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫৮৯। আল মু'জামুল কবীর, ৯ম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৩১১। বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা)

ইসলামী বোনেরা! শয়তান এ প্ররোচনা দেয় যে, **ইয়া আল্লাহ্** বলা উচিত। **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** বলা উচিত নয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আলোচ্য হাদীস শরীফ শয়তানের এই মারাত্মক কুমন্ত্রণাকে মূলোৎপাটন করে দিয়েছে, যদি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ বলা জায়েয না হত তাহলে স্বয়ং **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যক্তিকে এরূপ বলতে কেন শিক্ষা দিলেন? অতএব, খুশি মনে আন্দোলিত হয়ে **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** এর শ্লোগান দিতে থাকুন।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি নারা ছে হাম কো পেয়ার হে,
জিসনে ইয়ে নারা লাগায়া উসকা বেড়া পার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

সূর্য গ্রহণের নামায

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশয়ারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র যুগে একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছে। তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মসজিদে প্রবেশ করে দীর্ঘ রুকু ও সিজদার মাধ্যমে নামায আদায় করেন, আমি কখনো এরূপ করতে দেখিনি এবং ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ্ তাআলা** কারো জন্ম ও মৃত্যুর কারণে আপন এ নিদর্শন গুলো প্রকাশ করে না বরং তা দ্বারা আপন বান্দাদের কে ভয় দেখান। অতঃপর যখন এগুলো থেকে কিছু দেখবে তখন যিকির, দোয়া ও ইস্তিগফারের প্রতি শংঙ্কিত হয়ে উঠো।" (সহীহ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৫৯) সূর্য গ্রহণের নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আর চন্দ্রগ্রহণের নামায মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা)

গ্রহণের নামায আদায়ের পদ্ধতি

এ নামায অন্যান্য নফল নামাযের ন্যায় দুই রাকাত আদায় করবে অর্থাৎ- প্রত্যেক রাকাতে একটি ও দুইটি সিজদা করবে। এতে আযান হবে না, ইকামতও হবে না এবং উচ্চো আওয়াজে কিরাতও হবে না। নামাযের পর গ্রহণ শেষ হয়ে সূর্য প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত দোয়া করবে। আর দুই রাকাতের চেয়ে বেশীও পড়া যায়। চাইলে দুই রাকাতের পর সালাম ফিরাতে পারে অথবা চার রাকাতের পরেও পারা যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা) এমন সময়ে গ্রহণ লেগেছে যখন নামায পড়া নিষেধ তাহলে নামায পড়বে না বরং দোয়াতে মশগুল হয়ে যাবে। আর এমতাবস্থায় যদি (সূর্য) অস্ত যায় তাহলে দোয়া শেষ করে মাগরিবের নামায পড়ে নিবে।

(জাওহারাতুন নাইয়্যারাহ, ১২৪ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, খন্ড ৩য়, পৃষ্ঠা ৭৮)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

প্রবল ঘূর্ণি ঝড় আসলে অথবা দিনের বেলায় যদি ঘোর অন্ধকার নেমে আসে অথবা রাতের বেলা যদি ভয়ানক আলো প্রকাশ পায় কিংবা ধারাবাহিক ভাবে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়, অথবা বেশি পরিমাণে শিলাবৃষ্টি পড়ে বা আসমান লাল হয়ে গেলে বা বিজলী চমকালে অথবা অসংখ্য নক্ষত্র ছুটে বা খসে পড়লে অথবা প্লেগ মহামারি ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়লে বা ভূমিকম্প হলে বা শত্রুর ভয় থাকলে অথবা কোন ভীতিপ্রদ ঘটনা সংগঠিত হলে, এসব অবস্থায় দুই রাকাত নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাওবার নামায

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কোন বান্দা গুনাহ করে, অতঃপর অযু করে নামায পড়ে এরপর ইস্তিগফার করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর এই আয়াত তিলাওয়াত করবে:

وَ الَّذِیْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَ مَنْ یَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۫ وَ لَمْ یُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ یَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যারা অশ্লীল কাজ করে এবং নিজের উপর জুলুম করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করেছে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছে তাদের পাপ সমূহের। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে ক্ষমা করবে এবং জেনে শুনে তারা হঠকারীতা প্রদর্শন করেনা।

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৫)

(সুনানে তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ইশার নামাযের পর দুই (রাকাত) নফল নামাযের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যে (ব্যক্তি) ইশার নামাযের পর দুই রাকাত নফল পড়বে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে ১৫ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে। **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জান্নাতে দুইটি এমন মহল তৈরী করবেন যা জান্নাতবাসীরা প্রদর্শন করবেন। (তাফসীরে দুররে মানসুর, ৮ম খন্ড, ৬৮১ পৃষ্ঠা)

আসরের সুন্নাত প্রসঙ্গে হুযুর ﷺ এর দুইটি বাণী:

(১) "যে (ব্যক্তি) আসরের নামাযের পূর্বে চার রাকাত পড়বে **আল্লাহ্ তাআলা** তার শরীরকে আগুনের উপর হারাম করে দিবেন।"

(আল মুজামুল কবীর লিত তাবরানী, ২৩ খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬১১)

(২) "যে (ব্যক্তি) আসর নামাযের পূর্বে চার রাকাত (নামায) আদায় করবে আগুন তাকে স্পর্শ করবে না।"

(আল মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী, ২য় খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৮০)

জোহরের শেষে দুই রাকাত নফলের ব্যাপারে কি বলব!

জোহরের পর চার রাকাত পড়া মুস্তাহাব। হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার এবং পরে চার রাকাতের প্রতি যত্নবান হবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর আগুন হারাম করে দিবেন। (সুনানে নাসায়ী, ৩১০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮১৩) আল্লামা সায়্যিদ তাহতাবী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: শুরু থেকে আগুনে প্রবেশই করবে না এবং তার পাপ মোচন করে দেওয়া হবে এবং তার উপর যদি বান্দার হক থাকে **আল্লাহ্ তাআলা** উক্ত বান্দাগুলোকে সন্তুষ্ট করে দিবেন। অথবা এর মর্মার্থ হল: তাকে এমন কাজের সামর্থ দান করবে যার উপর কোন শাস্তি হয়না।

(হাশিয়ায়ে তাহতাবী, খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ২৮৪)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তার জন্য সুসংবাদ হল এটা, তার শেষ পরিণাম সৌভাগ্যের উপর হবে এবং সে জাহান্নাম যাবে না।

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫৪৭ পৃষ্ঠা)

ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ যেখানে জোহরের দশ রাকাত নামায আদায় করে। সেখানে শেষে অতিরিক্ত দুই রাকাত নফল আদায় করে বারভী শরীফের সাথে সম্পর্ক রেখে ১২ রাকাত আদায় করতে আর কতক্ষণ দেরী লাগবে! অটলতার সাথে দুই নফলের নিয়্যত করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ইস্তিন্‌জার পদ্ধতি (হানাফী)

দরূদ শরীফের ফযীলত

ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিয়ুল মুযনিবীন, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূহকে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে সজ্জিত করো; কেননা আমার উপর তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।" (আল জামিউস্ সগীর লিস সূয়ূতী, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শাস্তি হালকা হয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত রয়েছে: **মদীনার তাজেদার, রাসুলগণের সরদার, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দু'টি কবরের পাশ দিয়ে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। (তখন অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে) ইরশাদ করেন: "এ দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, আর তা কোন বড় কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছেনা (যা থেকে বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়) বরং তাদের মধ্যে একজন প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকত না, আর অন্যজন চুগলখোরী করতো।"

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

তারপর **রহমতে আলম, নূরে মুযাস্‌সাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেজুরের একটি তাজা ডাল আনালেন, আর সেটাকে ভেঙ্গে দু'ভাগ করলেন এবং কবর দু'টির উপর একেকটা অংশ পুঁতে দিলেন আর ইরশাদ করলেন: "যতদিন পর্যন্ত এ দু'টি শুষ্ক হবে না, ততদিন পর্যন্ত এই দু'জনের আযাব হালকা হবে।" (সুনানে নাসায়ী, ১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩১। সহীহ্ বুখারী, ১ম খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইস্তিন্‌জার পদ্ধতি

(১) ইস্তিন্‌জাখানায় জ্বীন ও শয়তানসমূহ থাকে, যদি যাওয়ার পূর্বে بِسْمِ الله পাঠ করা হয়, তবে এর বরকতে তারা সতর (গোপন অঙ্গ) দেখতে পায় না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: জ্বীনের চোখ এবং লোকদের সতরের মাঝে পর্দা হল যখন টয়লেটে যাবে, তখন بِسْمِ الله পাঠ করে নেওয়া। (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬০৬) অর্থাৎ যেভাবে দেওয়াল এবং পর্দা লোকদের দৃষ্টির জন্য আড়াল হয়ে দাঁড়ায়, সেভাবে এই **আল্লাহ্‌**র যিকির জ্বীনদের দৃষ্টির মধ্যে বাধাঁ হয়ে দাঁড়াবে, জ্বীনেরা তাকে দেখতে পাবে না। (মিরআতুল মানাজিহ্, ১ম খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা) (২) ইস্তিন্‌জাখানায় প্রবেশ করার পূর্বে بِسْمِ الله পড়ে নিন, বরং উত্তম হল, এই দোয়া পড়ে নেওয়া:

(শুরুতে ও শেষে দরূদ শরীফ পড়ে নিন)

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ

অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলার নামে আরম্ভ। হে **আল্লাহ!** আমি অপবিত্র (পুরুষ ও নারী) জ্বীনগুলো থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।

(কিতাবুদ্ দোয়া লিত্ তাবারানী, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫৭)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(৩) তারপর প্রথমে বাম পা টয়লেটের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। (৪) মাথা ঢেকে ইস্তিন্‌জা করবেন। (৫) খালি মাথায় ইস্তিন্‌জাখানায় প্রবেশ করা নিষেধ। (৬) যখন প্রস্রাব বা পায়খানা করার জন্য বসবেন তখন মুখ এবং পিঠ উভয়ের কোনটি যেন ক্বিবলার দিকে না হয়, যদি ভুলবশত ক্বিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ করে ইস্তিন্‌জার জন্য বসে যান, তবে স্মরণ আসা মাত্রই তাড়াতাড়ি ক্বিবলার দিক থেকে এভাবে ফিরে যাবেন যে, কমপক্ষে ৪৫° ডিগ্রী থেকে বের হয়ে যায়। এতে আশা করা যায় যে, তাড়াতাড়ি এর জন্য ক্ষমা করে দেয়া হবে। (৭) অধিকাংশ ইসলামী বোন বাচ্চাকে প্রস্রাব বা পায়খানার জন্য যখন বসান তখন ক্বিবলার "দিক" এর প্রতি খেয়াল রাখে না, এজন্য তাদের উচিত বাচ্চাকে এভাবে বসানো যাতে তার মুখ বা পিঠ ক্বিবলার দিকে না হয়। যদি কেউ এরকম করে তবে সে গুনাহ্‌গার হবে। (৮) যতক্ষণ পর্যন্ত পায়খানা করার জন্য বসার নিকটস্থ হবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত কাপড় শরীর থেকে সরাবেন না এবং শরীরও প্রয়োজন থেকে বেশী খুলবেন না। (৯) তারপর উভয় পা প্রশস্থ করে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসবেন, এভাবে বড় আঁতের মুখ খুলে যায় এবং মলমূত্র সহজে বের হয়। (১০) কোন ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন না। কেননা এটা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবার কারণ। (১১) ঐ সময় হাঁচি, (১২) সালাম (১৩) আযানের উত্তর মুখে দিবেন না। (১৪) যদি নিজের হাঁচি আসে তবে মুখে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ না বলে অন্তরে বলুন। (১৫) কথাবার্তা বলবেন না। (১৬) নিজের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবেন না। (১৭) ঐ নাপাক (বস্তু) যা শরীর থেকে বের হচ্ছে, তা দেখবেন না। (১৮) বিনা প্রয়োজনে বেশীক্ষণ টয়লেটে বসে থাকবেন না, কেননা এর ফলে অশ্বরোগ হওয়ার আশংকা থাকে। (১৯-২৫) প্রস্রাবে থুথু ফেলবেন না, নাকও পরিষ্কার করবেন না, অপ্রয়োজনে গলার আওয়াজ দিবেন না, বারংবার এদিক সেদিক দেখবেন না,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

বিনা প্রয়োজনে শরীর (লজ্জাস্থান) স্পর্শ করবেন না, আকাশের দিকে দেখবেন না, বরং লজ্জা সহকারে মাথা ঝুকিয়ে রাখবেন। (২৬) টয়লেট করার পর প্রথমে প্রস্রাবের জায়গা ধৌত করবেন তারপর পায়খানার স্থান। (২৭) মহিলাদের জন্য পানির মাধ্যমে ইস্তিন্‌জা করার মুস্তাহাব পদ্ধতি হল, একটু প্রশস্থ হয়ে বসবেন এবং ডান হাতে আস্তে আস্তে পানি ঢালবেন আর বাম হাতের তালু দিয়ে নাপাকীর স্থান ধৌত করবেন। বদনা উপরে রাখবেন, যাতে ছিটা না পড়ে। ডান হাত দিয়ে ইস্তিন্‌জা করা মাকরুহ। ধৌত করার সময় নিঃশ্বাসের জোরে নিচের ভাগ চেপে রাখবেন, যাতে নাপাকীর জায়গা ভালভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ চর্বির মত আদ্রতার প্রভাব অবশিষ্ট না থাকে। মহিলা যদি রোযাদার হয়, তবে অতিরিক্ত জোর দিবেন না। (২৮) পবিত্রতা লাভের পর হাতও পবিত্র হয়ে গেছে; কিন্তু পরে কোন সাবান ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে নিন। (বাহারে শরীয়াত, ২য় অংশ, ১৩১-১৩২ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৬১৫ পৃষ্ঠা) (২৯) যখন ইস্তিন্‌জাখানা থেকে বের হবেন তখন প্রথমে ডান পা বের করবেন এবং বের হওয়ার পর (আগে পরে দরূদ শরীফ সহকারে) এই দোয়া পড়বেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَ عَافَانِیْ

অনুবাদঃ আল্লাহ তাআলার জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমার নিকট থেকে কষ্ট দূরীভূত করেছেন এবং নিরাপত্তা দান করেছেন।

(সুনানে ইবনে মাযাহ্, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩০১)

উত্তম হচ্ছে, সাথে এ দোয়াও মিলিয়ে নেওয়া এভাবে দু'টি হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে: غُفْرَانَكَ **অনুবাদঃ আল্লাহ তাআলার** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (সুনানে তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জমজম শরীফের পানি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা কেমন?

(১) জমজম শরীফের পানি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা মাকরূহ এবং ঢিলা না নিলে তখন নাজায়েয। (বাহারে শরীয়াত, ২য় অংশ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

(২) ওযুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা উত্তমের বিপরীত। (প্রাগুক্ত)

(৩) পবিত্রতা অর্জনের পর অবশিষ্ট থেকে যাওয়া পানি দ্বারা ওযু করা যাবে, কিছু লোক এগুলোকে ফেলে দেয় এটা উচিত নয়, কেননা তা অপচয়ের অন্তর্ভূক্ত। (প্রাগুক্ত)

ইস্তিন্‌জাখানার দিক ঠিক রাখুন

যদি **আল্লাহ** না করুন আপনার ঘরের ইস্তিন্‌জাখানার দিক ভূল থাকে অর্থাৎ বসার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিঠ হয় তবে এটা ঠিক করার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন। কিন্তু এই মনমানসিকতা রাখতে হবে যে, সামান্য বাঁকা করা যথেষ্ট নয়। **W.C.** (কমোড) যেন এই ভাবে হয়, বসার সময় মুখ বা পিঠ ক্বিবলা থেকে ৪৫° ডিগ্রীর বাইরে থাকে। সহজ এটাতে যে, ক্বিবলা থেকে ৯০° ডিগ্রীর উপর দিক রাখুন। অর্থাৎ নামাযের পর দু'বার সালাম ফিরানোতে যেদিকে মুখ করে থাকে, ঐ দুই দিকের যেকোন একদিকে **W.C.** (কমোডের) মুখ রাখুন।

ইস্তিন্‌জার পর পা ধুয়ে নিন

পানি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করার সময় সাধারণত পায়ের গোড়ালীর দিকে পানির ছিটা আসে, এজন্য সতর্কতা হচ্ছে, কাজ সম্পাদনের পর ঐ অংশ ধৌত করে পবিত্র করে নেয়া, কিন্তু এটা খেয়াল রাখবেন যেন ধৌত করার সময় নিজের কাপড় বা অন্যান্য জিনিসের উপর ছিটা না পড়ে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

গর্তে প্রস্রাব করা

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিয়ুল মূযনিবীন, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যেন গর্তে প্রস্রাব না করে।" (সুনানে নাসায়ী, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৪)

জ্বীন শহীদ করে দিল

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: গর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য জমীনের গর্ত বা দেওয়ালের ফাটল। কেননা অধিকাংশ গর্তের মধ্যে বিষাক্ত প্রাণী বা পিঁপড়া সমূহ ইত্যাদি দূর্বল প্রাণী বা জ্বীন থাকে। পিঁপড়া সমূহ প্রস্রাব বা পানি দ্বারা কষ্ট পাবে বা সাপ ও জ্বীন বের হয়ে আমাদেরকে কষ্ট দিবে। এজন্য সেখানে প্রস্রাব করা নিষেধ করা হয়েছে। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা সাদ বিন উবাদাহ্ আনছারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ইন্তিকাল এ কারণে হয়েছিল, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এক গর্তের মধ্যে প্রস্রাব করলেন, জ্বীন বের হয়ে তাঁকে শহীদ করে দিলেন। লোকেরা ঐ গর্ত থেকে এ আওয়াজ শুনল:

نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمٍ فَلَمْ نُخْطِ فُؤَادَه

অনুবাদ: আমরা খাযরাজ গোত্রের সরদার সাদ বিন উবাদাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে শহীদ করেছি এবং আমরা তাকে এমন তীর মেরেছি, তার কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। (মিরআত, ১ম খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা, মিরকাত, ২য় খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা, আশিআতুল লুমআত, ১ম খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ তাআলার** রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

গোসলখানায় প্রস্রাব করা

প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিয়ুল মুযনিবীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কেউ যেন গোসলখানায় প্রস্রাব না করে, অতঃপর গোসল বা ওযু করলে, অধিকাংশ কুমন্ত্রণা তা থেকে সৃষ্টি হয়।" (আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭) প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: যদি গোসলখানার জমিন (ফ্লোর) শক্ত হয় এবং এতে পানি বের হওয়ার পাইপ থাকে, তবে সেখানে প্রস্রাব করাতে কোন ক্ষতি নেই। তবে উত্তম হল না করা, কিন্তু যদি জমিন কাঁচা হয় আর পানি বের হওয়ার রাস্তাও না থাকে, তবে প্রস্রাব করা খুবই মন্দ কাজ, কেননা জমিন নাপাক হয়ে যাবে আর গোসল বা ওযুতে নাপাক পানি শরীরে পড়বে। এখানে দ্বিতীয় অবস্থাই উদ্দেশ্য। এজন্য জোরপূর্বক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ এর থেকে কুমন্ত্রণা এবং সন্দেহের রোগ সৃষ্টি হয় যেমন- পরীক্ষিত রয়েছে, অথবা অপবিত্র ছিটা সমূহ পড়ার কুমন্ত্রণা থাকে। (মিরআত, ১ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

ইস্তিন্‌জার ঢিলার বিধান

(১) সামনে বা পিছন থেকে যখন নাপাকী বের হয়, তখন ঢিলা দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা সুন্নাত, আর যদি শুধু পানি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করে নেয় তখনও জায়েয। কিন্তু মুস্তাহাব হচ্ছে; ঢিলা নেওয়ার পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ৪র্থ খন্ড ৫৯৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে; **প্রশ্ন:** মহিলারা প্রস্রাবের পর ঢিলা নিবে নাকি পানি দিয়ে ইস্তিন্‌জা করবে? **উত্তর:** উভয়টি দিয়ে করা অতি উত্তম তার তাদের জন্য ঢিলা থেকে কাপড় দিয়ে করা উত্তম।

www.dawateislami.net

(২) সামনে এবং পিছন দিক থেকে প্রস্রাব বা পায়খানা ব্যতীত অন্যান্য অপবিত্রতা যেমন- রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি বের হয় বা এই বের হওয়ার জায়গা থেকে অপবিত্রতা লেগে যায়, তখনও ঢিলা দিয়ে পরিষ্কার করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জিত হবে। যদি এই জায়গা থেকে বের না হয়, তবে ধৌত করে নেয়া মুস্তাহাব। (৩) ঢিলার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা সুন্নাত নয়; বরং যতটা দ্বারা পরিষ্কার হয়। যদি একটি দ্বারাও পরিষ্কার হয়ে যায়, তবে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, আর যদি তিনটি ঢিলা নিল আর পরিষ্কার হলনা, তবে সুন্নাত আদায় হল না। অবশ্য মুস্তাহাব হচ্ছে, বিজোড় সংখ্যা (যেমন- এক, তিন, পাচঁ) হওয়া এবং কমপক্ষে তিনটি হওয়া, যদি এক বা দু'টি দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায়, তবে তিনটির সংখ্যা পূর্ণ করুন, আর যদি চারটি দ্বারা পরিষ্কার হয়, তবে আরেকটি নিন যেন বিজোড় হয়ে যায়। (৪) ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা লাভ তখনই হবে, যখন নাপাকী বের হবার স্থান থেকে আশেপাশের স্থানে এক দিরহাম[২] কিংবা তদপেক্ষা বেশী জায়গা অপবিত্র না হয়। সুতরাং যদি এক দিরহামের বেশী নাপাকী প্রসারিত হয় তবে ধৌত করা ফরয, কিন্তু ঢিলা নেয়া তখনও সুন্নাত থাকবে। (৫) কঙ্কর, পাথর, ছেড়া কাপড় (ছেড়া কাপড় বা দর্জির মূল্যহীন কাপড়, যেন সুতার **(COTTON)** হয়, যাতে তাড়াতাড়ি শোষণ করে নেয়) এসবই ঢিলার বিধানভূক্ত। এগুলো দিয়ে পরিস্কার করে নেওয়া নির্দ্বিধায় জায়েয (৬) হাড্ডি, খাবার, গোবর, পাকা ইট, মাটির পাত্রের ভাঙ্গা অংশ, আয়না, কয়লা, পশুর খাদ্য অনুরূপভাবে এমন জিনিস, যার কিছু না কিছু মূল্য রয়েছে, যদি ও এক-আধ পয়সাও হয় এসব জিনিস দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা মাকরূহ্।

---

[২] 'দিরহামের পরিমাণ' "নাপাকীর বর্ণনায়" দেখুন।

www.dawateislami.net

(৭) কাগজ দিয়ে ইস্তিন্‌জা করা নিষেধ, যদিও তাতে কিছু লিখা না থাকে কিংবা আবু জাহেলের মতো কাফিরের নামও লিপিবদ্ধ থাকে। (৮) ডান হাতে ইস্তিন্‌জা করা মাকরূহ্। যদি কারো বাম হাত অকেজো হয়ে যায়, তবে তার জন্য ডান হাতে ইস্তিন্‌জা করা বৈধ। (৯) যে ঢিলা দিয়ে একবার ইস্তিন্‌জা করে নিয়েছে, সেটা পুনরায় ব্যবহার করা মাকরূহ্, তবে সেটার অপর পাশ পরিষ্কার থাকলে, ব্যবহার করতে পারেন। (১০) মহিলাদের জন্য ঢিলা ব্যবহার করার পদ্ধতি হচ্ছে: প্রথম ঢিলা সামনে থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবেন, দ্বিতীয়টি পিছন থেকে সামনে এবং তৃতীয়টি সামনে থেকে পিছনে নিয়ে যাবেন। (১১) পবিত্র ঢিলা ডান দিকে রাখা, আর ব্যবহার করার পর নাপাক ঢিলা বাম দিকে রাখা এবং ঢিলার যে দিকে নাপাকী লাগে তা নিচের দিক করে রাখা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ২য় অংশ, ১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠা। আলমগীরি, ১ম খন্ড, ৪৮-৫০ পৃষ্ঠা) (১২) টয়লেট টিসু ব্যবহার করা ওলামায়ে কেরামগণ অনুমতি দিয়েছেন। কেননা এটা এজন্য তৈরী করা হয়েছে এবং লিখার কাজে ব্যবহার হয় না। অবশ্য উত্তম হল মাটির ঢিলা।

মাটির ঢিলা এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

এক গবেষনা অনুযায়ী মাটির মধ্যে শোষণীয় **(AMMONIUM CHLORIDE)** এমনকি দূর্গন্ধ দূরীভূতকারী সর্বোত্তম উপাদানাদি বিদ্যমান রয়েছে। প্রস্রাব এবং পরিত্যক্ত মল, জীবাণুতে পরিপূর্ণ থাকে। এটি মানুষের শরীরের সাথে লাগা ক্ষতিকর, এর অংশ শরীরে লেগে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন রকমের রোগসমূহ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে, ডাক্তার হালুক লিখেন: ইস্তিন্‌জার মাটির ঢিলা বিজ্ঞানময় বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে।

www.dawateislami.net

মাটির সব অংশ জীবাণু নাশক হয়ে থাকে। এজন্য মাটির ঢিলা ব্যবহারের ফলে লজ্জাস্থানে বিদ্যমান জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায় বরং মাটির ঢিলার ব্যবহার **"লজ্জাস্থানের ক্যান্সার" (CANCER 0F PENIS)** থেকে রক্ষা করে।

বৃদ্ধ কাফির ডাক্তারের গবেষণা উন্মোচন

ইসলামী বোনেরা! সুন্নাত মোতাবেক ইস্তিন্‌জা করার মধ্যে পরকালের সৌভাগ্য এবং দুনিয়াতেও রোগসমূহ থেকে মুক্তি রয়েছে। কাফিররাও ইসলামী রীতিনীতি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে স্বীকার করে নেয়। এটার উপমা এই ঘটনা থেকে লক্ষ্য করুন: যেমন- ফিজিওলোজীর একজন সিনিয়র প্রফেসরের বর্ণনা হল: আমি ঐ সময় মারাকিশে ছিলাম। আমার জ্বর আসল, ঔষধের জন্য এক অমুসলিম বৃদ্ধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি মুসলমান? আমি বললাম: জ্বী! আমি মুসলমান এবং পাকিস্তানী। এটা শুনে ডাক্তার বলতে লাগল: যদি তোমাদের দেশে একটি পদ্ধতি যা তোমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তার প্রচলন হয়ে যায়, তবে পাকিস্তানীরা অনেক রোগ থেকে বেঁচে যাবে! আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: কি পদ্ধতি? ডাক্তার বলল: যদি পায়খানার জন্য ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী বসা হয়, তবে এপিন্ডিসাইটিস **(APPENDICITIS)**, স্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ্বরোগ এবং হৃদপিণ্ডের রোগসমূহ হবেনা!

ইস্তিন্‌জা করার সময় বসার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলমী ভাইয়েরা! অবশ্য আপনারাও জানতে চাইবেন যে, ঐ অপূর্ব পদ্ধতি কোনটি তবে শুনুন: হযরত সায়্যিদুনা সুরাকা বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন:

www.dawateislami.net

আমাদেরকে **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ দেন, "আমরা যেন হাজত সারার সময় বাম পায়ের উপর ভর দিই, আর ডান পা সোজা করে রাখি।"

(মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ, ১ম খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০২০)

বাম পায়ের উপর ভর দেওয়ার হিকমত

পায়খানা করার সময় বাম পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে বসে ডান পা দাঁড় করিয়ে অর্থাৎ নিজের আসল অবস্থা **(NORMAL)** স্বাভাবিক রেখে অর্থাৎ বাম পায়ের উপর ভর দেওয়াতে অন্ত্রি যা বাম দিকে রয়েছে, আর এতে আবর্জনা থাকে, এটির মুখ ভালভাবে খুলে যায় এবং সহজে বাহ্য-প্রস্রাব ইত্যাদির বেগ প্রশমন থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং পেট ভালভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন অনেক রকমের রোগ থেকে মুক্তি লাভ হবে।

চেয়ারের মত কমোড (ইংলিশ কমোড)

আফসোস! বর্তমানে ইস্তিন্‌জার জন্য কমোড **(COMMODE)** ব্যাপক হতে যাচ্ছে, এর উপর চেয়ারের মত করে বসার কারণে পা ভাল ভাবে প্রসারিত হতে পারেনা, পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে বসার তরকীব (ব্যবস্থা) না হওয়ার কারণে বাম পায়ে ভরও দেয়া যায়না, আর এভাবে অন্ত্রি ও পেটে ভর পরেনা এজন্য ভাল ভাবে কাজ সম্পাদন করা যায় না কিছু না কিছু আবর্জনা অন্ত্রিতে অবশিষ্ট থেকে যায়, যাতে অন্ত্রি ও পেটে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে। কমোড ব্যবহারের ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খিচুনী রোগ সৃষ্টি হয়। হাজতের পর প্রস্রাবের ফোটা পড়ার বিপদও থাকে।

www.dawateislami.net

লজ্জাস্থানের ক্যান্সার

চেয়ারের মত কমোডে (ইংলিশ কমোড) পানি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা, আর নিজের শরীর ও কাপড়কে পবিত্র রাখা এক কঠিন কাজ। এর জন্য অধিকহারে টয়লেট পেপার ব্যবহার হয়। কয়েক বছর পূর্বে ইউরোপে লজ্জাস্থানের অঙ্গসমূহের ক্ষতিকারক রোগসমূহ বিশেষ করে লজ্জাস্থানের ক্যান্সার তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ার খবর পত্রিকার মধ্যে প্রকাশিত হয়, গবেষণা বোর্ড বসে এবং ফলাফল এটা বর্ণনা করল যে, ঐসব রোগের দুটি কারণ পাওয়া যায়: (১) টয়লেট পেপার ব্যবহার করা। (২) পানি ব্যবহার না করা।

টয়লেট পেপার থেকে সৃষ্টি হওয়া রোগ সমূহ

টয়লেট পেপার তৈরীতে এমন অনেক কেমিক্যাল ব্যবহার হয়, যা চামড়ার জন্য খুবই ক্ষতিকর। এর ব্যবহারের ফলে চামড়ার রোগসমূহ সৃষ্টি হয় যেমন- একজিমা এবং চামড়ার রং পরিবর্তন হওয়া। ডাক্তার ক্যানন ডায়ুস এর বক্তব্য হল: টয়লেট পেপার ব্যবহারকারী যেন এই রোগগুলো আগমণের প্রস্তুতি নেয়: (১) লজ্জাস্থানের ক্যান্সার। (২) ভগন্দর (একটি পোড়া যা মলদ্বারের আশেপাশে হয় অর্থাৎ বসার স্থানের উপর, আর যা খুব কষ্ট দিয়ে থাকে)। (৩) চামড়ার **(SKIN INFECTION)** সমস্যা। (৪) পেপুন্দর রোগ **(VIRAL DISEASES)**।

টয়লেট পেপার এবং হৃদপিন্ডের রোগ সমূহ

ডাক্তারদের বক্তব্য হল: টয়লেট পেপারের মাধ্যমে ভাল ভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় না। এই কারণে জীবানু সমূহ ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরণের রোগ সমূহের কারণ হয়।

www.dawateislami.net

বিশেষত মহিলাদের প্রস্রাবের জায়গার মাধ্যমে হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করে, যার কারণে অনেক সময় হৃদপিণ্ড থেকে পুঁজ আসা শুরু হয়ে যায়। হ্যাঁ, টয়লেট পেপার ব্যবহারের পর যদি পানি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা হয় তবে ক্ষতি না হওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা থেকে যায়।

শক্ত জমিতে ইস্তিন্‌জা করার ক্ষতি সমূহ

চেয়ারের মত কমোড (ইংলিশ কমোড) এবং **w.c.** (কমোড) ব্যবহার করা শরীয়াতের দিক দিয়ে জায়েয। এটা সুবিধার দিক থেকে কমোডের **w.c.** (কমোড) উত্তম, এটা প্রশস্থ হলে এর উপর সুন্নাত অনুযায়ী বসা যায়। কিন্তু আজকাল ছোট **w.c.** (কমোড) লাগানো হয়, আর তাতে প্রশস্থ হয়ে বসা যায় না। হ্যাঁ; যদি পা রাখার জায়গা ফ্লোরের সাথে সংযুক্ত থাকে, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশস্থভাবে বসা যেতে পারে। নরম জমিতে ইস্তিন্‌জা করাও সুন্নাত। যেমন: পবিত্র হাদীসে **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ বর্ণিত আছে: "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ প্রস্রাব করতে চায় তবে যেন প্রস্রাবের জন্য নরম জায়গা খুজে।" (আল জামিউস্ সগীর লিস সুয়ূতী, ৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০৭) এর উপকারিতাকে স্বীকার করতে গিয়ে লিওবেল পাওয়েল **(louval poul)** বলেন: মানুষের স্থায়ীত্ব মাটিতে এবং ধ্বংসও মাটিতে, যখন থেকে লোকেরা নরম মাটির জমির উপর ইস্তিন্‌জা করার পরিবর্তে শক্ত জমিন (অর্থাৎ **w.c.** কমোড ইত্যাদির) ব্যবহার শুরু করে ঐ সময় থেকে পুরুষের মধ্যে পুরুষত্বের দূর্বলতা এবং পাথরী রোগের আধিক্য দেখা দেয়। শক্ত জমিনের উপর ইস্তিন্‌জা করার প্রভাবসমূহ নিম্নমূখী গ্রন্থি সমূহের **(PROSTATE GLANDS)** উপরও পড়ে। প্রস্রাব বা পায়খানা যখন নরম জমিতে পড়ে তখন এর জীবাণু সমূহ এবং বিষাক্ত এসিড তাড়াতাড়ি শোষন হয়ে যায়, আর শক্ত জমি যেহেতু শোষণ করতে পারেনা সেহেতু বিষাক্ত এসিড এবং জীবাণুর প্রভাব সরাসরি শরীরের উপর আক্রমন করে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের রোগসমূহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

প্রিয় আক্বা ﷺ দূরে তাশরীফ নিতেন

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিয়ুল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান মর্যাদার উপর কুরবান, যখন হাজতের জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন এত দূরে যেতেন যেন কেউ না দেখে। (আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২) অর্থাৎ হয়ত গাছ কিংবা দেওয়ালের পিছনে বসতেন এবং যদি জনশূন্য মাঠে হয় তবে এতদূরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন যেখানে কারো দৃষ্টি পড়ত না। (মিরআত, ১ম খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা) অবশ্যই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রত্যেক কাজে দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ লুকায়িত আছে। প্রস্রাব করার পর যদি প্রত্যেকে এক বদনা পানি প্রবাহিত করে দেয়, তবে إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দূর্গন্ধ এবং জীবাণুসমূহের বৃদ্ধি কম হবে। পায়খানা করার পরও যেখানে এক/আধ বদনা পানি যথেষ্ট হয় ঐখানে ফ্লাশের মাধ্যমে পানি প্রবাহিত না করা। কেননা এখানে কয়েক বদনা পানি থাকে।

হাজতের আগে হাটা-চলার উপকারিতা

আজকাল বিশেষত শহরের মধ্যে বদ্ধ রূমের ভিতরে বাথরূম **(ATTACHED BATH)** থাকে। যা জীবাণু সমূহের ছড়িয়ে পড়া এবং এগুলোর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া রোগসমূহের মাধ্যম। একজন অভিজ্ঞ বায়োকেমিষ্টির বক্তব্য হল: যখন থেকে শহরে প্রশস্থতা, অধিবাসীর আধিক্যতা, ক্ষেতসমূহ কমে যেতে লাগল, তখন থেকে রোগসমূহ খুব বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। ইস্তিন্‌জা করার জন্য যখন থেকে দূরে হেটে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হল, তখন থেকে কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস, বায়ু এবং হৃদপিণ্ডের রোগসমূহ বেড়ে গেছে। হাটা চলাতে অস্থির নড়াচড়ার মধ্যে তীব্রতা আসে, যার কারণে টয়লেট করা আরামদায়ক হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

আজকাল হাটা চলা ব্যতীত ঘরের মধ্যেই বাথরূমে প্রবেশ করার কারণে অনেক সময় কাজ শেষ হতে দেরী হয়।

শৌচাগারে যাওয়ার ৪৭ টি নিয়্যত

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রাহমান, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হচ্ছে: “মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।” (আল মু'জামুল কবীর লিত্ তাবারানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৪২)

﴾১﴿ মাথা ঢেকে, ﴾২﴿ প্রবেশ করার সময় বাম পা দিয়ে এবং ﴾৩﴿ বের হওয়ার সময় ডান পা প্রথমে বের করে সুন্নাতের অনুসরণ করব, ﴾৪-৫﴿ উভয়বার অর্থাৎ প্রবেশ কারার পূর্বে এবং বের হওয়ার পর নির্ধারিত দো'আ সমূহ পাঠ করে নিব, ﴾৬﴿ শুধু অন্ধকার অবস্থায় এই নিয়্যত করুন: পবিত্রতা অর্জনের সাহায্যার্থে বাতি জ্বালাব, ﴾৭﴿ কাজ শেষ হওয়ার পর তাড়াতাড়ি অপচয় থেকে বাঁচার নিয়্যতে বাতি নিভিয়ে দিব, ﴾৮﴿ হাদীস শরীফ: اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَان (সহীহ মুসলিম, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৩) অর্থাৎ “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।” এর উপর আমল করতে গিয়ে পা গুলোকে ময়লা থেকে বাঁচানোর জন্য সেন্ডেল পরিধান করব, ﴾৯﴿ পরিধান করার সময় ডান পায়ে এবং ﴾১০﴿ খোলার সময় বাম পা দিয়ে শুরু করে সুন্নাতের অনুসরণ করব, ﴾১১-১২﴿ সতর খোলাবস্থায় ক্বিবলামুখী হওয়া বা ক্বিবলাকে পিঠ দেওয়া থেকে বেঁচে থাকব, ﴾১৩-১৪﴿ জমিনের নিকটবর্তী হয়ে শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী সতর খুলব, এভাবে কাজ শেষ হওয়ার পর ﴾১৫﴿ দাঁড়ানোর পূর্বেই সতর ঢেকে নেব, ﴾১৬﴿ যা কিছু আবর্জনা বের হবে তার দিকে দেখব না, ﴾১৭﴿ প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকব, ﴾১৮﴿ লজ্জায় মাথা ঝুকিয়ে রাখব, ﴾১৯﴿ প্রয়োজনে চোখকে বন্ধ করে নিব এবং

www.dawateislami.net

﴿২০-২১﴾ অপ্রয়োজনে লজ্জাস্থান দেখা এবং স্পর্শ করা থেকে বেঁচে থাকব, ﴿২২-২৬﴾ বাম হাতে ঢিলা ধরে, বাম হাতেই শুকিয়ে, বাম দিকে (নাপাকীপূর্ণ অংশ মাটির দিকে) রাখব, পবিত্র ঢিলাকে ডান দিকে রাখব, মুস্তাহাব সংখ্যক পরিমাণ যেমন- তিন, পাঁচ, সাতটি ঢিলা ব্যবহার করব, ﴿২৭﴾ পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করার সময় শুধুমাত্র বাম হাত লজ্জাস্থানে লাগাব ﴿২৮﴾ শরীয়াতের মাসআলার উপর চিন্তাভাবনা করব না, (কেননা, এটা দূর্ভাগ্যের লক্ষণ) ﴿২৯﴾ সতর খোলা থাকাবস্থায় কথাবার্তা বলব না এবং ﴿৩০-৩১﴾ প্রস্রাব ইত্যাদির মধ্যে থুথু ফেলব না এবং নাকও পরিষ্কার করব না। ﴿৩২-৩৩﴾ যদি তৎক্ষণাৎ গোসলখানায় ওযু করা না যায়, তবে পবিত্রতা সম্পন্ন হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে উভয় হাত ধুয়ে নিব এমনকি ﴿৩৪﴾ যা কিছু বের হয়েছে ঐ গুলোকে প্রবাহিত করে দিব। প্রস্রাব করার পর যদি প্রত্যেকে এক বদনা পানি প্রবাহিত করে দেয় তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দূর্গন্ধ এবং জীবাণুসমূহের বৃদ্ধি কমে যাবে, পায়খানা করার পরও যেখানে এক/আধ বদনা পানি যথেষ্ট হয়, সেখানে ফ্লাশ ট্যাংক থেকে পানি প্রবাহিত না করা কেননা সেখানে কয়েক বদনা পানি থাকে।) ﴿৩৫﴾ পানির মাধ্যমে ইস্তিন্‌জা করার পর উভয় পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত সতর্কতা মূলক ধুয়ে নিব (কেননা এই জায়গায় সাধারণত ময়লা যুক্ত পানির ছিটা আসে) ﴿৩৬﴾ কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাব, ﴿৩৭﴾ বেপর্দা থেকে বাঁচার জন্য শৌচাগারের দরজা বন্ধ করব, ﴿৩৮﴾ মুসলমানদেরকে ঘৃণা থেকে বাঁচানোর জন্য কাজ শেষ হওয়ার পর দরজা বন্ধ করব।

www.dawateislami.net

পাবলিক টয়লেটে যেতে এই নিয়্যত করে নিন

﴿৩৯-৪১﴾ যদি লম্বা লাইন হয়, তবে ধৈর্য্যের সাথে নিজের সময়ের জন্য অপেক্ষা করব। কারো হক নষ্ট করব না, বারবার দরজায় আঘাত করে ঐ ব্যক্তিকে কষ্ট দিবনা, ﴿৪২﴾ যদি নিজে ভিতরে থাকাবস্থায় কেউ বারবার দরজায় আঘাত করে, তবে ধৈর্য্যধারণ করব, ﴿৪৩﴾ যদি কারো আমার থেকে বেশী হাজতের প্রয়োজন হয় এবং কোন কঠিন বাধ্যবাধকতা বা নামায চলে যাওয়ার সম্ভাবনা না হয়, তবে ইসার করব, অর্থাৎ অন্যকে প্রধান্য দিব, ﴿৪৪﴾ যথাসম্ভব ভীড়ের সময় ইস্তিন্‌জাখানায় গিয়ে ভীড় আরো বাড়িয়ে মুসলমানদের উপর বোঝা হবনা, ﴿৪৫﴾ দেওয়ালে কিছু লিখব না, ﴿৪৬﴾ সেখানে বিদ্যমান অশ্লীল ছবি দেখে, ﴿৪৭﴾ নির্লজ্জ্য লিখা পড়ে নিজের চোখদ্বয়কে কিয়ামতের দিন নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী বানাব না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

হায়েয ও নিফাসের বর্ণনা

দরূদ শরীফের ফযীলত

একদা কোন ভিক্ষুক কাফেরদের কাছ থেকে ভিক্ষা চাইল। তারা ঠাট্টা করে হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নিকট পাঠিয়ে দিল। যেহেতু তিনি সামনে বিদ্যমান ছিলেন। ভিক্ষুক উপস্থিত হয়ে ভিক্ষার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم দশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে তার হাতের তালুতে ফুঁক দিলেন এবং বললেন: মুষ্টি বন্ধ করে নাও এবং যে লোকেরা পাঠিয়েছে তাদের সামনে গিয়ে খুলে দাও। (কাফিররা দেখে হাঁসছিল, খালি (মুষ্টিতে) ফুঁক দিলে কি হবে!) কিন্তু যখন ভিক্ষুক তাদের সামনে গিয়ে মুষ্টি খুলল। তখন সেটা স্বর্ণের দীনারে ভর্তি ছিল! এ কারামত দেখে কয়েকজন কাফির মুসলমান হয়ে গেল। (রাহাতুল কুলুব, ৭২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং (হে হাবীব!) আপনাকে (লোকেরা) জিজ্ঞাসা করছে হায়েযের বিধান। আপনি বলুন: সেটা অপবিত্র; সুতরাং (তোমরা) স্ত্রীদের নিকট থেকে পৃথক থাকো হায়েযের দিনগুলোতে এবং

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ

তাদের নিকটে যেওনা যতক্ষণ না পবিত্র হয়ে যায়। অতঃপর যখন পবিত্র হয়ে যায়, তখন তাদের নিকট যাও যেখান থেকে তোমাদেরকে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন।

(পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২২২)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ আয়াতের পাদ টীকায়, তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে বর্ণনা করেন: আরবের লোকেরা ইহুদী ও অগ্নিপূজারীদের ন্যায় ঋতুবর্তী মহিলাদেরকে পূর্ণরূপে ঘৃণা করত, তাদের সাথে পানাহার করা, একসঙ্গে থাকা/ একঘরে অবস্থান করা অপছন্দনীয় ছিল। বরং কঠোরতা এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো যে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলাও হারাম মনে করত, আর খৃষ্টানগণ এর বিপরীত। হায়েযের দিনগুলোতে স্ত্রীদের সাথে গভীর ভালবাসা সহকারে মশগুল হত এবং তাদের সাথে মেলামেশায় অতীব অতিশয়তা অবলম্বন করত। মুসলমানগণ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হায়েযের বিধান জিজ্ঞাসা করলেন: এর প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং কঠোর ও নম্র পন্থা সমূহ পরিহার করে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা প্রদান করেছেন আর বলা হয়েছে, হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস নিষিদ্ধ। (তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, ৫৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

হায়েয কাকে বলে?

প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার সামনের রাস্তা দিয়ে যে রক্ত স্বাভাবিক ভাবে বের হয় এবং (যা) রোগের কারণে অথবা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার কারণে না হয়, তবে তাকে হায়েয বলে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা) হায়েয শব্দটির জন্য মাসিক, ঋতুস্রাব, পিরিয়ট, **MONTHLY COURSE** ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

ইস্তিহাযা কাকে বলে?

যে রক্ত রোগের কারণে আসে তাকে ইস্তিহাযা বলে। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র যুগে একজন মহিলার সামনের রাস্তা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। এ কারণে উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে ফতোওয়া জিজ্ঞাসা করেন। (**তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেছেন: উক্ত রোগের পূর্বে মাসে যত দিন ও রাতে হায়েয আসত উহা গণনা করে মাসে ততটুকু পরিমাণ নামায বর্জন করবে। যখন সে দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন গোসল করে লজ্জাস্থানে কাপড় বেঁধে নামায পড়বে।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১ম খন্ড, ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪০)

হায়েযের রং

হায়েযের ছয়টি রং রয়েছে: (১) কালো, (২) লাল, (৩) সবুজ, (৪) হলুদ, (৫) ঘোলাটে, (৬) মাটিয়া। সাদা রংয়ের স্রাব হায়েয নয়। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা) স্মরণ রাখুন! মহিলার সামনের রাস্তা দিয়ে রক্ত মিশ্রিত ছাড়া যে স্বচ্ছ স্রাব বের হয়, তা দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে না। যদি কাপড়ে লেগে যায়, তবে কাপড়ও পবিত্র থাকবে। (প্রাগুক্ত, ২৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

বিঃ দ্রঃ গর্ভবতী মেয়েদের যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা ইস্তেহাযা।

(দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা)

হায়েযের রহস্য

প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার শরীরে স্বভাবগত ভাবে কিছু অতিরিক্ত রক্ত সৃষ্টি হয়। গর্ভাবস্থায় ঐ রক্ত বাচ্চার আহারের কাজে আসে এবং বাচ্চার দুধ পান করার সময়কালে ঐ রক্ত দুগ্ধে পরিণত হয়। যদি এমন না হত, তবে গর্ভবস্থায় ও দুধপান করানোর সময়কালে তার প্রাণ ধ্বংস হয়ে যেত। এ কারণে গর্ভবস্থায় ও দুধপান করানোর প্রাথমিক অবস্থায় রক্ত আসে না। আর যে সময় গর্ভবস্থায় বা দুধপান কারী হবেনা, তখন ঐ রক্ত যদি শরীর থেকে বের না হয়, তাহলে বিভিন্ন প্রকারের রোগের সৃষ্টি হয়।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা)

হায়েযের সময়সীমা

হায়েযের নূন্যতম সময়সীমা হচ্ছে তিনদিন তিন রাত। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ৭২ ঘন্টা। যদি এর এক মিনিটও কম হয়, তাবে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না। বরং ইস্তিহাযা অর্থাৎ রোগের রক্ত হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর সর্বোচ্চ সময়সীমা হল দশ দিন দশ রাত। অর্থাৎ ২৪০ ঘন্টা।

কিভাবে বুঝবেন যে ইহা ইস্তিহাযা

যদি দশ দিন দশ রাত থেকে বেশি রক্ত আসে, আর এ হায়েয যদি ১ম বার হয়, তাহলে ১০ দিন পর্যন্ত হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। এরপর যদি রক্ত আসে সেটা হবে ইস্তিহাযা। আর যদি মহিলার পূর্বে হায়েয হয়ে ছিল এবং তার সময় সীমা ১০ দিনের কম ছিল, তাহলে সময় সীমার চেয়ে যত দিন বেশি রক্ত এসেছে তা ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য হবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

উদাহরণ স্বরূপ: কোন মহিলার প্রতি মাসে ৫ দিন হায়েয আসার নিয়ম ছিল। কিন্তু একবার ১০ দিন আসল। তাহলে এই ১০ দিন হায়েয বলে গণ্য হবে, অবশ্য যদি ১২ দিন রক্ত আসে, তাহলে নিয়মানুযায়ী ৫ দিন হায়েয হিসেবে গণ্য করা হবে, আর ৭ দিন ইস্তিহাযায় পরিগণিত হবে। আর যদি নির্দিষ্ট একটি নিয়ম না থাকে, বরং কোন মাসে ৪ দিন আর কোন মাসে ৭ দিন হায়েয আসে, তবে আগের বার যতদিন হায়েয ছিল সেটা এখনও হায়েযের দিন হিসেবে গণ্য হবে, আর অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তিহাযার রক্ত হিসেবে গণ্য হবে।

হায়েযের নূন্যতম ও সর্বোচ্চ বয়স

নূন্যতম ৯ বছর বয়সে হায়েয শুরু হবে। হায়েয বন্ধ হওয়ার শেষ সময় হল ৫৫ বছর। উক্ত বয়সে পৌঁছলে তাদের আয়েছা (অর্থাৎ- হায়েয ও সন্তান থেকে নিরাশ মহিলা) বলা হয়। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা) নয় বছরের পূর্বে যে রক্ত আসে, তা হায়েয নয় বরং ইস্তিহাযা। অনুরূপভাবে ৫৫ বছর বয়সের পর যে (রক্ত) আসবে তাও ইস্তিহাযা। তবে ৫৫ বছর বয়সের পর যদি কারো থেকে একেবারে স্বচ্ছ রক্ত ঐ রূপ রঙের আসে যা হায়েযের সময় কালে আসত, তাহলে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে।

দুই হায়েযের মধ্যভাগে নূন্যতম ব্যবধান

দুই হায়েযের মধ্যভাগে কমপক্ষে পূর্ণ ১৫ দিনের ব্যবধান হওয়া জরুরী। (দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা) ইসলামী বোনদের উচিত হায়েয শুরু হওয়ার সময়টুকু ভালভাবে স্মরণ রাখা অথবা লিখে রাখা। যাতে পবিত্র শরীয়াতের উপর উত্তম পদ্ধতিতে আমল করা যায়। হায়েযের সময়সীমা স্মরণ না রাখা অবস্থায় অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা

এটা জরুরী নয় যে, সময়সীমার মধ্যে সর্বদা রক্ত প্রবাহিত হলে তখনই হায়েয হবে। বরং যদি অন্যান্য সময়ও রক্ত প্রবাহিত হয় তাও হায়েযের অন্তর্ভূক্ত। (দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা)

নিফাসের বর্ণনা

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর মহিলাদের সামনের রাস্তা দিয়ে যে রক্ত আসে, তাকে নিফাস বলে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা)

নিফাসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা

অধিকাংশ ইসলামী বোনদের মাঝে এ কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর ইসলামী বোন ৪০ দিন পর্যন্ত আবশ্যকীয় ভাবে নাপাক বা অপবিত্র থাকে এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। দয়া করে নিফাস সম্পর্কিত জরুরী ব্যাখ্যা পড়ে নিন: নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা হল ৪০ দিন। অর্থাৎ ৪০ দিনের পর যদি বন্ধ না হয়, তাহলে তা রোগ। ৪০ দিন পূর্ণ হবার পর গোসল করে নিবে এবং ৪০ দিনের পূর্বে যদি বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি বাচ্চা ভূমিষ্ট হবার ১ মিনিটের মধ্যেও যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে যে সময়ে বন্ধ হবে (সে সময়) গোসল করে নিবে এবং নামায, রোযা আরম্ভ করবে। যদি ৪০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার রক্ত আসে তাহলে সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর হতেই রক্ত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত ততদিন নিফাস হিসেবে গণ্য হবে। উদাহরণ স্বরূপ- সন্তান ভূমিষ্টের পর দুই মিনিট পর্যন্ত রক্ত এসে বন্ধ হয়ে গেল এবং গোসল করে নামায, রোযা ইত্যাদি আদায় করতে রইল। ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার মাত্র দুই মিনিট অবশিষ্ট ছিল পুনরায় রক্ত এসে গেল, তাহলে সম্পূর্ণ ৪০ দিন নিফাস হিসেবে গণ্য হবে।

www.dawateislami.net

যা নামায আদায় করেছে বা রোযা রেখেছে সব অনর্থক হয়ে গেল। এমনকি যদি এ সময়ে ফরয ও ওয়াজিব নামায অথবা রোযার কাযা আদায় করে থাকে তাও পুনরায় আদায় করে নিবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৪-৩৫৬ পৃষ্ঠা)

নিফাস সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় মাসয়ালা

কোন মহিলার ৪০ দিন ও রাত থেকে বেশি নিফাসের রক্ত আসল। যদি ১ম বাচ্চা প্রসব হয়, তবে ৪০ দিন ও রাত নিফাস হবে। অবশিষ্ট যতদিন ৪০ দিন রাতের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে, তা ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি এর পূর্বে ও বাচ্চা প্রসব করছিল কিন্তু এটা স্মরণ নেই যে, কতদিন রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল। তাহলে এ ক্ষেত্রেও আলোচ্য মাসয়ালা কার্যকর হবে। অর্থাৎ ৪০ দিন ও রাত নিফাসের এবং অবশিষ্ট (দিন-রাতগুলো) ইস্তিহাযার (রক্ত হিসেবে গণ্য হবে)। আর যদি ১ম বাচ্চা প্রসবের পর রক্ত প্রবাহিত হওয়ার দিন স্মরণ থাকে। উদাহরণ স্বরূপ: ১ম যে বাচ্চা প্রসব হয়েছিল, তখন ৩০ দিন ও রাত রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল। এক্ষেত্রেও ৩০ দিন ও রাত নিফাস হিসেবে গণ্য হবে বাকীগুলো ইস্তিহাযা। যেমন ১ম বাচ্চা প্রসবের পর ৩০ দিন ও রাত রক্ত এসেছিল, আর ২য় সন্তান প্রসবের পর ৫০ দিন ও রাত রক্ত প্রবাহিত হল। তাহলে ৩০ দিন নিফাস হিসেবে গণ্য হবে অবশিষ্ট ২০ দিন ও রাত ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য হবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা)

গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায় তবে.....?

গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে গেল এবং সন্তানের কোন অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। যেমন- হাত, পা, অথবা আঙ্গুল সমূহ, তাহলে এই রক্ত নিফাস হিসেবে গণ্য হবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

নতুবা যদি তিন দিন ও রাত পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল এবং এরপূর্বে ১৫ দিন পবিত্র থাকার সময় কাল অতিবাহিত হল, তাহলে তা হায়েয হবে। আর যেটা তিনদিনের পূর্বে বন্ধ হয়ে গেল অথবা এখনও সম্পূর্ণ ১৫ দিন পবিত্র অবস্থায় অতিবাহিত হয়নি, তাহলে তা ইস্তিহাযা। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা)

কিছু ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

সন্তান প্রসবের পর হতে নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত মহিলাকে প্রসূতি বলে। এমন মহিলা অর্থাৎ- প্রসূতিকে প্রসবাগার থেকে বের করা জায়েয। তাকে সাথে আহার করান বা তার উচ্চিষ্ট খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কিছু ইসলামী বোনেরা প্রসূতির খাবার প্লেট পর্যন্ত আলাদা করে দেয়। বরং ঐ প্লেটকে **আল্লাহ্**র পানাহ! এক ধরণের অপবিত্র বা নাপাক মনে করে। এসব অনর্থক প্রথা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অনুরূপ ভাবে এই মাসয়ালাও মনগড়া যে, প্রসূতি যখন গোসল করবে তখন সে ৪০ বদনা পানি দিয়ে গোসল করবে অন্যথায় গোসল হবেনা (পবিত্র হবেনা)। সঠিক মাসয়ালা হল এটা: তার (প্রসূতির) প্রয়োজন অনুসারে পানি ব্যবহার করবে।

ইস্তিহাযার বিধান

(১) ইস্তিহাযা অবস্থায় নামায ও রোযা মাফ নেই। এমন মহিলার সাথে সহবাস করা হারাম নয়। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)

(২) ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার কা'বা শরীফে প্রবেশ করা, তাওয়াফ করা, অযু করে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা এবং এর তিলাওয়াত করা এ সমস্ত কার্যাদীও জায়েয। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) ইস্তিহাযা যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, (বারংবার রক্ত আসার কারণে) তার এতটুকু সুযোগ হচ্ছেনা, অযু করে ফরয নামায আদায় করবে। তাহলে এক ওয়াক্ত নামাযের সম্পূর্ণ সময় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে মাযুর (অক্ষম) বলা হবে। এক অযু দিয়ে সে ওয়াক্তের মধ্যে যতটুকু নামায চাই পড়ে নিবে, রক্ত প্রবাহিত হওয়ার দ্বারা তার অযু ভঙ্গ হবেনা।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা)

(৪) যদি কাপড় ইত্যাদি দিয়ে এতটুকু পর্যন্ত সময় রক্ত বন্ধ রাখতে পারে, যাতে অযু করে ফরয আদায় করা যায়, তাহলে তার ওযর হিসেবে গণ্য হবেনা (অর্থাৎ- এমতাবস্থায় মাজুর বলা যাবেনা)। (প্রাগুক্ত)

হায়েয ও নিফাসের ২১ টি বিধান

(১) হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নামায পড়া ও রোযা রাখা হারাম।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা। আলগিরী. ১ম খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)

(২) উভয় অবস্থায় নামায মাফ, কাযাও পড়তে হবে না, তবে রোযার কাযা অন্য সময়ে আদায় করা ফরয। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা) এ ব্যাপারে ইসলামী বোনেরা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। (মহিলাদের) একটা অংশ এমনও রয়েছে যারা রোযার কাযা আদায় করেনা। দয়া করে অবশ্যই রোযার কাযা আদায় করুন, অন্যথায় জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করা যাবেনা।

(৩) হায়েয ও নিফাস অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা হারাম। চাই দেখে তিলাওয়াত করুক বা মুখস্ত পড়ুক। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদ স্পর্শ করাও হারাম। হ্যাঁ! যদি জুযদানের মধ্যে কুরআন মজীদ থাকে তবে ঐ জুযদান স্পর্শ করলে কোন অসুবিধা নেই।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) কুরআন মজীদ তিলাওয়াত ছাড়া অন্য সব যিকির, তাসবীহ, দরূদ শরীফ, কালিমা শরীফ ইত্যাদি হায়েয ও নিফাস অবস্থায় ইসলামী বোনেরা নির্দ্বিধায় পড়তে পাবে। বরং মুস্তাহাব হল নামাযের ওয়াক্ত সমূহে অযু করে এতটুকু সময় পর্যন্ত দরূদ শরীফ ও অন্যান্য যিকির, তাসবীহ পাঠ করে নেওয়া, যতটুকু পরিমাণ সময়ে নামায পড়ত। যাতে অভ্যাস বহাল থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০১-১০২ পৃষ্ঠা)

(৫) হায়েয, নিফাস অবস্থায় সহবাস করা হারাম। এমতাবস্থায় নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত স্ত্রী লোকের শরীর পুরুষ স্বীয় কোন অঙ্গ দ্বারা স্পর্শ করবেনা, কেননা এটাও নাজায়িয। যদি কাপড় ইত্যাদি আড়াল না থাকে, উত্তেজনাবশত হোক বা না হোক। আর যদি এমন আড়াল থাকে যাতে শরীরের তাপ অনুভব হবে না, তাহলে অসুবিধা নেই। হ্যাঁ! নাভীর উপরে এবং হাঁটুর নীচে শরীর স্পর্শ করা বা চুম্বন করা জায়েয। (প্রাগুক্ত, ১০৪ পৃষ্ঠা) এ অবস্থায় স্ত্রীলোক পুরুষের শরীরের যে কোন অংশে হাত লাগাতে পারবে। (প্রাগুক্ত, ১০৫ পৃষ্ঠা)

(৬) হায়েয ও নিফাস অবস্থায় ইসলামী বোনদের মসজিদে যাওয়া হারাম। হ্যাঁ চোর বা হিংস্র প্রাণীর ভয়ে অথবা অন্য কোন কঠিন অপারগতার কারণে বাধ্য হয়ে মসজিদে চলে যায়, তাহলে তা জায়েয। কিন্তু তার উচিত হচ্ছে তায়াম্মুম করে মসজিদে যাওয়া। (প্রাগুক্ত, ১০১-১০২ পৃষ্ঠা)

(৭) হায়েয ও নিফাস বিশিষ্ট ইসলামী বোন ঈদগাহে গমন করলে কোন অসুবিধা নেই। (প্রাগুক্ত, ১০২ পৃষ্ঠা) অনুরূপভাবে ফিনায়ে মসজিদেও যেতে পারবে। যেমন- **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচীর বিস্তৃত নিচের কক্ষে যেখানে ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। সেটাও ফিনায়ে মসজিদ।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

এখানে হায়েয ও নিফাস বিশিষ্ট মহিলারা আসতে পারবে। ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। সুন্নাতে ভরা বয়ানও করতে পারবে, না'ত শরীফও পড়তে পারে, দোয়াও করাতে পারবে।

(৮) হায়েয ও নিফাস অবস্থায় যদি মসজিদের বাহিরে থাকে, আর হাত প্রসারিত করে মসজিদ থেকে কোন জিনিস উঠিয়ে নেয় বা কোন জিনিস মসজিদে রেখে দেয়, তবে তা জায়েয। (প্রাগুক্ত, ১০২ পৃষ্ঠা)

(৯) হায়েয ও নিফাস বিশিষ্ট মহিলাকে কা'বা শরীফের ভিতরে যাওয়া এবং সেটার তাওয়াফ করা, যদিও মসজিদে হারামের বাহির থেকে হয়, হারাম। (প্রাগুক্ত)

(১০) হায়েয ও নিফাস অবস্থায় স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় রাখার দ্বারা উত্তেজনা বৃদ্ধি অথবা নিজেকে আয়ত্বে রাখতে না পারার সম্ভাবনা থাকলে স্বামীর জন্য আবশ্যক হচ্ছে; স্ত্রীকে নিজের বিছানায় না রাখা। বরং যদি প্রবল ধারণা হয় যে, কামভাব আয়ত্বে রাখতে পারবে না, তাহলে স্বামী এমতাবস্থায় স্ত্রীকে নিজের সাথে বিছানায় রাখা গুনাহ। (প্রাগুক্ত, ১০৫ পৃষ্ঠা)

(১১) হায়েয ও নিফাস অবস্থায় স্ত্রী সহবাস জায়েয মনে করা কুফরী এবং হারাম মনে করে সহবাস করে নিল, তবে অত্যন্ত কঠিন গুনাহগার হল। এর জন্য তওবা করা ফরয। আর যদি হায়েয ও নিফাসের শুরুতে এমন করল, তবে এক দিনার[১] এবং যদি শেষ হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে করল, তবে আধা দিনার দান করা মুস্তাহাব। (প্রাগুক্ত, ১০৪ পৃষ্ঠা) এখানে স্বর্ণ দেওয়াই অত্যন্ত উপযোগী এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)

---

[১] ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৪র্থ খন্ডের ৩৫৬ পৃষ্ঠায় এক দিনারকে ১০ দিরহামের সমপরিমাণ লিখা হয়েছে। সেখান থেকে সংকলন করে দিনার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দুই তোলা সাড়ে সাত মাশা (৩০.৬১৮ গ্রাম) রূপা অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

যাতে **আল্লাহ্ তাআলার** শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। এটার উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, দান-খয়রাত করে দেওয়ার মনমানসিকতা তৈরী করে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) জেনে বুঝে সহবাসে লিপ্ত হওয়া, যদি এমন করে, তবে কঠিন গুনাহগার এবং জাহান্নামের হকদার হল। দুররে মুখতার-এ রয়েছেঃ এটার ব্যয়ের খাত সেটাই, যেটা যাকাতের রয়েছে। মহিলার উপরও সদকা করা কি মুস্তাহাব? প্রকাশ থাকে যে, মহিলার উপর এই বিধান প্রযোজ্য নয়। (দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৫৪৩ পৃষ্ঠা)

(১২) রোযা অবস্থায় যদি হায়েয ও নিফাস শুরু হয়ে যায়। তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে, তার কাযা আদায় করতে হবে। আর ফরয (রোযা) হলে কাযা (আদায় করা) ফরয, আর নফল হলে কাযা (আদায় করা) ওয়াজিব। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)

(১৩) হায়েয যদি পূর্ণ ১০ দিন পর শেষ হয় তাহলে পবিত্র হতেই তার সাথে সহবাস করা জায়েয। যদিও এখনো পর্যন্ত গোসল করেনি। কিন্তু মুস্তাহাব হল গোসলের পর সহবাস করা। (প্রাগুক্ত, ১০৫ পৃষ্ঠা)

(১৪) যদি ১০ দিনের কমে হায়েয বন্ধ হয়ে যায় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত গোসল করবে না, বা ঐ নামাযের সময় যে (সময়ে) পবিত্র হয়েছে তা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা জায়েয নয়। (প্রাগুক্ত)

(১৫) হায়েয ও নিফাস অবস্থায় তিলাওয়াতে সিজদাও (দেওয়া) হারাম এবং সিজদার আয়াত শ্রবণ করার দ্বারা তার উপর সিজদা (দেওয়া) ওয়াজিব নয়। (প্রাগুক্ত, ১০৪ পৃষ্ঠা)

(১৬) রাতে ঘুমানোর সময় মহিলা পবিত্র ছিল এবং ভোরবেলা যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হল তখন হায়েযের চিহ্ন দেখা গেল, তাহলে সে সময় থেকে হায়েযের বিধান প্রযোজ্য হবে, রাত থেকে হায়েয বিশিষ্ট (মহিলা) হিসাবে গন্য করা যাবে না। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১৭) হায়েয বিশিষ্ট (মহিলা) সকাল বেলা ঘুম থেকে জাগ্রত হল এবং ভাজ করা কাপড়ের উপর হায়েযের কোন চিহ্ন নেই। তাহলে রাত থেকেই পবিত্র সাব্যস্ত হবে। (প্রাগুক্ত)

(১৮) যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত প্রবাহিত হবে নামায বর্জন করবে অবশ্য যদি রক্ত প্রবাহিত হওয়া দশ দিন ও রাত পূর্ণ হয়ে সামনে অগ্রসর হয়, তাহলে গোসল করে নামায পড়া আরম্ভ করবে। এটা ঐ অবস্থায় হবে, যদি পূবের হায়েযও ১০ দিন ও রাত এসে থাকে। আর যদি পূর্বের হায়েয ১০ দিনের কম ছিল, যেমন- ৬ দিনের ছিল তবে এখন গোসল করে ৪ দিনের নামায কাযা আদায় করবে এবং যদি পূর্বের হায়েয চার দিনের ছিল তাহলে ছয়দিনের নামায কাযা করবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

(১৯) যে হায়েয পূর্ণ সময় সীমা তথা পূর্ণ দশ দিনের কম সময়ে বন্ধ হয়ে যায় তার দুটি অবস্থা (১) হয়ত মহিলার স্বাভাবিক নিয়মের কম সময়সীমায় (হায়েয) বন্ধ হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ তার ১ম মাসের মধ্যে যতদিন হায়েয এসেছিল ততদিন এখনো অতিবাহিত হয়নি কিন্তু রক্ত বন্ধ হয়ে গেল অতএব, এমতাবস্থায় সহবাস বৈধ নয় যদিও বা গোসলও করে নেয়। (২) আর যদি স্বাভাবিক নিয়মের কম সময় সীমায় হায়েয না আসে, যেমন- প্রথম মাসে সাত দিন হায়েয আসল এবারও সাত দিন বা আট দিন হায়েয এসে বন্ধ হয়ে গেল অথবা এটা প্রথম হায়েয যা এ মহিলার আসল আর ১০ দিনের কম সময়ের মধ্যে বন্ধ হল। তবে এমতাবস্থায় সহবাস জায়েয হওয়ার জন্য দুটি বিষয় থেকে একটি বিষয় জরুরী। (ক) হয়তো মহিলা গোসল করে নিবে আর যদি রোগের কারণে বা পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করার প্রয়োজন হয় তবে তায়াম্মুম করে নামাযও আদায় করে নিবে শুধুমাত্র তায়াম্মুম সথেষ্ট নয়।

www.dawateislami.net

(খ) অথবা মহিলা গোলস না করে তাহলে এমন হয় যে, এ মহিলার উপর কোন ফরয নামায ফরয হয়ে যায়। অর্থাৎ- পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কোন নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, যাতে কমপক্ষে সে এতটুকু সময় পায়, যেটাতে সে গোসল করে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি চাদর পরিধান করে তাকবীরে তাহরীমা বলতে পারে। তবে এমতাবস্থায় পবিত্রতা অর্জন ছাড়া অর্থাৎ গোসল করা ব্যতীতও তার সাথে সহবাস করা জায়েয হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

(২০) নিফাসে রক্ত প্রবাহিত হয়, যদি পানি প্রবাহিত হয়, তাহলে সেটা কোন বিষয় নয়। সুতরাং চল্লিশ দিনের মধ্যে যখনই রক্ত প্রবাহিত হবে, প্রসবের পর থেকে রক্ত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সবগুলো দিন নিফাস হিসাবেই গণ্য হবে। যে দিনগুলোর মধ্যভাগে রক্ত না আসার কারণে খালি থেকে যায়, সেটাও নিফাস হিসাবে গন্য হবে। যেমন- সন্তান প্রসবের পর ২ মিনিট পর্যন্ত রক্ত এসে বন্ধ হয়ে গেল। মহিলা পবিত্রতা ধারণা করে গোসল করে নিল এবং নামায, রোযা ইত্যাদি আদায় করতে রইল, কিন্তু ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার ২ মিনিট বাকী ছিল পুনরায় রক্ত এসে গেল, তাহলে এই দিনগুলো নিফাস হিসাবে গন্য হবে নামায সমূহ অনর্থক হয়ে গেল। ফরয বা ওয়াজিব রোযা বা পূর্বের কাযা নামায যতগুলি পড়া হয়েছে সেগুলো পুনরায় আদায় করতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

(২১) হায়েয বিশিষ্ট মহিলার হাতে তৈরী কৃত খাবার খাওয়া জায়েয। তাকে সঙ্গে নিয়ে আহার করাও জায়েয। এই বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা ইহুদী ও অগ্নি পূজারীদের কাজ, কেননা তারা এমন করে থাকে। (প্রাগুক্ত, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

হায়েয ও নিফাস সম্পর্কিত ৮টি মাদানী ফুল

(১) হায়েয ও নিফাস অবস্থায় ইসলামী বোনেরা দরস দিতে পারবে, বয়ান ও করতে পারবে, ইসলামী বই পুস্তক স্পর্শ করাতে কোন অসুবিধা নেই। কুরআনুল করীমকে হাত, আঙ্গুলীর মাথা বা শরীরের কোন অঙ্গ দ্বারা স্পর্শ করা হারাম। এমনকি কোন কাগজের উপর যদি কেবল কুরআনুল করীমের আয়াত লিখা থাকে, অন্য কোন ইবারত লিখা না থাকে তাহলে সে কাগজের সামনে পিছনে যে কোন অংশ, পার্শ্ব স্পর্শ করার অনুমতি নেই।

(২) কুরআনুল করীম অথবা কোরআনের আয়াত অথবা তার অনুবাদ পাঠ করা এবং স্পর্শ করা উভয়টি হারাম।

(৩) কুরআনুল করীম যদি জুযদানে (কাপড় আবৃত) থাকে তাহলে জুযদানে হাতে স্পর্শ করাতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপ রুমাল ইত্যাদি এমন কোন (আলাদা) কাপড় দিয়ে স্পর্শ করা যা নিজের সাথে এবং কুরআন শরীফের সাথে লাগানো নয় তাহলে জায়েয। জামার আস্তিন, ওড়নার আঁচল, এমনকি চাদরের এক প্রান্ত নিজের কাঁধের উপর রয়েছে এমতাবস্থায় সেটির অপর প্রান্ত দিয়ে স্পর্শ করাও হারাম। কেননা, এসব তারই সাথে লাগানো রয়েছে। যেমন- কুরআন শরীফের সাথে সেটির চুলি বা ছোট কাপড় লাগানো থাকে।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

(৪) কুরআনুল করীমের আয়াত দোয়ার নিয়তে অথবা তাবাররুকের নিয়্যতে যেমন- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অথবা শোকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে অথবা হাঁচি দেওয়ার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অথবা দুঃসংবাদের সময় اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ বলল বা প্রশংসার নিয়্যতে সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা অথবা আয়াতুল কুরসি কিংবা সূরা হাশরের শেষের ৩ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে এবং

www.dawateislami.net

এই সব সূরা কুরআন (তিলাওয়াতের) নিয়্যতে না হলে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপ ভাবে "তিন কুল" قُلْ শব্দটি ছাড়া সানা বা প্রশংসার নিয়্যতে পাঠ করতে পারবে। কিন্তু قُلْ শব্দটি সহকারে পাঠ করতে পারবেনা, যদিও সানা বা প্রসংশার নিয়্যতই হোক। কেননা, এমতাবস্থায় তা কুরআন (তিলাওয়াত) হওয়া নির্দিষ্ট/ অন্তর্ভূক্ত। নিয়্যতের কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

(৫) যিকির, দরূদ ও সালাম, নাত শরীফ পাঠ করা, আযানের জওয়াব দেওয়া ইত্যাদিতে কোন ক্ষতি নেই। যিকিরের হালকায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। বরং যিকির করাতেও পারবে।

(৬) বিশেষ করে এ কথা স্মরণ রাখবেন! (উক্ত দিনে) নামায ও রোযা হারাম। (প্রাগুক্ত, ১০২ পৃষ্ঠা)

(৭) এমতাবস্থায় অন্যের দেখাদেখিতে বা লোকেরা কি বলবে এভয়ে কখনো নামায আদায় করবেন না। কেননা, ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی এমনও পর্যন্ত বলেছেন: ওজর ছাড়া জেনে-শুনে অযু বিহীন নামায আদয় করা কুফরী, যদি তা জায়েয মনে করে বা ঠাট্টা বিদ্রুপ সহকারে এই কাজ করে। (মিনাহুর রাওযুল আযহার, ৪৬৮ পৃষ্ঠা)

(৮) ঐ দিনের নামাযের কাযা নেই। তবে রমজানুল মুবারকের রোযার কাযা (আদায় করা) ফরয। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা) যতক্ষণ কাযা রোযা নিজ দায়িত্বে বহাল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত নফল রোযা গ্রহণযোগ্য হওয়ার আশা নেই। উপরোক্ত বিধনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত ২য় খন্ডের ৯১ পৃষ্ঠা হতে ১০৯ পর্যন্ত অধ্যয়ন করার প্রত্যেক ইসলামী বোনের প্রতি শুধু আবেদন নয় বরং কঠোর নির্দেশ রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নারী জাতীয় রোগ সমূহের ঘরোয়া চিকিৎসা

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ্র প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্**র জন্য পরস্পর ভালবাসাকারীগণ যখন পরস্পর সাক্ষাত করে এবং মুসাফাহা করে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দুরূদ শরীফ প্রেরণ করে তখন তারা উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"

(মসনদে আবী ইয়ালা, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৯৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনেরা! প্রত্যেকের শারীরিক অবস্থা আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। একই ধরনের ঔষধ কারো জীবন বাঁচানোর কাজ করে, আবার কারো জন্য মৃত্যুর বার্তা নিয়ে আসে। তাই কিতাব সমূহে বর্ণিত (এবং এ কিতাবেও) অথবা সাধারণ মানুষের নির্দেশিত চিকিৎসা শুরু করার পূর্বে স্বীয় ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া জরুরী। একটি মাদানী ফুল এটাও গ্রহণ করে নিন; বার বার পরিবর্তন না করে বরং এক ডাক্তার থেকে চিকিৎসা করা উচিত, কেননা সে শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

রোগ থেকে মুক্তির জন্য .....

পূরাতন নারী জাতীয় রোগ সমূহ থেকে মুক্তি এবং ভবিষ্যতে তা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ইসলামী বোনেরা এই বস্তুগুলো অধিক হারে ব্যবহার করবে। (১) বীট/ বীট চিনি (২) পাতা জাতীয় সবজী (৩) শাক (৪) সোয়াবিন (৫) চোলাঈর শাক (৬) সরিষার শাক (৭) টক পাতা অসুস্থ/ সুস্থ সকলে এটা খাবেন, তরকারী থেকে সেটা বের করে ফেলে দিবেন না (৮) ধনে পাতা (৯) পুদিনা (১০) কালো ও সাদা চনা (১১) ডাল সমূহ (১২) পাউরুটি।

অনিয়মিত ঋতুস্রাব হওয়ার ক্ষতিকর দিক

হায়েয বা ঋতুস্রাব যদি স্বাভাবিক ভাবে না আসে বা কষ্টের মাধ্যমে আসে অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার দ্বারা অনেক প্রকারের রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন চক্কর লাগা, মাথা ব্যথা এবং রক্ত খারাপ হওয়ার রোগ সমূহ যেমন- চুলকানি, ফোঁড়া, ফোস্কা ইত্যাদি।

অনিয়মিত ঋতুস্রাব ও ভয়ানক স্বপ্ন

হায়েয বা ঋতুস্রাব নিয়মিত না হওয়ার কারণে অসুস্থ মহিলাকে অন্য পেরেশানী ছাড়া ভয়ানক স্বপ্ন ও বিপদগ্রস্ত করে। এমনকি অনেক সময় আমিল বা বৈদ্য "জ্বিনের আচর" বলে আরো বেশি আতঙ্কিত করে দেয়। অথচ সেটা জ্বিনের আচর নয়। ইসলামী বোন বা ইসলামী ভাইয়েরা যে কোন কারণে ভয়ানক স্বপ্ন দেখতে পারে। তাই প্রতিদিন শোয়ার সময়ে يَا مُتَكَبِّرُ ২১ বার (আগে পরে একবার দুরূদ শরীফ) পাঠ করবে। নিয়মিত এই আমল করার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্বপ্নে ভয় পাবেনা।

www.dawateislami.net

অধিক হায়েযের (রক্তস্রাবের) দুটি প্রতিকার

(১) অধিক স্রাব প্রবাহিত হলে, (মাথা) চক্কর মারলে সামান্য তুলশী পাতার রসের মধ্যে এক চামচ মধু মিশিয়ে পান করা উপকারী। (২) ছয় গ্রাম ধনিয়া আধা কেজি পানির মধ্যে এমন ভাবে রান্না করবে যাতে পানি অর্ধেক হয়ে যায়। এরপর চুলা থেকে নামিয়ে এক চামচ মধু মিশিয়ে কুসুম গরম অবস্থায় পান করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ খুব দ্রুত উপকার হবে। (সময়সীমা- ২০ দিন)

মাসিকের ৩টি চিকিৎসা

(১) হিং খাওয়ার দ্বারা গর্ভাশয় (বাচ্চা দানি) সংকোচিত হয় এবং হায়েয স্বাভাবিক ভাবে আসে। (২) ১২ গ্রাম কালো তিল, ১ পোয়া পানিতে খুব সিদ্ধ করুন যখন ৩ ভাগ পানি শুকিয়ে যাবে তখন তাতে কিছু গুড় ঢেলে পুনরায় সিদ্ধ করুন। (পান করার উপযোগী হওয়ার পর) এই পানি পান করার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাসিকের কষ্ট কমে যাবে এবং সঠিক সময়মত (মাসিক) হবে। (৩) কাঁচা পিয়াজ খাওয়ার দ্বারা মাসিক/ ঋতুস্রাব স্বাভাবিক ভাবে আসে এবং ব্যথা হয় না।

হায়েয বন্ধ হওয়ার ৬টি চিকিৎসা

(১) যদি গরম অথবা শীতের কারণে হায়েয বন্ধ হয়ে যায়, তবে এক কাপ মিষ্টি জিরার রসের মধ্যে একটি ছোট চামচে তরমুজের বীচির মজ্জা এবং এক চামচ মধু মিশিয়ে সকাল সন্ধ্যা পান করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে। বেশি করে পানি পান করবে। সম্ভব হলে প্রতিদিন ১২ গ্লাস পানি পান করবে।

www.dawateislami.net

(২) ২৫ গ্রাম গুড় ও ২৫ গ্রাম মিষ্টি জিরা এক কেজি পানিতে সিদ্ধ করুন। আনুমানিক পানি যখন এক পেয়ালা হয়ে যাবে তখন ছেকে গরম গরম পান করে নিন। আরোগ্য হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন, সকাল সন্ধ্যা এ চিকিৎসা করুন। (৩) প্রত্যেক খাবারের সাথে রসুনের একটি কোষ চিকন করে কেটে গিলে ফেলুন, আর উত্তম হচ্ছে সিদ্ধ করে পান করুন। (নামায এবং যিকির ও দরূদের জন্য মুখ ভালভাবে পরিস্কার করুন। যাতে দুর্গন্ধ চলে যায়)। (৪) তিনটি শুকনো খেজুর বাদামের মজ্জা ১০ গ্রাম, নারিকেল ১০ গ্রাম এবং কিছমিছ ২০ গ্রাম হায়েযের দিন সমূহে প্রতিদিন গরম দুধের সাথে ব্যবহার করুন। (৫) হায়েযের দিন আসার এক সপ্তাহ পূর্বে প্রতিদিন দুধের সাথে ২৫ গ্রাম মিষ্টি জিরা ব্যবহার করুন। (৬) আলু, মুশর ও শুকনো খাবার মাসিকের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে, তাই সে সময়ে এগুলো পরিহার করুন।

হায়েযের ব্যথার চিকিৎসা

২৫ গ্রাম গুড় এবং গাজরের বীজ ১৫ গ্রাম দুই গ্লাস পানির মধ্যে সিদ্ধ করুন, যখন আধা গ্লাস পানি থেকে যাবে তখন ছেকে পান করে নিন। যদি হায়েয ব্যথা সহকারে এসে থাকে, তবে তার নির্দিষ্ট সময়ে ব্যথা ছাড়া আসতে থাকবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

বন্ধ্যা স্ত্রী লোকের ৩টি প্রতিকার

(১) প্রত্যেক নামাযের পর স্বামী স্ত্রী উভয়ে (আগে ও পরে একবার দরূদ শরীফ সহকারে) কুরআন করীমে বর্ণিত এই দোয়ায়ে ইব্রাহিমী عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তিনবার পাঠ করবে:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ ۖ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿۴۰﴾

رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿۴۱﴾[২]

(২) উভয়ে প্রত্যেক নামাযের পর (আগে ও পরে একবার দরূদ শরীফ) দোয়া যাকারীয়া عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও তিনবার করে পাঠ করবে:

رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِیْعُ الدُّعَآءِ ﴿۳۸﴾[২]

(৩) একটি জায়ফল গুড়ো করে সাত ভাগ করুন। মহিলা তিনমাস পর্যন্ত প্রতিদিন ১ ভাগ করে সকালে পানি দ্বারা ব্যবহার করবে। কিন্তু হায়েযের সময় ব্যবহার করবেনা। (৪) ১২ গ্রাম মিষ্টি জিরা ও ৫০ গ্রাম গুলকান্দ প্রতিদিন রাতে গরম দুধের সাথে খাবেন। (৫) আধা কেজি চিনি, আধা কেজি মিষ্টি জিরা, ২৫০ গ্রাম বাদামের মজ্জা, আধা কেজি দেশী ঘি। মিষ্টি জিরাকে গুড়ো করে গরম ঘিতে মিশিয়ে দিন অতঃপর চিনি ঢেলে দিন, এরপর চুলা থেকে নামিয়ে কুচি করা বাদাম উপরে ঢেলে দিন।

ব্যবহার পদ্ধতি: যেদিন মাসিক আরম্ভ হবে ঐ দিন থেকে স্বামী স্ত্রী উভয়ে ৩০ গ্রাম করে সকাল-সন্ধ্যা দুধের সাথে ব্যবহার করা শুরু করুন। (চিকিৎসার সময়সীমা কমপক্ষে ৯২ দিন)

---

[১] **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে আমার প্রতিপালাক! আমাকে নামায কায়েমকারী রাখো এবং আমার কিছু বংশধরকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এবং আমার প্রার্থনা কবুল করে নাও। (পারা- ১৩, সূরা- ইব্রাহিম, আয়াত- ৪০-৪১)

[২] **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার মাতা-পিতাকে ও সমস্ত মুসলমানকে, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (পারা- ৩, সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ৩৮)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

গর্ভবতীর কষ্ট লাঘবে ৬টি চিকিৎসা

(১) দেশীয় ঘি এর মধ্যে রান্না করা হিং (মিশ্রণ করে) খাওয়ার দ্বারা প্রসব বেদনা এবং চক্কর লাগার মধ্যে উপকার হবে। (২) গর্ভবতীর যদি ক্ষুধা না লাগে তাহলে দু চামচ আদা'র রসে সুপারী পরিমাণ গুড় এবং এক চতুর্থাংশ চামচ আজমা'র চূর্ণ মিশিয়ে সকাল ও সন্ধ্যায় ব্যবহার করার দ্বারা খুব ক্ষুধা লাগবে। (৩) গর্ভের মধ্যবর্তী সময়ে যদি জ্বর এবং প্রসবের পর কোমর ব্যথা হয় তাহলে আধা চামচ শুকনো আদার গুড়ো, আধা চামচ আজমা এবং আধা চামচ দেশী ঘি মিশিয়ে সকাল ও সন্ধ্যা খাওয়াবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্বস্তি পাওয়া যাবে (৪) গর্ভবতী প্রতিদিন মালটা এবং একটি ছোট আপেল খাবে। যদি অপারগ হয় তারপরও আয়রণের ঔষধ কম থেকে কম ব্যবহার করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রত্যেক প্রকারের রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে, আর বাচ্চা সুন্দর হবে। আপেল ও আয়রণের ঔষধ বেশি খাওয়ার দ্বারা বাচ্চা কালো ভূমিষ্ট হতে পারে। (৫) বমি, বা বমি বমি ভাব, বদ হজমি, গ্যাসের কারণে পেট ফুলে যাওয়া, কফ, পেটের ব্যথা এবং গর্ভবতীর অন্যান্য কষ্টের জন্য আজমার চূর্ণ আধা চামচ কুসুম গরম পানির সাথে সকাল ও সন্ধ্যা ব্যবহার করা অনেক উপকারী। (৬) তিন গ্রাম ধনিয়া গুড়ো এবং ১২ গ্রাম চিনিকে চাউল ধোয়া পানির সাথে গর্ভবতী ব্যবহার করবে, তাহলে বমি কম হবে।

সুন্দর ও জ্ঞানী সন্তানের জন্য

গর্ভবতী যদি বেশি পরিমাণে বাংগি খায় তাহলে সন্তান সুন্দর ও সুস্থ হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ, আর যদি গর্ভবতী পরাশ সীমের বীচি বেশি পরিমাণে খায়, তবে সন্তান বিবেক সম্পন্ন হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

www.dawateislami.net

গর্ভতীর জন্য উত্তম আমল

গর্ভে যদি কোন প্রকারের কষ্ট হয় তার জন্য অনুরূপ সহজ ভাবে সন্তান প্রসবের জন্য সূরা মরিয়ম (পারা ১৫) এর ওজিফা খুবই উপকারী। প্রতিদিন গর্ভবতী নিজে পাঠ করে আপন শরীরের উপর ফুঁক দিন বা অন্য কেউ পাঠ করে ফুঁক দিবে। প্রতিদিন পাঠ করতে না পারলে যখন প্রচন্ড ব্যথা হবে অথবা বাচ্চা পেটের মধ্যে বাঁকা হয়ে গেলে, তখন পাঠ করে ফুঁক দিবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকত খুব বেশি প্রকাশ পাবে।

প্রসবে বিলম্ব

যদি প্রসবে প্রত্যাশিত ব্যথা শুরু হতে বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে বেশি পুরাতন গুড় ৩০/৪০ গ্রাম নিয়ে ১০০ গ্রাম পানিতে গরম করুন। যখন গুড় মিশে যাবে, তখন "সুহাগা" এবং পিটকিরি দুই গ্রাম মিশিয়ে পান করালে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ খুব সহজে সন্তান প্রসব হবে।

যদি বাচ্চা পেটে বাঁকা হয়ে যায় তাহলে.....

সূরা ইনশিকাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত তিনবার পাঠ করবে। (আগে ও পরে তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে) আয়াতের শুরুতে প্রতিবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করবে। পাঠ করে পানির মধ্যে ফুঁক দিয়ে পান করুন। প্রতিদিন এ আমল করতে থাকুন। সময়ে সময়ে এ আয়াত সমূহের অযীফা পাঠ করুন। অন্য কেউ ও দম করতে পারে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বাচ্চা সোজা হয়ে যাবে। প্রসব বেদনার জন্যও এই আমল উপকারী।

www.dawateislami.net

সাদা স্রাব

(১) তিন গ্রাম করে জিরা ও চিনি পিষে মিশিয়ে নিন। এই চূর্ণকে পরিমাণ মত চাউল ধোয়ার পানিতে মিশিয়ে পান করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাদা স্রাব পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। (২) ৬ গ্রাম খাঁটি ঘি আর একটি পাকা কলা এক সাথে খাওয়ার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পানি পরা বন্ধ হয়ে যাবে।

গর্ভের হিফাযতের ৭টি চিকিৎসা

(১) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (হরকত দেওয়ার প্রয়োজন নেই অবশ্য ৪ দুইটির গোলাকৃতি খোলা রাখুন) কোন কাগজের মধ্যে ৫৫ বার লিখে (অথবা লিখায়ে) প্রয়োজনে তাবীজের মত ভাজ করে মোম বা প্লাষ্টিক অথবা কাপড় কিংবা রেকসিন বা চামড়া দিয়ে সেলাই করে গলায় কিংবা হাতের বাহুতে বেধেঁ নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ গর্ভের ও হিফাযত হবে এবং বাচ্চাও বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। যদি ৫৫ বার (আগে ও পরে ১ বার দরূদ শরীফ সহকারে) পাঠ করে পানির উপর ফুঁক দিয়ে রেখে দিন, জন্ম হওয়ার পরই বাচ্চার মুখে লাগিয়ে দিন, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বাচ্চা বুদ্ধিমান হবে এবং বাচ্চাদের ভবিষ্যতে হওয়া রোগ থেকেও নিরাপদ থাকবে। যদি এটা পড়ে যায়তুন শরীফের তেলের মধ্যে ফুঁক দিয়ে বাচ্চার শরীরে ধীরে ধীরে মালিশ করে দেয়া হয়, তবে অত্যন্ত উপকারী, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পোকা-মাকড় এবং অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণী বাচ্চা থেকে দূরে থাকবে। এরকম ফুঁক দেয়া যায়তুন তেল বড়দের শরীরের ব্যথার জন্য মালিশ করাও খুবই উপকারী। (ফয়যানে সুন্নাত, ১ম খন্ড, ৯৯৫ পৃষ্ঠা) (২) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (হরকত দেওয়ার প্রয়োজন নেই অবশ্য ৪ দুইটির গোলাকৃতি খোলা রাখুন) কোন বাসনে বা কাগজে ১১ বার লিখে ধৌত করে স্ত্রীকে পান করান। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ গর্ভ সংরক্ষণ থাকবে।

www.dawateislami.net

যে মহিলার দুধ আসে না অথবা কম আসে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার জন্যও এ আমল উপকারী। ইচ্ছা করলে একদিন পান করান অথবা কিছু দিন পর্যন্ত প্রতিদিন লিখে পান করান প্রত্যেক রকমের অধিকার রয়েছে। (৩) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ১১১ বার কোন কাগজে লিখে গর্ভবতীর পেটে বেঁধে দিন এবং প্রসব হওয়া পর্যন্ত বেঁধে রাখুন (প্রয়োজনে কিছুক্ষণের জন্য খুলে রাখলে অসুবিধা নেই)। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ গর্ভ সংরক্ষণ থাকবে এবং বাচ্চাও সুস্থ ভাবে জন্ম গ্রহণ করবে। (ফয়যানে সুন্নাত, ১ম খন্ড, ১২৯৬ পৃষ্ঠা) (৪) গর্ভ সংরক্ষণের জন্য গর্ভের শুরু থেকে বাচ্চা দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা পর্যন্ত প্রতিদিন একবার সুরা আস্-সামশ (৩০ পারা) পাঠ করুন। (৫) গর্ভ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে প্রতিদিন ফজর নামাযের পর স্বামী তার গর্ভবতী স্ত্রীর পেটে শাহাদত আঙ্গুলী রেখে দশ বার গোলাকৃতি বানাবে এবং প্রতিবার আঙ্গুলী ঘোরানোর সময় يَا مُبْتَدِئُ পাঠ করবে। (৬) يَارَقِيْبُ সাতবার প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর নিজের পেটে হাত রেখে গর্ভবতী পাঠ করবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বাচ্চা নষ্ট হবেনা। (৭) যে মহিলার গর্ভ নষ্ট যায় তার উচিত হচ্ছে (গর্ভের) শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে শুকনো ধনিয়া ২১ দানা এবং সন্ধ্যায় কালো জিরা দুই মিনিট ঠান্ডা পানির সাথে মিশিয়ে গিলে ফেলবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নির্দিষ্ট সময়ে সুস্থ সন্তান প্রসব হয়ে যাবে।

লিউকোরিয়ার চিকিৎসা

(১) নাস্তা খাওয়ার পর তিনটি শুকনো আনজির (ফল) খাবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

ইরকুন্নিসার ২টি চিকিৎসা

(১) প্রতিদিন ব্যথার স্থানে হাত রেখে আগে ও পরে দরূদ শরীফ, সূরা ফাতিহা একবার এবং সাতবার এই দোয়া পাঠ করে দম করুন اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّیْ سُوْءَ مَا اَجِدُ (হে **আল্লাহ্!** আমার থেকে রোগ দূর করে দাও) যদি অন্য কেউ পড়ে দম করে তাহলে عَنِّیْ এর স্থলে পুরুষের জন্য عَنْهُ এবং মহিলার জন্য হলে عَنْهَا বলবে। (সময়সীমা: আরোগ্য হওয়া পর্যন্ত) (২) یَا مُحْیِیُ সাত বার পাঠ করে, গ্যাস হোক বা পেটে (কোন) অসুবিধা অথবা ইরকুন্নিসা রোগ কিংবা অন্য কোন স্থানে ব্যথা হোক বা কোন অঙ্গ নষ্ট হওয়ার ভয় হলে, নিজের উপর দম করুন। (সময়সীমা; আরোগ্য হওয়া পর্যন্ত)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অপবিত্রতার বর্ণনা

(কাপড় পাক করার পদ্ধতি সম্বলিত)

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ্‌র মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব, মুনাযযাহুন আনিল উয়ুব, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার উপর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করল, (তবে) **আল্লাহ্ তা'আলা** তার দুই চোখের মাঝখানে লিখে দেন, এই ব্যক্তি নিফাক (মুনাফেকী) ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিনে শহীদগণের সাথে রাখবেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭২৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নাজাসাতের (নাপাকীর) প্রকারভেদ

নাজাসাত দুই প্রকার: (১) নাজাসাতে গলীজা (বড় নাপাকী) (২) নাজাসাতে খফীফা (ছোট নাপাকী)। (ফতোওয়ায়ে কাজী খান, ১ম খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা)

নাজাসাতে গলীজা (বড় নাপাকী)

(১) মানুষের শরীর থেকে এমন কিছু বের হয়, যার কারণে গোসল অথবা অজু করা ওয়াজিব হয়, উহা নাজাসাতে গলীজা।

www.dawateislami.net

যেমন- পায়খানা, প্রস্রাব, প্রবাহিত রক্ত, পূঁজ, মুখভর্তি বমি, হায়েয (ঋতুস্রাবের রক্ত), নিফাস (সন্তান প্রসবের পর কিছু দিন যে রক্ত ক্ষরণ হয়) ও ইস্তিহাজার রক্ত (রোগের কারণে মহিলাদের যে রক্ত বের হয়), মনি (বীর্য), মজি (যা চরম উত্তেজনার সময় বীর্যপাতের পূর্বে বের হয়), অদি (যা প্রস্রাবের আগে পরে বের হয়)। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা) (২) যে রক্ত আঘাতের জায়গা থেকে প্রবাহিত হয় না, উহা পবিত্র। (সংশোধিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা) (৩) রোগের কারণে চোখ থেকে যে পানি বের হয় উহা নাজাসাতে গলীজা (বড় নাপাকী)। একইভাবে নাভী বা স্তন থেকে ব্যথার সাথে যে পানি বের হয় তাও নাজাসাতে গলীজা (বড় নাপাকী)। (প্রাগুক্ত, ২৬৯-২৭০ পৃষ্ঠা) (৪) স্থলভাগের প্রত্যেক পশুর প্রবাহিত রক্ত, মৃত প্রাণীর মাংস ও চর্বি অর্থাৎ যে সমস্ত পশুর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত থাকে, আর উহা যদি শরীয়াত সম্মতভাবে যবেহ ছাড়া মারা যায়, তবে তা মৃত জন্তু হিসেবেই সাব্যস্ত হবে। এমনকি অগ্নি পূজারী বা দেব-দেবীর পূজাকারী বা মুরতাদ (ধর্মত্যাগকারী) এর যবেহকৃত প্রাণীও মৃত প্রাণী হিসেবে গন্য হবে, যদিও তারা এসব হালাল প্রাণী যেমন- ছাগল ইত্যাদি এ জাতীয় পশুকে "بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَر" বলে যবেহ করে তার পরও ঐ সমস্ত পশুগুলোর মাংস, চামড়া সবকিছুই নাপাক হয়ে গেল। হ্যাঁ, মুসলমানগণ যদি হারাম পশুকেও শরয়ী পদ্ধতিতে যবেহ করে তবে তার মাংস পবিত্র, যদিওবা তা খাওয়া হারাম। শুধুমাত্র শুকুর ব্যতীত, কেননা উহা নিজেই নাপাক (অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবেই নাপাক), যা কোন ভাবেই পবিত্র হতে পারে না। (৫) হারাম চতুষ্পদ জন্তু যেমন- কুকুর, বাঘ, শিয়াল, বিড়াল, ইঁদুর, গাধা, খচ্চর, হাতি এবং শুকুর এর মল, প্রস্রাব ও ঘোড়ার পায়খানা, এবং (৬) প্রত্যেক হালাল চতুষ্পদ জন্তুর পায়খানা যেমন-গরু ও মহিষের গোবর, ছাগল ও উটের বিষ্ঠা এবং

www.dawateislami.net

(৭) যে সমস্ত পাখি আকাশে উড়ে না উহার বিষ্ঠা, যেমন-মুরগী ও হাঁস, চাই সেটা বড় হোক বা ছোট, এবং (৮) প্রত্যেক প্রকারের মদ ও নেশা জাতীয় পানীয়, খেজুরের রস (যা দ্বারা নেশা জাতীয় পানীয় প্রস্তুত করা হয় তা) এবং (৯) সাপের পায়খানা ও প্রস্রাব এবং (১০) ঐ সমস্ত জঙ্গলের সাপ ও ব্যাঙের মাংস, যেগুলোতে প্রবাহমান রক্ত থাকে, এগুলো যদিওবা যবেহ করা হয়, একইভাবে এগুলোর চামড়া যদিও শুকানো হয় এবং (১১) শুয়োরের মাংস, হাড়, লোম যদিও তা যবেহ করা হয়, এসব কিছুই নাজাসাতে গলীজা (বড় নাপাকী)। (বাহারে শরীয়াত, ২য় অংশ, ১১২, ১১৩ পৃষ্ঠা) (১২) টিকটিকি ও গিরগিটি (যা টিকটিকির চাইতে বড়, কিন্তু দেখতে টিকটিকির মত) এর রক্ত নাজাসাতে গলীজা। (প্রাগুক্ত, ১১৩ পৃষ্ঠা) (১৩) হাতির শুঁড়ের আর্দ্রতা (লালা), বাঘ, কুকুর, চিতা ও অন্যান্য হিংস্র চতুষ্পদ জন্তুর লালা নাজাসাতে গলীজা (বড় নাপাকী)। (প্রাগুক্ত)

দুধপানকারী বাচ্চার প্রস্রাব নাপাক

অধিকাংশ সাধারণ মানুষের মাঝে এই ধারণা প্রচলিত আছে, দুধপানকারী শিশু যেহেতু খাবার খায়না, এই জন্য তার প্রস্রাব নাপাক নয়। এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। দুধপানকারী ছেলে-মেয়ের প্রস্রাব-পায়খানা নাজাসাতে গলীজা (বড় নাপাকী)। দুধ পানকারী বাচ্চা যদি মুখভর্তি দুধ বমি করে দেয় তবে উহা নাজাসাতে গলীজা (বড় নাপাকী)।

(বাহারে শরীয়াত থেকে সংক্ষেপিত, ২য় খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা)

নাজাসাতে গলীজার বিধান

নাজাসাতে গলীজার বিধান হচ্ছে: যদি কাপড় বা শরীরের কোন অংশে এক দিরহাম পরিমাণের চাইতে বেশি লাগে, তবে তা পবিত্র করা ফরয। তা পবিত্র না করে যদি নামায আদায় করে, তবে নামায হবেনা।

www.dawateislami.net

আর ঐ অবস্থায় জেনে বুঝে নামায আদায় করা গুনাহের কাজ। আর যদি নামাযকে হালকা মনে করে ঐ অবস্থায় নামায পড়ে, তবে তা কুফুরী হবে। নাজাসাতে গলীজা যদি দিরহাম সমপরিমাণ কাপড় কিংবা শরীরে লেগে থাকে, তবে তা পবিত্র করা ওয়াজিব। তা পবিত্র না করে যদি নামায আদায় করে নেয়, তবে নামায মাকরূহে তাহরিমী হবে। আর এই অবস্থায় কাপড় বা শরীরকে পবিত্র করে পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব। জেনে বুঝে এই অবস্থায় নামায আদায় করা গুনাহ্। আর যদি নাজাসাতে গলীজা এক দিরহাম থেকে কম কাপড় কিংবা শরীরে লেগে থাকে তবে তা পাক করা সুন্নাত। আর যদি তা পাক না করে নামায আদায় করা হয় তবে নামায হয়ে যাবে, কিন্তু এরূপ করা সুন্নাতের পরিপন্থী। এই ধরনের নামায পুনরায় আদায় করে দেয়া উত্তম। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)

দিরহামের পরিমাণের ব্যাখ্যা

নাজাসাতে গলীজা (বড় নাপাকী) দিরহাম পরিমাণ বা এর চাইতে কম বেশি হওয়ার অর্থ হচ্ছে: নাজাসাতে গলীজা (বড় নাপাকী) যদি ঘন হয়, যেমন-পায়খানা, গোবর ইত্যাদি তবে দিরহাম দ্বারা উদ্দেশ্য সাড়ে চার মাশা অর্থাৎ- ৪.৩৭৪ গ্রাম ওজন হওয়া। এজন্য যদি নাজাসাত (নাপাকী) দিরহামের চাইতে কম বা বেশি হয়, তবে দিরহাম দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ৪.৩৭৪ গ্রাম (সাড়ে ৪ মাশা) ওজনের চাইতে কম বা বেশি হওয়া। আর যদি নাজাসাতে গলীজা পাতলা হয় যেমন- প্রস্রাব ইত্যাদি, তখন দিরহাম দ্বারা উদ্দেশ্য হবে এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ। অর্থাৎ হাতের পাতাকে খুব প্রশস্ত করে সমতল করে রাখুন এবং এর উপর আস্তে আস্তে এতটুকু পানি ঢালুন, যেন এর চাইতে বেশি পরিমাণে পানি গড়িয়ে না পড়ে, এখন পানি যতটুকু পরিমাণ প্রসারিত হয়েছে ততটুকু পরিমাণই দিরহামের উদ্দেশ্য।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় অংশ, ১১১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কোন কাপড় কিংবা শরীরে কয়েক স্থানে নাজাসাতে গলীজা (বড় নাপাকী) লাগলে এবং কোন স্থানে দিরহাম সমপরিমাণ নয়, কিন্তু সব নাপাকী মিলে দিরহামের সমপরিমাণ হবে, তবে তা দিরহামের সমান ধরা হবে। আর বেশি হলে তা বেশি ধরা হবে। নাজাসাতে খফীফার (ছোট নাপাকী) ক্ষেত্রেও একত্রিতকরণের উপরই হুকুম দেয়া হবে। (প্রাগুক্ত, ১১৫ পৃষ্ঠা)

নাজাসাতে খফীফা

যে সমস্ত প্রাণীর মাংস হালাল, (যেমন- গরু, বলদ বা ষাড়, মহিষ, ছাগল, উট ইত্যাদি) ঐ গুলোর প্রস্রাব, একইভাবে ঘোড়ার প্রস্রাব এবং যে সমস্ত পাখীর মাংস হারাম, চাই তা শিকারী পাখি হোক বা না হোক, (যেমন- কাক, চিল, ঈগল, বাজ), সেগুলোর বিষ্ঠা নাজাসাতে খফীফা (ছোট নাপাকী)। (প্রাগুক্ত, ১১৩ পৃষ্ঠা)

নাজাসাতে খফীফার বিধান

নাজাসাতে খফীফার (ছোট নাপাকী) হুকুম বা বিধান হচ্ছে: কাপড়ের যে অংশে বা শরীরের যেই অঙ্গে নাজাসাত (নাপাকী) লেগেছে, যদি তা সেই কাপড় বা শরীরের এক চতুর্থাংশের কম হয়, তবে তা ক্ষমাযোগ্য। যেমন- আস্তিনে (জামার হাতায়) নাজাসাতে খফীফা (ছোট নাপাকী) লাগল, যদি তা আস্তিনের এক চতুর্থাংশের (১/৪ অংশের) কম হয় বা আঁচলে লাগল, আর তা যদি আঁচলের এক চতুর্থাংশের (১/৪ অংশের) কম হয় অথবা এমনিভাবে হাতে লাগল আর তা যদি হাতের এক চতুর্থাংশের (১/৪ অংশের) কম হয় তবে তা ক্ষমাযোগ্য। অর্থাৎ উক্ত অবস্থায় আদায় করা নামায হয়ে যাবে। অবশ্য যদি পুরো ১/৪ এক চতুর্থাংশে নাপাকী লেগে যায় তবে পাক করা ব্যতীত নামায হবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

চর্বিতচর্বণের বিধান

প্রত্যেক চতুষ্পদ জন্তুর পায়খানার যেই বিধান, তাদের চর্বিতচর্বণেরও একই বিধান। (প্রাগুক্ত, ১১৩ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৬২০ পৃষ্ঠা) পশুগুলো নিজের খাওয়া খাদ্যকে পেট থেকে বের করে মুখে এনে পুনরায় চর্বণ করাকে জাবর কাটা বা চর্বিতচর্বণ বলে। যেমন- অধিকাংশ গরু এবং উট নিজ মুখ সর্বদা চিবাতে থাকে এবং তা থেকে সাবানের মত ফেনা বের হতে থাকে। ঐগুলোর (অর্থাৎ গাভী এবং উটের) জাবর কাটার সময় যেই ফেনা ইত্যাদি মুখ থেকে বের হয়, তা নাজাসাতে গলীজা।

পিত্তের হুকুম

প্রত্যেক প্রাণীর প্রস্রাবের যেই হুকুম তার পিত্তেরও (যকৃত থেকে নির্গত তিক্ত রসের) একই হুকুম। হারাম পশুর পিত্ত নাজাসাতে গলীজা, আর হালাল পশুর পিত্ত নাজাসাতে খফীফা।

(দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৬২০ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা)

পশুর বমি

প্রত্যেক পশুর বিষ্ঠার যেই হুকুম তার বমিরও একই হুকুম। অর্থাৎ যার বিষ্ঠা পবিত্র যেমন-চড়ুই বা কবুতর, ঐগুলোর বমিও পবিত্র। যার বিষ্ঠা নাজাসাতে খফীফা (ছোট নাপাকী), যেমন- বাজপাখি, কাক, ঐগুলোর বমিও নাজাসাতে খফীফা (ছোট নাপাকী)। আর যেগুলোর বিষ্ঠা নাজাসাতে গলীজা (বড় নাপাকী), যেমন- হাঁস, মুরগী, ঐগুলোর বমিও নাজাসাতে গলীজা (বড় নাপাকী)। আর বমি দ্বারা উদ্দেশ্য সেই খাদ্য বা পানীয়, যা পেট থেকে বেরিয়ে আসে। যেই প্রাণীর বিষ্ঠা নাপাক উহার পাকস্থলিও নাপাক। পাকস্থলি থেকে যে সমস্ত বস্তু বাইরে বেরিয়ে আসে, চাই তা প্রকৃতভাবে নাপাক হোক বা নাপাকের সাথে মিলে আসুক, সর্বাবস্থায় বিষ্ঠার নাপাকীর মতই নাপাক।

www.dawateislami.net

বিষ্ঠা খফীফা হলে বমিও খফীফা, আর বিষ্ঠা গলীজা হলে বমিও গলীজা। তবে যে সমস্ত বস্তু পাকস্থলিতে পৌঁছার আগেই বেরিয়ে আসে, যেমন- মুরগী পানি পান করল, আর তা এখনো গলায় আছে, এ অবস্থায় কাঁশি আসলে ঐ পানি বেরিয়ে আসল, তবে এই পানি বিষ্ঠার হুকুম রাখবেনা। কেননা, لِاَنَّهٗ مَا اسْتَحَالَ اِلٰى نَجَاسَةٍ وَّلَا لَاقٰى مَحَلَّهَا (অর্থাৎ-কেননা তা নাপাকিতে মিশেনি এবং নাপাকীর স্থানে পৌঁছেওনি।) বরং ঐগুলোকে উচ্ছিষ্টের হুকুম দেয়া হবে। যেহেতু উহা মুখের সাথে মিশে বের হয়েছে। যে সমস্ত প্রাণীর উচ্ছিষ্টকে নাজাসাতে গলীজা, বা খফীফা, বা সন্দেহযুক্ত (মাশকুক), বা মাকরুহ বা তাহির (তথা পাক) যে হুকুম দেয়া হবে, তেমনিভাবে সে সমস্ত প্রাণীর এসব বস্তুরও একই হুকুম হবে যা পেটে পৌঁছার পূর্বে বের হয়ে যায়। যে মুরগী বাইরে চলা-ফেরা করে উহার উচ্ছিষ্ট মাকরূহ, তাহলে সেটার ফিরে আসা পানিও মাকরূহ হবে। আর যদি পেটে পৌঁছার পর বেরিয়ে আসে তবে তা নাজাসাতে গলীজা।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যা সংশোধিত, ৪র্থ খন্ড, ৩৯০-৩৯১ পৃষ্ঠা)

দুধ ও পানির মধ্যে যদি নাপাকী পড়ে, তবে .....?

নাজাসাতে গলীজা বা খফীফার যে পৃথক পৃথক হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে তা তখনই কার্যকর হবে যখন কাপড় কিংবা শরীরে লাগে। যদি কোন তরল পদার্থ, যেমন- দুধ বা পানি ইত্যাদিতে নাজাসাত পড়ে, চাই তা গলীজা হোক কিংবা খফীফা, উভয় অবস্থায় দুধ বা পানি যার মধ্যে নাজাসাত পতিত হয়েছে, তা নাপাক হয়ে যাবে। যদি এক ফোটা নাপাকীও পতিত হয়। নাজাসাতে খফীফা যদি গলীজার সাথে মিশে যায়, তবে সবটাই নাজাসাতে গলীজাতে পরিণত হবে।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১২, ১১৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

দেয়াল, জমিন, গাছ ইত্যাদি কিভাবে পাক হবে?

(১) নাপাক জমিন যদি শুকিয়ে যায় এবং নাপাকীর চিহ্ন, অর্থাৎ- রং ও গন্ধ চলে যায় তবে সেই জমিন পবিত্র হয়ে গেল। চাই সেই নাপাকী বাতাসে বা রোদে কিংবা আগুনে শুকিয়ে থাকুক (সর্বাবস্থায় পাক হয়ে যাবে)। এমতাবস্থায় এই জমিনে নামায আদায় করতে পারবে। কিন্তু সেই জমিনে তায়াম্মুম করা যাবে না। (২) গাছ, ঘাস, দেয়াল ও এমন ইট যেগুলো জমিনের সাথে সম্পৃক্ত, এইগুলো শুকিয়ে যাওয়ার কারণে পাক হয়ে যায়, (যখন নাপাকীর চিহ্ন, রং ও গন্ধ চলে যায়)। যদি ইট জমিনের সাথে সম্পৃক্ত না থাকে, তাহলে শুকনো হলেও পাক হবে না বরং তখন ধুয়ে ফেলা আবশ্যক। তেমনিভাবে গাছ বা ঘাস নাজাসাত শুকিয়ে যাওয়ার আগে কেটে ফেললে তখন উহা পবিত্র করার জন্য ধৌত করা আবশ্যক। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা) (৩) যদি পাথর জমিন থেকে পৃথক না হয় তবে সেটি শুকিয়ে গেলেই পবিত্র হয়ে যাবে, যখন নাজাসাতের চিহ্ন চলে যায়। অন্যথায় ধৌত করা জরুরী। (প্রাগুক্ত) (৪) যে সমস্ত জিনিস জমিনের সাথে মিলিত ছিল এবং সেটা এমতাবস্থায় নাপাক হয়ে গেল। অতঃপর ঐ নাপাক শুকিয়ে যাওয়ার (এবং নাজাসাতের চিহ্ন চলে যাওয়ার) পর উহা পৃথক করা হল, তাহলে এখনো তা পবিত্র রয়ে গেল। (প্রাগুক্ত, ১২৪ পৃষ্ঠা) (৫) যে সমস্ত বস্তু শুকিয়ে যাওয়া বা ঘষে নেয়ার কারণে পাক হয়ে যায়, অতঃপর পুনরায় যদি ভিজে যায়, তবে ঐ বস্তু নাপাক হবে না। (প্রাগুক্ত) যেমন-জমিনে প্রস্রাব পড়ার কারণে উহা নাপাক হয়ে গেল, অতঃপর উহা শুকিয়ে গেল ও নাজাসাতের চিহ্নও চলে গেল তবে সে জমিন পবিত্র হয়ে গেল। এখন যদি সেই জমিন কোন পবিত্র বস্তুর কারণে ভিজে যায় তবে উহা নাপাক হবে না।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

রক্তাক্ত জমিন পবিত্র করার পদ্ধতি

শিশু কিংবা বয়স্ক কেউ যদি জমিনে প্রস্রাব বা পায়খানা করে দিল, অথবা আঘাত ইত্যাদির কারণে রক্ত বা পূঁজ অথবা পশু যবেহ করার সময় নির্গত রক্ত জমিনে পড়ল এবং পানি ছাড়া ঐভাবে কোন কাপড় ইত্যাদি দ্বারা মুছে নিল, তাহলে শুকালে এবং নাজাসাতের চিহ্ন চলে গেলে সেই জমিন পাক হয়ে যাবে এবং এর উপর নামায আদায় করা যাবে।

গোবর দ্বারা প্রলেফ দেয়া জমিন

যে জমিন গোবর দ্বারা প্রলেপ দেয়া হয়েছে, যদিও সেটা শুকিয়ে যায়, এরপরও সেই মূল জমিনের উপর নামায আদায় করা জায়েয নেই। অবশ্য এমন জমিন যা গোবর দ্বারা প্রলেপ দেয়া হয়েছে তা শুকিয়ে যাওয়ার পর সেটার উপর কোন মোটা কাপড় বিছিয়ে নামায আদায় করলে তখন নামায শুদ্ধ হবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা)

যে সমস্ত পাখির বিষ্ঠা পাক

(১) বাদুড়ের বিষ্ঠা ও প্রস্রাব উভয়টি পবিত্র। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৫৭৪ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা) (২) যে সমস্ত হালাল পাখি আকাশে উড়ে, যেমন- চড়ুই, কবুতর, ময়না, মাছরাঙ্গা/ গাংচিল ইত্যাদির বিষ্ঠা পবিত্র। (প্রাগুক্ত, ১১৩ পৃষ্ঠা)

মাছের রক্ত পবিত্র

মাছ ও পানির অন্যান্য প্রাণী এবং ছাড়পোকা ও মশার রক্ত এবং খচ্চর ও গাধার লালা এবং ঘাম পবিত্র। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

প্রস্রাবের হালকা পাতলা ছিটা

(১) প্রস্রাবের নিতান্ত হালকা-পাতলা ছিটা (যার আয়তন) সুই এর ছিদ্র পরিমাণ, যদি শরীরে বা কাপড়ে পড়ে তবে শরীর বা কাপড় পবিত্র থাকবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত) (২) যেই কাপড়ে প্রস্রাবের এমন হালকা ছিঁটা পড়ল, আর ঐ কাপড় পানিতে পড়ে গেল তবে পানি নাপাক হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা)

মাংসের অবশিষ্ট রক্ত

মাংস, তিলি, কলিজায় যে রক্ত অবশিষ্ট থেকে যায় উহা পবিত্র। আর যদি এই সমস্ত জিনিস (মাংস, তিলি, কলিজা) প্রবাহিত রক্তের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায় তখন নাপাক। ধৌত করা ছাড়া পাক হবে না। (প্রাগুক্ত)

পশুর শুকনো হাঁড়

শুয়োর ব্যতীত সমস্ত প্রাণীর ঐ হাঁড় যেগুলোতে মৃত প্রাণীর তৈল বা চর্বি লাগানো নেই, উহা পবিত্র। আর তাদের লোম এবং দাঁতও পবিত্র। (প্রাগুক্ত, ১১৭ পৃষ্ঠা)

হারাম পশুর দুধ

হারাম প্রাণীর দুধ নাপাক। অবশ্যই ঘোড়ীর দুধ পাক, কিন্তু পান করা জায়েয নেই। (প্রাগুক্ত, ১১৫ পৃষ্ঠা)

ইঁদুরের বিষ্ঠা

ইঁদূরের বিষ্ঠা (নাপাক, কিন্তু) যদি গমের সাথে মিশে পিষে যায় বা তৈলে পড়ে যায়, তবে আটা ও তৈল উভয়ই পবিত্র থাকবে। যদি স্বাদে পরিবর্তন চলে আসে তবে নাপাক।

www.dawateislami.net

আর যদি রুটির ভিতর মিশে যায়, তবে তার আশ-পাশ থেকে সামন্য কিছু পৃথক করে নিয়ে, বাকীটা খাওয়াতে কোন সমস্যা নেই।

(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৪৬, ৪৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)

যে সমস্ত মাছি নাপাকীর উপর বসে

(১) পায়খানা থেকে মাছি উড়ে এসে যদি কাপড়ে বসে, তবে কাপড় নাপাক হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা) (২) রাস্তার কাদা (বৃষ্টির কারণে হোক বা অন্য কোন কারণে হোক) পবিত্র, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটার নাপাকী হওয়া সম্পর্কে জানা যাবে না। তাই সেই কাদা পা কিংবা কাপড়ে যদি লাগে এবং ধৌত না করে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে, তবে ধৌত করা উত্তম। (প্রাগুক্ত)

বৃষ্টির পানির বিধান

(১) ছাদের উপর থেকে নালা দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়লে উহা পাক। যদিও ছাদের বিভিন্ন স্থানে নাপাকী পড়ে থাকে। এমনকি নাপাকী নালার মুখে থাকলেও। যদিও নাপাকির সাথে মিলে যে পানি পড়ে উহা পরিমাণে অর্ধেকের চাইতে কম, বা অর্ধেকের সমান বা এর চেয়ে বেশি হলেও যতক্ষণ পর্যন্ত নাপাকীর কারণে পানির কোন গুনাবলীর মধ্যে পরিবর্তন আসবে না, (অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত নাজাসাতের কারণে পানির রং, গন্ধ বা স্বাদে পরিবর্তন আসবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত এই পানি পবিত্র।) এটিই বিশুদ্ধ মত। আর এর উপর ভরসা করা যাবে। যদি বৃষ্টি থেমে যায় এবং পানির স্রোতও বন্ধ হয়ে যায়, তবে এখন ঐ জমে থাকা পানি এবং ছাদ থেকে ফোটা ফোটা করে পড়া পানি নাপাক। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(২) এমনিভাবে নর্দমা দ্বারা বৃষ্টির প্রবাহিত পানি পবিত্র, যতক্ষণ পর্যন্ত নাপাকির রং বা গন্ধ, অথবা স্বাদ এতে প্রকাশ পাবেনা। এখন বাকী রইলো এতে অজু করা (জায়েয কিনা), যদি ঐ পানিতে দৃশ্যমান নাপাকীর অংশ এমনভাবে ভেসে যেতে দেখা যায় যে, হাতে পানি নিলে নাপাকীর এক, আধা অংশ উঠার সম্ভাবনা অবশ্যই থাকে তখন উহা হাতে নেয়ার সাথে সাথে নাপাক হয়ে গেল। এর দ্বারা অজু করা হারাম। অন্যথায় (অর্থাৎ দেখা না গেলে এবং হাতে পানির সাথে উঠার সম্ভাবনা না থাকলে) অজু করা জায়েয। আর বেঁচে থাকা উত্তম। (প্রাগুক্ত) (৩) বৃষ্টির বন্ধ হওয়ার পর নর্দমার পানি থেকে গেল, যদি এর মধ্যে নাপাকীর অংশ অনুভব হয় বা এক রং ও গন্ধ অনুভব হয় তবে নাপাক অন্যথায় পাক। (প্রাগুক্ত)

গলিতে জমে থাকা বৃষ্টির পানি

নিচু গলি ও রাস্তায় বৃষ্টির যে পানি জমে থাকে উহা পবিত্র যদিও উহার রং ঘোলাটে হয়ে যায়। কোন কোন সময় নালা-নর্দমার পানিও এর সাথে মিশে যায়, কিন্তু এখানেও একই নিয়ম, নাপাকীর কারণে যদি ঐ পানির রং, স্বাদ বা গন্ধে পরিবর্তন আসে তবে নাপাক, অন্যথায় পাক। যদি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় এবং পানি প্রবাহিত হওয়াটাও বন্ধ হয়ে যায় এবং ১০ গজ দৈর্ঘ্য ও ১০ গজ প্রস্থের চাইতে কম পরিমাণ পানি থাকে, আর এতে যদি কোন নাপাকী অথবা নাপাকির অংশ দৃষ্টি গোচর হয় তবে ঐ পানি নাপাক। এমনিভাবে এতে কেউ প্রস্রাব করে দিল, তবে তা নাপাক হয়ে গেল। সেন্ডেলের মাধ্যমে যে কাদার ছিটা পায়জামার পেছনের অংশে পড়ে উহা পাক, যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত ভাবে উহা নাপাক হওয়ার বিষয়ে জানা না যায়।

www.dawateislami.net

রাস্তায় ছিটকানো পানির ছিঁটা

রাস্তায় পানি ছিঁটানোর (সময়), মাটি থেকে ছিঁটা যদি কাপড়ে পড়ে তাহলে কাপড় নাপাক হবেনা কিন্তু ধৌত করা উত্তম।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা)

ঢিলা দ্বারা পবিত্র হওয়ার পর আগত ঘাম

পায়খানা প্রস্রাবের পর ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হলো। অতঃপর ঐ স্থান থেকে ঘাম বের হয়ে কাপড়ে কিংবা শরীরে লাগল, তখন শরীর বা কাপড় নাপাক হবে না।

(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)

কুকুর যদি শরীরের সাথে লাগে

কুকুর যদি শরীর বা কাপড়ের সাথে লাগে, যদিও সেটার শরীর ভেজা থাকে তবুও কাপড় ও শরীর নাপাক হবে না। হ্যাঁ! যদি কুকুরের গায়ে নাপাকী লেগে থাকে তবে অন্যকথা (তথা নাপাক), অথবা এর লালা লাগলে নাপাক হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)

কুকুর যদি আটায় মুখ দেয় তখন .....?

কুকুর কিংবা এরকম অন্য কোন জন্তু (যেমন- শুয়োর, বাঘ, চিতা, নেকড়ে, হাতি, গন্ডার এবং অন্য কোন হিংস্র জন্তু) যেগুলোর লালা নাপাক, যদি আটাতে মুখ দেয় এবং তা খামির করা হয় তবে যেখানেই সেটা মুখ দিয়েছে সেগুলো পৃথক করে নিলে অবশিষ্টগুলো পাক, আর যদি আটা শুকনো হয় তবে যেগুলো ভিজে গেছে সেগুলো ফেলে দিবে।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

কুকুর প্লেটে মুখ দিলে

কুকুর প্লেটে মুখ দিল, আর যদি উহা চীনা মাটি বা ধাতুর পাত্র হয়, বা যদি মাটির তৈলাক্ত তৈজসপত্র অথবা যদি ব্যবহৃত চর্বিযুক্ত পাত্র হয় তবে তিন বার ধৌত করলে পাক হয়ে যাবে। অন্যথায় প্রতিবার ধৌত করার পর শুকাতে হবে। হ্যাঁ, চীনা মাটির প্লেটে যদি ছোট ছোট গুটি থাকে (যেগুলো ডিজাইনের জন্য করা হয়) অথবা যদি ডোরাকাটা দাগ (ডিজাইন) থাকে, তাহলে ধৌত করার পর তিনবার শুকালে পাক হবে, শুধুমাত্র ধৌত করলে পাক হবে না। (প্রাগুক্ত, ৬৪ পৃষ্ঠা) কলসির বাহিরের অংশে কুকুর যদি লেহন করে, তবে উহার ভিতরের পানি নাপাক হবে না। (প্রাগুক্ত)

বিড়াল যদি পানিতে মুখ দেয় তবে?

ঘরে অবস্থানকারী জানোয়ার, যেমন-বিড়াল, ইঁদুর, সাপ, টিকটিকির উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। (প্রাগুক্ত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

তিনজন মাদানী মুন্নীর মৃত্যুর বেদনাদায়ক ঘটনা

দুধ, পানি এবং পানাহারের সকল জিনিস সর্বদা ঢেকে রাখা উচিত। বাবুল মদীনা করাচীর একটি শিক্ষণীয় ঘটনা এখানে বর্ণনা করা হল। এক দম্পতি তাদের ছোট ছোট তিনজন সন্তানকে প্রতিবেশী কিংবা কোন আপনজনের নিকট রেখে হজ্ব করতে গেলেন। হজ্বের পূর্বেই হঠাৎ তিন জন মাদানী মুন্নী (কন্যা সন্তান) এক সাথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। কান্না ও বিলাপের রোল পড়ে গেল। মা-বাবা কেঁদে কেঁদে হজ্ব না করেই মক্কায়ে মুকাররমা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا থেকে বাবুল মদীনা করাচীতে এসে পৌঁছল। তদন্ত করার পর তাদের মৃত্যুর রহস্য উদঘাটন হয়ে গেল, দুধের পাত্রে ঢাকনা ছিল না, তাতে বিষাক্ত টিকটিকি পড়ে মারা গেল।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আর সেই দুধ বাচ্চারা পান করেছিল, অতঃপর ঐ টিকটিকির বিষের কারণে তাদের এই বেদনাদায়ক মৃত্যু ঘটল। কথিত আছে: যদি টিকটিকি তরল জাতীয় জিনিসে পড়ে মারা যায়, অতঃপর ফেটে যায়, তবে ১০০ জন মানুষের (মৃত্যুর) জন্য ঐ টিকটিকির বিষ যথেষ্ট।

পশুর ঘাম

যে সমস্ত পশুর উচ্ছিষ্ট নাপাক সেগুলোর ঘাম, লালাও নাপাক। আর যে সমস্ত পশুর উচ্ছিষ্ট পাক সেগুলোর ঘাম লালাও পাক। আর যে সমস্ত পশুর উচ্ছিষ্ট মাকরূহ, সেগুলোর লালা এবং ঘামও মাকরূহ।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা)

গাধার ঘাম পবিত্র

গাধা, খচ্চরের ঘাম যদি কাপড়ে লাগে তবে কাপড় পবিত্র, ঘাম যত বেশি পরিমাণই লাগুক। (প্রাগুক্ত)

রক্তাক্ত মুখে পানি পান করা

কারো মুখ থেকে যদি এত পরিমাণ রক্ত বের হয়, যার কারণে থুথু লাল হয়ে গেল আর এ অবস্থায় সে দ্রুত পানি পান করল, তবে এই উচ্ছিষ্ট (পানি) নাপাক। রক্তের লাল বর্ণ চলে গেলে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে, কুলি করে মুখ পাক করে নেয়া; আর যদি কুলি না করে এবং বেশ কয়েকবার থুথু নাজাসাতের স্থান অতিক্রম করে, চাই গিলতে হোক কিংবা থুথু নিক্ষেপের সময় হোক, এমন কি নাজাসাতের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট রইল না, তাহলে তার মুখ পবিত্র হয়ে গেল। এরপর যদি পানি পান করে তবে তার উচ্ছিষ্ট পাক থাকবে, যদিওবা এ অবস্থায় থুথু গিলে ফেলা কঠিন নাপাক ও গুনাহের কাজ। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মহিলার পর্দার স্থানের আর্দ্রতা

মহিলাদের প্রস্রাবের স্থান হতে যে আর্দ্রতা বের হয় তা পবিত্র। সেটা কাপড় বা শরীরে লাগলে ধৌত করা জরুরী নয়। তবে ধুয়ে নেয়া উত্তম। (প্রাগুক্ত, ১১৭ পৃষ্ঠা)

নষ্ট হওয়া মাংস

যে মাংস নষ্ট হয়ে গেছে, যার ফলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, তা খাওয়া হারাম। যদিও উহা নাপাক নয়। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)

রক্তের শিশি

যদি পকেট ইত্যাদিতে এমন শিশি নিয়ে নামায আদায় করে, যে শিশিতে প্রস্রাব বা রক্ত বা মদ ভর্তি থাকে, তখন নামায হবে না। আর যদি পকেটে ডিম থাকে আর তাতে হলুদ বর্ণটি রক্তে পরিণত হয়, তখনও নামায হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত, ১১৪ পৃষ্ঠা)

মৃত ব্যক্তির মুখের পানি

মৃত ব্যক্তির মুখের পানি নাপাক।

(সংশোধিত ফতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১ম খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)

নাপাক বিছানা

(১) ভিজা নাপাক জমিনে বা নাপাক বিছানায় শুকনো পা রাখার পর উহা যদি ভিজে যায়, তবে উহা নাপাক হয়ে গেল। আর যদি ভিজে না গিয়ে ঠান্ডা অনুভুত হয়, তখন নাপাক হবেনা। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)
(২) নাপাক কাপড় পরিধান করা অবস্থায় অথবা নাপাক বিছানায় শয়ন করা অবস্থায় যদি ঘাম আসে, আর সেই ঘামের কারণে যদি সেই নাপাক স্থান ভিজে যায় এবং এতে তার শরীরও ভিজে যায় তবে নাপাক হয়ে গেল। অন্যথায় হবে না। (প্রাগুক্ত, ১১৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

ভিজা রুমালী

দুপায়ের মধ্যখানের কাপড় ভিজা ছিল আর এই অবস্থায় বায়ু বের হল, তবে কাপড় নাপাক হবেনা। (প্রাগুক্ত, ১১৬ পৃষ্ঠা)

মানুষের চামড়ার টুকরা

নখ পরিমাণ মানুষের চামড়া যদি অল্প পানিতে (১০০ বর্গ গজের চাইতে কম) পড়ে যায় তবে সেই পানি নাপাক হয়ে গেল। কিন্তু নখ পড়লে নাপাক হবে না। (প্রাগুক্ত)

শুকনো গোবর

(১) গরু, মহিষের শুকনো গোবর জ্বালিয়ে খাবার রান্না করা জায়েয। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা) (২) গরু, মহিষের শুকনো গোবরের ধোঁয়া যদি রুটিতে লাগে তাহলে রুটি নাপাক হবে না। (প্রাগুক্ত, ১১৬ পৃষ্ঠা) (৩) গোবরের ছাই পবিত্র। আর যদি ছাই হওয়ার পূর্বে (আগুন) নিভে যায় তবে তা নাপাক। (প্রাগুক্ত, ১১৮ পৃষ্ঠা)

তাবার উপর নাপাক পানি ছিটা দিল তবে?

তন্দুর বা তাবার উপর নাপাক পানির ছিটা দেয়া হল এবং গরমে সেটার আদ্রতা যদি শুকিয়ে যায়, তবে রুটি মারা হলে তা পাক।

(প্রাগুক্ত, ১২৪ পৃষ্ঠা)

হারাম জন্তুর মাংস ও চামড়া কিভাবে পাক হবে?

শুয়োর ছাড়া হালাল বা হারাম প্রতিটি জন্তু যদি যবেহ করার উপযুক্ত হয় আর بِسْمِ الله বলে যবেহ করা হয়, তাহলে উহার মাংস ও চামড়া পবিত্র।

www.dawateislami.net

নামাযির নিকট যদি ঐ পশুর মাংস থাকে অথবা তার চামড়ার উপর নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু হারাম পশুর মাংস ইত্যাদি খাওয়া যবেহের কারণে হালাল হবেনা, উহা হারামই থাকবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা)

ছাগলের চামড়ায় বসলে বিনয় (নম্রতা) সৃষ্টি হয়

হিংস্র প্রাণীর চামড়া যদিও শুকানো হয় তবুও এতে না বসা উচিত এবং নামায পড়াও উচিত নয়। কারণ এতে মেজাজ উগ্র হয় এবং অহংকার সৃষ্টি হয়। ছাগল ও ভেড়ার চামড়ার উপর বসলে ও পরিধান করলে মেজাজ শান্ত ও বিনয়ী হয়। কুকুরের চামড়া শুকানো হলে কিংবা যবেহ করা হলেও ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা ইমামগণের "মত বিরোধ" ও জনসাধারণের "ঘৃণা" থেকে বেঁচে থাকা অধিক শ্রেয়। (প্রাগুক্ত, ১২৪, ১২৫ পৃষ্ঠা) যে নাপাকী দেখা যায় তাকে নাজাসাতে মরইয়্যাহ (দৃশ্যমান নাপাকী) ও যা দেখা যায় না তাকে নাজাসাতে গাইরে মরইয়্যাহ (অদৃশ্য নাপাকী) বলা হয়। (প্রাগুক্ত, ৫৪ পৃষ্ঠা)

ঘন নাপাকী বিশিষ্ট কাপড় কিভাবে ধৌত করবেন?

নাজাসাত যদি ঘন হয়, যাকে নাজাসাতে মরইয়্যাহ তথা দৃশ্যমান নাপাকী বলে। (যেমন-পায়খানা, গোবর, রক্ত ইত্যাদি)। এগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে গণনা করার কোন শর্ত নেই বরং উহা দূর করাই জরুরী। যদি একবার ধৌত করলে নাপাকী চলে যায় তবে একবার ধৌত করার দ্বারা পাক হয়ে যাবে। আর যদি ৪ বা ৫ বার ধৌত করলে নাপাকী চলে যায়, তবে ৪ বা ৫ বার ধৌত করা জরুরী। যদি ৩ বারের কম ধৌত করলে নাজাসাত দূর হয়ে যায়, তখন ৩ বার ধৌত করা মুস্তাহাব।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

যদি নাজাসাতের রং কাপড়ে অবশিষ্ট থাকে তখন..?

যদি নাজাসাত দূর হয়ে যায়, কিন্তু এর কিছু চিহ্ন রং বা গন্ধ কাপড়ে অবশিষ্ট থাকে তবে উহাও দূর করা জরুরী। তবে যদি নাজাসাতের চিহ্ন তুলে ফেলা কষ্টসাধ্য হয় তখন তা দূর করা জরুরী নয়, তিনবার ধৌত করলেই পবিত্র হয়ে যাবে। সাবান, পাউডার, বা গরম পানি (বা অন্য কোন কেমিক্যাল) দিয়ে ধৌত করার প্রয়োজন নেই। (প্রাগুক্ত)

পাতলা নাপাকী বিশিষ্ট কাপড় পবিত্র করার ব্যাপারে ৬টি মাদানী ফুল

(১) যদি নাজাসাত পাতলা তথা তরল হয় (যেমন- প্রস্রাব ইত্যাদি), তখন ৩ বার ধৌত করা আর ৩ বারই পূর্ণশক্তি দিয়ে নিংড়িয়ে ফেললে পবিত্র হয়ে যাবে। আর পূর্ণশক্তি দিয়ে নিংড়ানো অর্থ হচ্ছে: ঐ ব্যক্তি নিজ শক্তি দিয়ে এমনভাবে নিংড়াবে যাতে পুনরায় নিংড়ালে পানির ফোটা না পড়ে। যদি কাপড়ের দিকে খেয়াল রেখে (ছিড়ে যাওয়ার ভয়ে) ভালমতে নিংড়ানো না হয় তবে পাক হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা) (২) যদি ধৌতকারী ভালভাবে নিংড়িয়ে ফেলল কিন্তু তার চাইতে শক্তিমান অন্য কেউ যদি নিংড়ায় তবে দু-এক ফোটা পানি পড়বে তাহলে ইহা প্রথম ব্যক্তির জন্য পাক ও ২য় ব্যক্তির জন্য নাপাক। ২য় ব্যক্তির শক্তি ১ম ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে যদি ২য় ব্যক্তি ধৌত করতেন এবং ১ম ব্যক্তির মত নিংড়াতেন তবে তার জন্য পবিত্র হত না। (প্রাগুক্ত) (৩) ১ম ও ২য় বার নিংড়ানোর পর প্রতিবার হাত পবিত্র করে নেয়া উত্তম। আর ৩য় বার নিংড়ানোর মাধ্যমে কাপড় যেমন পাক হয়ে গেল তেমনি হাতও পাক হয়ে গেল। আর যেই কাপড় এমন ভেজা রয়ে গেছে যে, নিংড়ালে এক আধ ফোটা পানি ঝরবে তবে কাপড় ও হাত উভয়টি নাপাক থেকে গেল। (প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

(৪) প্রথম বা দ্বিতীয়বার হাত পাক করেনি এবং উহা ভেজা থাকার কারণে কাপড়ের পবিত্র অংশও ভিজে গেল তবে ইহাও নাপাক হয়ে গেল। অতঃপর যদি প্রথমবার নিংড়ানোর পর (হাত) ভিজা থাকার কারণে (কাপড় ভিজে যায়,) তবে উহা দু'বার ধোয়া চাই এবং দ্বিতীয়বার নিংড়ানোর পর হাতের আর্দ্রতার কারণে ভিজলে তখন একবার ধৌত করলে হবে। এমনিভাবে যদি ঐ কাপড় যা একবার ধুয়ে নিংড়ানো হল, এতে কোন পবিত্র কাপড় ভিজে গেল তখন ইহা দুইবার ধৌত করতে হবে। আর যদি ২য় বার নিংড়ানোর পর উহা থেকে সেই কাপড় ভিজে যায় তখন একবার ধৌত করলে পাক হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা) (৫) কাপড়কে তিনবার ধুয়ে এমনভাবে প্রত্যেকবার ভালভাবে নিংড়ানো হল যে এখন নিংড়ালে আর পানি ঝরবে না, অতঃপর উহা ঝুলিয়ে দিল এবং উহা থেকে পানি ঝরতে লাগল তবে সেই পানি পাক আর যদি ভালভাবে নিংড়ানো না হয়, তবে সেই পানি নাপাক। (প্রাগুক্ত, ১২১ পৃষ্ঠা) (৬) ইহা আবশ্যক নয় যে, এক সাথে তিন বার ধৌত করতে হবে বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিনে এই সংখ্যা (৩) পূর্ণ করলে তখনও পাক হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত, ১২২ পৃষ্ঠা)

প্রবাহিত নলের নিচে ধৌত করলে নিংড়ানো শর্ত নয়

ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া, ১ম খন্ড, ৩৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে: ইহার (তথা তিনবার ধৌত করা ও নিংড়ানোর) হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যখন কম পানিতে ধৌত করা হবে। যদি বড় হাউজ (তথা ১০০ বর্গ গজের সমান বা এর চেয়ে বড় পুকুর, খাল, নদী, সমুদ্র ইত্যাদিতে) ধৌত করা হয় অথবা (নল, পাইপ, বদনা ইত্যাদি দ্বারা) অনেক পানি তার উপর প্রবাহিত করানো হয় অথবা (নদী, সমুদ্র ইত্যাদি) প্রবাহিত পানিতে ধৌত করা হয় তবে নিংড়ানো শর্ত নয়।

www.dawateislami.net

প্রবাহিত পানিতে পাক করার ক্ষেত্রে মোছড়ানো শর্ত নয়

ফোকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی বলেন: কার্পেট বা চট অথবা কোন নাপাক কাপড় প্রবাহিত পানিতে রাতভর ফেলে রাখলে পাক হয়ে যাবে। আর মূলকথা হচ্ছে, যখন এই ধারণা প্রবল হবে যে, পানি নাপাকীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তখন পাক হয়ে যাবে। কারণ প্রবাহিত পানিতে পাক করার ক্ষেত্রে মোছড়ানো শর্ত নয়। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)

পবিত্র ও অপবিত্র কাপড় একত্রে ধৌত করার মাসয়ালা

যদি বালতি বা কাপড় ধোয়ার মেশিনে পবিত্র কাপড়ের সাথে একটিও নাপাক কাপড় পানির মধ্যে ঢেলে দেয়া হয়, তবে সমস্ত কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। আর শরীয়াতের প্রয়োজন ছাড়া এরূপ করা জায়েয নয়। কেননা আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যা (সংশোধিত) ১ম খন্ডে, ৭৯২ পৃষ্ঠায় লিখেন: "প্রয়োজন ছাড়া পাক বস্তুকে নাপাক করা না-জায়েয ও গুনাহ।" ৪র্থ খন্ড (সংশোধিত) ৫৮৫ পৃষ্ঠায় লিখেন: "শরীর ও পোশাককে শরীয়াতের প্রয়োজন ছাড়া নাপাক করা হারাম।" বাহরুর রায়িক গ্রন্থে আছে: "পবিত্র জিনিসকে অপবিত্র করা হারাম।" (আল বাহরুর রায়িক্ব, ১ম খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা) ইসলামী বোনদের উচিত, পবিত্র আর অপবিত্র কাপড়কে পৃথক পৃথক ভাবে ধৌত করা। যদি একত্রে ধৌত করতেই হয় তাহলে নাপাক কাপড়ের নাপাক অংশটি সতর্কতার সাথে প্রথমে ধুয়ে পাক করে নিবে। তারপর সন্দেহ ছাড়া তা অন্যান্য ময়লা কাপড়ের সাথে মিলিয়ে একসাথে ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে নিবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

নাপাক কাপড় পাক করার সহজ পদ্ধতি

কাপড় পাক করার একটি সহজ উপায় এটাও রয়েছে: বালতিতে নাপাক কাপড় রেখে উপর থেকে পানির নল খুলে দিন, কাপড়কে হাত অথবা কোন খুঁটি ইত্যাদি দ্বারা এমনভাবে ডুবিয়ে রাখুন যেন কোনদিকে কাপড়ের কোন অংশ পানির বাইরে বের হওয়া অবস্থায় না থাকে। যখন বালতির উপর থেকে গড়িয়ে এত পানি প্রবাহিত হয়ে যায় যে, প্রবল ধারণা চলে আসে, পানি নাপাকীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তখন ঐ কাপড় এবং বালতির পানি এমনকি হাত বা লাঠির যতটুকু অংশ পানির ভিতর ছিল সব পাক হয়ে গেছে, তবে শর্ত হল কাপড় ইত্যাদির উপর নাপাকীর কোন চিহ্ন যাতে অবশিষ্ট না থাকে। এই কাজটি করার সময় এই সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী যে, পাক হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে যেন নাপাক পানির এক বিন্দু ছিটাও আপনার শরীর অথবা অন্য কোন জিনিসে না পড়ে। বালতি অথবা পাত্রের উপরের কিনারা বা ভেতরের দেওয়ালের কোন অংশ যদি নাপাক পানি বিশিষ্ট হয় আর জমিন এতটুকু সমতল নয় যে, বালতির প্রতিটি দিক থেকে পানি উপছে পড়বে এবং সম্পূর্ণ কিনারা ইত্যাদি ধুয়ে যাবে, তবে এই অবস্থায় কোন পাত্রের মাধ্যমে বা প্রবাহিত পানির নলের নিচে হাত রেখে তা দ্বারা বালতি ইত্যাদির চারিদিকে এমনভাবে পানি পৌঁছাবে যেন কিনারা ও ভেতরের অবশিষ্ট অংশও ধুয়ে গিয়ে পাক হয়ে যায়। কিন্তু এই কাজটি শুরু থেকে করে নিন, যাতে পাক কাপড় আবার দ্বিতীয়বার নাপাক হয়ে না যায়।

ওয়াশিং মেশিনে কাপড় পাক করার পদ্ধতি

ওয়াশিং মেশিনে কাপড় রেখে প্রথমে পানি পূর্ণ করে নিন এবং কাপড়কে হাত ইত্যাদি দ্বারা পানিতে চেপে রাখুন যাতে কাপড়ের কোন অংশ উপরে বের হয়ে না থাকে, উপরের নল খোলা রাখুন।

www.dawateislami.net

এখন নিচের ছিদ্রও খুলে দিন। এইভাবে উপরের নল থেকে পানি আসতে থাকবে আর নিচের ছিদ্র দিয়ে পানি বের হতে থাকবে। যখন প্রবল ধারণা চলে আসবে, পানি নাপাকীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তখন কাপড় ও মেশিনের ভেতরের পানি পাক হয়ে যাবে, তবে শর্ত হল নাপাকীর চিহ্ন কাপড় ইত্যাদির মধ্যে যেন অবশিষ্ট না থাকে। প্রয়োজনে মেশিনের উপরের কিনারা ইত্যাদি উপরোক্ত পদ্ধতিতে শুরু থেকেই ধুয়ে নেয়া উচিত।

নলের নিচে কাপড় পাক করার পদ্ধতি

উপরোক্ত পদ্ধতিতে পাক করার জন্য বালতি অথবা পাত্র হওয়া আবশ্যক নয়। নলের নিচে কাপড় হাতে ধরেও পাক করা যায়। যেমন; রুমাল নাপাক হয়ে গেল, তখন বেসিনে নলের নিচে তা রেখে এতটুকু সময় পর্যন্ত পানি প্রবাহিত করবেন, যাতে এমন প্রবল ধারণা চলে আসে যে, পানি নাপাকীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তখন পাক হয়ে যাবে। বড় কাপড় অথবা তার নাপাক অংশও এই পদ্ধতিতে পাক করা যাবে। কিন্তু এই সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক যে, নাপাক পানির ছিটা যেন আপনার কাপড়, শরীর ও চারিদিকের অন্যান্য স্থানে না পড়ে।

কার্পেট পাক করার পদ্ধতি

কার্পেটের **(CARPET)** নাপাক অংশটি একবার ধূয়ে ঝুলিয়ে রাখুন। যেন পানির ফোটা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর দ্বিতীয়বার পুনরায় ধূয়ে ঝুলিয়ে রাখুন, যাতে পানি ঝড়া বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তৃতীয়বার পুনরায় একইভাবে ধূয়ে ঝুলিয়ে রাখুন, যাতে পানি ঝড়া বন্ধ হয়ে যাবে, তখনই কার্পেট পাক হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

চাটাই, চামড়ার চপ্পল (সেন্ডেল) এবং মাটির থালা (বাসন) ইত্যাদি যেগুলোতে পাতলা নাপাক শোষণ (মিশে একাকার) হয়ে যায় সে গুলোও একই পদ্ধতিতে পাক করে নিন। এমন হালকা পাতলা কাপড় যা নিংড়ানোতেই ফেটে যাওয়ার আশংখা রয়েছে, তাও এই নিয়মে পাক করে নিন। যদি নাপাক কার্পেট বা কাপড় ইত্যাদি প্রবাহিত পানিতে (যেমন- সাগর, নদী অথবা ফাইপ বা বদনা ইত্যাদি জলপাত্রের নালীর প্রবাহিত পানির নিচে) এতটুকু সময় পর্যন্ত রেখে দিন, মনে প্রবল ধারণা আসল যে, পানি নাপাকীকে বয়ে নিয়ে গেছে, তাহলে পাক হয়ে যাবে। কার্পেটে বাচ্চা প্রস্রাব করে দিলে, ঐ জায়গায় শুধু পানির ছিটা দিলে তা পাক হবে না। স্মরণ রাখবেন! একদিনের ছেলে বা মেয়ে সন্তানের প্রস্রাবও নাপাক।

নাপাক মেহেদী দ্বারা রঞ্জিত হাত কিভাবে পাক হবে?

কাপড় বা হাতে নাপাক রং লাগল, অথবা নাপাক মেহেদী লাগালেন, তবে এতবার ধৌত করতে থাকুন যাতে পরিস্কার পানি গড়িয়ে পড়ে। এভাবে হাত বা কাপড় পাক হয়ে যাবে। যদিও হাত বা কাপড়ে রং এর চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা)

নাপাক তৈল মাখা কাপড় ধোয়ার মাসয়ালা

কাপড় বা শরীরে নাপাক তৈল লাগিয়ে থাকলে, তবে তিনবার ধুয়ে নেয়াতে তা পাক হয়ে যাবে। যদিও তেলের তৈলাক্ততা বিদ্যমান থাকে। এতটুকু কষ্টের প্রয়োজন নেই যে, সাবান বা গরম পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে। কিন্তু যদি মৃতের চর্বি লেগে থাকে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এর তৈলাক্ততা দূরীভূত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পাক হবে না। (প্রাগুক্ত, ১২০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

যদি কাপড়ের কিছু অংশ নাপাক হয়ে যায়

কাপড়ের কিছু অংশ যদি নাপাক হয়ে যায় আর স্মরণ না থাকে যে, ঐ নাপাক স্থান কোনটি? তবে উত্তম হচ্ছে, পুরো কাপড় ধূয়ে নেয়া। (অর্থাৎ যখন মোটেই জানা না থাকে যে, কাপড়ের কোন অংশে নাপাকী লেগেছে? আর যদি জানা থাকে, যেমন কাপড়ের-আস্তিন নাপাক হয়ে গেছে কিন্তু এটা জানা নেই, তা আস্তিনের কোন অংশে? তবে সম্পূর্ণ আস্তিনটা ধুয়ে নিলে পুরো কাপড় ধূয়েছে বলে গণ্য হবে।) আর যদি অনুমান করে ভেবে- চিন্তে ঐ কাপড়ের কোন একটি অংশ ধূয়ে নেয় তখনো পাক হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়া কাপড়ের কোন অংশ ধূয়ে নেয় তখনো পাক হয়ে যাবে। কিন্তু এই অবস্থায় যদি কিছু নামায আদায় করার পর জানা গেল যে, নাপাক অংশটি ধোয়া হয়নাই তখন তা পুনরায় ধূয়ে নেবে এবং আদায় কৃত নামায গুলো আবার পড়ে দেবে। আর যে ব্যক্তি ভেবে-চিন্তে ধূয়ে নেয় এবং পরে তা ভুল প্রমাণিত হয় তবে সে পুনরায় তা ধূয়ে নেবে এবং পূর্বে তার আদায়কৃত নামায পুনরায় পড়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। (প্রাগুক্ত, ১২১, ১২২ পৃষ্ঠা)

দুধ দ্বারা কাপড় ধৌত করা কেমন?

দুধ, ঝোল এবং তৈল দ্বারা কাপড় ধৌত করলে উহা পাক হবে না। কেননা, এগুলো দ্বারা নাপাকী দূরীভূত হবেনা।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা)

বীর্য পতিত কাপড় পাক করার ৩টি বিধান

(১) বীর্য কাপড়ে লেগে যদি শুকিয়ে যায় তবে শুধুমাত্র ঘষে ঝেড়ে নেয়া এবং পরিস্কার করার দ্বারা কাপড় পাক হয়ে যাবে। যদিও এর পরে কাপড়ে বীর্যের কিছুটা চিহ্ন অবশিষ্ট থেকে যায়। (প্রাগুক্ত, ১২২)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰهعَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(২) এই মাসয়ালার ব্যাপারে মহিলা-পুরুষ, মানুষ-জানোয়ার, সুস্থ-অসুস্থ সবার বীর্যের বিধান একই রকম। (প্রাগুক্ত) (৩) শরীরের কোন অংশে যদি বীর্য লেগে যায়, তবে উক্ত নিয়মে পাক করার দ্বারা পাক হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত) (৪) প্রস্রাব করে এখনো পানি দ্বারা অথবা ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়নাই ঐ অবস্থায় যে স্থানে প্রস্রাব লেগেছে এ স্থান দিয়ে বীর্য (বের হয়ে) অতিক্রম করে, তবে ঐ স্থানটি ঘষে নেয়ার দ্বারা পাক হবে না বরং ধোয়াটা আবশ্যক। আর যদি পবিত্রতা অর্জন করে নেয়ার পর বীর্য এমন তীব্র বেগে বের হয় যে, নাপাক স্থানের উপর দিয়ে গমন করে নাই তবে এমতাবস্থায় ঘষে নেয়ার দ্বারা পাক হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত, ১২৩ পৃষ্ঠা) (৫) যেই কাপড়কে ঘষে পাক করা হয়েছে, (এখন) যদি সেটি পানিতে ভিজে যায় তবে নাপাক হবে না। (প্রাগুক্ত) (৬) যদি কাপড়ে বীর্য লাগে আর কাপড় এখনো ভিজা, (এখন কাপড়কে শুকানো ব্যতীত পাক করতে চাইলে) তবে ধুয়ে নেয়ার দ্বারা পাক হয়ে যাবে, (শুকানোর পূর্বে) ঘষে নেয়াটা পবিত্রতার জন্য যথেষ্ট নয়। (প্রাগুক্ত)

অপরের নাপাক কাপড়ের চিহ্নিত করা কখন ওয়াজিব

অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের কাপড়ে নাপাকী লেগেছে দেখেছেন, আর আপনার প্রবল ধারণা হচ্ছে যে, তাকে যদি এ ব্যাপারে অবগত করেন তাহলে সে পাক করে নেবে, তবে তাকে জানিয়ে দেয়া ওয়াজিব। (অর্থাৎ এ অবস্থায় তাকে না জানালে আপনি গুনাহগার হবেন।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

তুলা পাক করার পদ্ধতি

যদি তুলার এতটুকু পরিমাণ অংশ নাপাক হয়, যা ধুনার কারণে উঠে যাবে বলে বিশুদ্ধ ধারণা হয়,

www.dawateislami.net

তবে ধুনার দ্বারা (তুলা) পাক হয়ে যাবে। আর অন্যথায় ধোয়া ব্যতীত পাক হবেনা। হ্যাঁ, যদি জানা না থাকে যে, কতটুকু পরিমাণ নাপাক, তবুও ধুনলে পাক হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা)

বরতন পাক করার পদ্ধতি

যদি এ ধরনের বস্তু হয় যাতে নাপাক শোষিত হয়না, যেমন চিনির বাসন অথবা মাটির পুরনো ব্যবহৃত তৈলাক্ত পাত্র বা লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদি ধাতুর তৈরী জিনিস হয় তবে এগুলোকে শুধুমাত্র তিন বার ধূয়ে নেয়াটাই যথেষ্ট। এরূপ করাটা আবশ্যক নয় যে, এ গুলোকে দীর্ঘক্ষণ রাখতে হবে যাতে পানির ফোটা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত, ১২১ পৃষ্ঠা)

ছুরি, চাকু ইত্যাদি পাক করার পদ্ধতি

লোহার বস্তু যেমন ছুরি, চাকু তলোয়ার ইত্যাদি যাতে কোন মরিচিকাও নেই এবং নকশাও নেই, এরূপ বস্তুতে যদি নাপাকী লেগে যায় তবে ভালভাবে মুছে নেয়াতে পাক হয়ে যাবে। আর এই অবস্থায় নাপাকী গাঢ় বা পাতলা হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে রূপা, সোনা, পিতল, দস্তা এবং প্রত্যেক প্রকারের ধাতব বস্তু মোছার দ্বারা পাক হয়ে যায়। তবে শর্ত হল, তাতে নকশা থাকতে পারবে না। আর যদি নকশা থাকে বা লোহার মধ্যে মরিচিকা থাকে তবে ধূয়ে নেয়াটা জরুরী । শুধুমাত্র মোছার দ্বারা পাক হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা)

আয়না পাক করার পদ্ধতি

আয়না এবং কাঁচ জাতীয় সকল বস্তু এবং চীনা মাটির পাত্র বা মাটির তৈলাক্ত পাত্র (অথবা মাটির ঐ পাত্র যার উপর কাঁচের পাতলা আবরণ হয়ে থাকে) বা পালিশ করা হয়েছে এমন মসৃণ কাঠ

www.dawateislami.net

অর্থাৎ ঐ সমস্ত বস্তু যাতে গুটি না থাকে, যদি এগুলোতে নাপাকী লাগে তবে কাপড় বা পাতা দ্বারা এমনভাবে মুছে নিবে যাতে নাপাকীর চিহ্ন একেবারে চলে যায়, তবে পাক হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত) কিন্তু এদিকে খেয়াল রাখবে যে, যদি বস্তুটি পুরু হয় বা কোন দিক থেকে কিছু উঠে যায় বা কোন অংশ ভেঙ্গে যায় বা কোন দিক থেকে পালিশ উঠে যায়, মূলকথা; হল যদি তা কোন প্রকারের ধারালো স্থানে পরিণত হয়ে যায় তাহলে ঐ অংশটি মুছে পাক করাটা যথেষ্ট নয় বরং ধৌত করে পাক করাটা জরুরী।

জুতা পাক করার পদ্ধতি

মোজা (চামড়ার) বা জুতার মধ্যে যদি গাঢ় নাপাকী লাগে, যেমন- পায়খানা, গোবর, বীর্য তখন যদিও ঐ নাপাকী ভিজাও হয় তবে ঘষে তুলে ফেললে পাক হয়ে যাবে। আর যদি প্রস্রাবের ন্যায় কোন পাতলা নাপাকী লাগে এবং তার উপর মাটি বা ছাই অথবা বালু ইত্যাদি ঢেলে দিয়ে ঘষে ফেললে তাতেও পাক হয়ে যাবে। যদি এরকম করা না যায় এবং শেষ পর্যন্ত এ নাপাকী শুকিয়ে যায় তবে ধোয়া ছাড়া পবিত্র হবেনা।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা)

কাফিরদের ব্যবহৃত সুয়েটার ইত্যাদি

কাফিরদের দেশ হতে আমদানী কৃত **(IMPORTED)** ব্যবহৃত সুয়েটার **(SWEATER)**, মোজা, কার্পেট **(CARPET)** এবং আরো অন্যান্য পুরনো কাপড় যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলোতে নাপাকীর কোন চিহ্ন প্রকাশ পাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তা পাক। ধোয়া ছাড়া নামাযে ব্যবহার করলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু (ধূয়ে) পবিত্র করে নেয়াটা অধিক উপযুক্ত।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" **(ইবনে আ'দী)**

সদরুশ শরীআ, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত ২য় খন্ডের ১২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেনঃ "ফাসিকদের ব্যবহৃত কাপড় যা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে জানা নেই তবে এটাকে পবিত্র মনে করা হবে। কিন্তু বেনামাযীর পায়জামা ইত্যাদির ব্যাপারে সতর্কতা এটাই যে, দুই পায়ের মধ্যভাগের কাপড়টুকু পর্যন্ত পাক করে নেয়া। কেননা, অধিকাংশ বেনামাযী প্রস্রাব করে ঐ অবস্থাতেই পায়জামা বেঁধে ফেলে। আর কাফিরদের এ ধরণের কাপড় পাক করার ব্যাপারে তো আরো অধিক সচেতন হওয়া অপরিহার্য। **(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ইসলামী বোনদের ২৩টি মাদানী বাহার

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একদা তাশরীফ নিলেন। তো আমি ও পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং সিজদায় পড়ে গেলেন। **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিজদা এতটুকু দীর্ঘ করলেন যে, আমার সন্দেহ হল, **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** রুহ মোবারক কোন কবজ করে নিয়েছে কিনা। আমি নিকটে গিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। যখন মাথা মোবারক তুললেন। তখন ইরশাদ করলেন: হে আব্দুর রহমান! কি হয়েছে? উত্তরে নিজের শঙ্কা প্রকাশ করে দিলেন তখন ইরশাদ করলেন: জিব্রাইল عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ السَّلَام আমাকে বললেন: **আপাকে** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কি এ কথা আনন্দিত করে নাই যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: যে আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমত নাযিল করব, আর যে আপনার উপর সালাম প্রেরণ করবে আমি তার উপর শান্তি বর্ষণ করব।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬৬২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

(১) মাদানী আক্বা ﷺ
সবুজ পাগড়ী ওয়ালাদের জন-সমাবেশে

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের উপর পানির ঢেউয়ের মত রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। যেমন- বারমিঙ্গহাম **(UK)** এর ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা আমার ভাষায় পেশ করছি: আমি একদা মুসলিম অধ্যুষিত **SMALL HEALTH** এলাকা যাকে আমরা মাদানী পরিবেশে "মাক্কী হালকা" বলে থাকি। এলাকায়ী দাওরা করে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমরা ঘরে ঘরে যাচ্ছিলাম, ঐ সময় একটি ঘরে গিয়ে করাঘাত করলাম। তখন একজন বয়স্ক মহিলা বের হলেন। যার মিরপুর (কাশ্মীর) এর সাথে সংশ্লিষ্টতা ছিল। উর্দু এবং ইংরেজীতে অজ্ঞ ছিল। আমার মাথা ঝুঁকিয়ে পাঞ্জাবী (ভাষায়) নেকীর দাওয়াত দিলাম এবং বললাম: ঘরের পুরুষদেরকে অমুখ সময়ে মসজিদে পাঠিয়ে দিবেন। আমরা যখন চললাম। তখন সে (মহিলা) বললেন। এখন আমার একটু কথা শুনুন। আমাদের কাছে সময় কম ছিল এজন্য আমরা সামনে অগ্রসর হলাম কিন্তু আমাদের একজন ইসলামী ভাই দাঁড়িয়ে গেল, বয়স্কা বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি কিছুদিন পূর্বে এ বরকতময় স্বপ্ন দেখেছিলাম: **"নবীদের তাজেদার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবুজ পাগড়ী ওয়ালাদের জন-সমাবেশের মধ্যে মসজিদে নববী শরীফ عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে বাহিরের দিকে তাশরীফ আনতেছেন।" **আল্লাহ্ তাআলার** কুদরত আজ সে সবুজ পাগড়ী ওয়ালারা আমার ঘরে নেকির দাওয়াত দিতে এসেছেন। তাকে ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি নিজ বংশের ইসলামী বোনদের সাথে নিয়মিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

হে ছাহাবে কে জুরমট মে বদরুদ্দোজা ﷺ,
নূর হি নূর হার সো মদীনে মে হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনদের মধ্যে মাদানী পরিবর্তন

ইসলামী বোনেরা! আপনারা দেখলেন তো! দা'ওয়াতে ইসলামী ওলাদের প্রতি **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কতই দয়া রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ইসলামী ভাইদের সাথে সাথে ইসলামী বোনদের মধ্যেও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের ধুম চতুর্দিকে চলছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ লক্ষ লক্ষ ইসলামী বোনেরাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পয়গামকে গ্রহণ করেছেন। ফ্যাশন পুজারী থেকে সামাজিক উন্মাদনায় সফল উৎসর্গকারী দূরে সরে এসেছেন। অসংখ্য ইসলামী বোনেরা গুনাহের জলাভূমি থেকে বের হয়ে উম্মাহাতুল মুমিনীন ও শাহজাদী বিবি ফাতেমাতুজ্জাহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ এর ভক্ত হয়ে গিয়েছেন। গলায় ওড়না ঝুলিয়ে শপিং সেন্টার ও চিত্তবিনোদনের স্থান সমূহে বিচরনকারীনী, নাইট ক্লাব এবং সিনেমা ঘরের শোভা বর্ধনকারীনীদের কারবালা প্রান্তরের সম্মানিত শাহ্জাদীগণের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ লজ্জার সদকায় ঐ বরকত নসীব হয়েছে যে, মাদানী বোরকা তাদের পোষাকের অংশ বিশেষ হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী মুন্নী ও ইসলামী বোনদেরকে কুরআন করীম হিফ্য ও নাযেরা বিনা মূল্যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেক মাদ্রাসাতুল মদীনা এবং আলিমা বানানোর জন্য অসংখ্য জামেয়াতুল মদীনা রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মধ্যে হাফেজাত (মহিলা হাফেজ), মাদানীয়্যা আলেমা (মহিলা আলিম)-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা হোক ইসলামী ভাইদের থেকে ইসলামী বোনেরা কোন ভাবে পিছিয়ে নেই।

www.dawateislami.net

১৪২৯ হিজরী জমাদিউল উলা মাসের (২০০৮ জুন) মধ্যে পাকিস্তানে সংগঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের কারকারদিগী (পরিসংখ্যান) ইসলামী বোনদের "মজলিসে মুশাওয়ারাতের" পক্ষ থেকে প্রেরিত এর একটি ঝলক লক্ষ্য করুন: (১) উক্ত এক মাসে সারা দেশে প্রতিদিন প্রায় ২৪২২৮টি ঘরে দরস হয়েছে। (২) প্রতিদিন মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (প্রাপ্তবয়স্কা) এর সংখ্যা প্রায় ৩২৭৫ এবং তাদের থেকে উপকার অর্জনকারীদের সংখ্যা প্রায় ৩৪৬৩৩। (৩) হালকা ও এলাকা পর্যায়ের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সংখ্যা প্রায় ৩০০০ তন্মধ্যে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১৩৬২৪৫ একলাখ ছত্রিশ হাজার দুইশত পয়তাল্লিশ । (৪) সাপ্তাহিক তরবিয়্যাতী হালকায় সংখ্যা প্রায় ২৬০৫২।

মেরি জিস কদর হে বেহনে, ছভি মাদানী বুরকা পেহনে,
উনহে নেক তুম বানানা মাদানী মদীনে ﷺ ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) আমি মাদানী বোরকা কিভাবে পরিধান করলাম!

বাবুল মদীনা (করাচীর) এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ হল: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি খুবই ফ্যাশন পূজারী ছিলাম। ফোনের মাধ্যমে পরপুরুষের সাথে বন্ধুত্ব করাতে বড় আনন্দ পেতাম। প্রতিবেশীদের বিয়েতে মেহেদী অনুষ্ঠান ইত্যাদির সময় আমাকে বিশেষভাবে ডাকা হত। সেখানে আমি না শুধু আনন্দ করতাম। বরং অন্যান্য মহিলাদেরকেও বিভিন্ন ধরণ শিখিয়ে নিজের সাথে নাচাতাম। আমার অসংখ্য গান মুখস্থ ছিল। কণ্ঠ সুমিষ্ট হওয়ার দরুন আমার ভক্তরা আমাকে অধিকাংশ সময় গান শুনানোর জন্য অনুরোধ করত। দূর্ভাগবশতঃ ঘরে খুববেশি **T.V.** দেখা হত। সেটির অনর্থক অনুষ্ঠান সমূহ আমার ধ্বংসের অন্যতম কারণ ছিল।

www.dawateislami.net

রবিউন নূর শরীফের এক সোনালী সন্ধ্যা ছিল। মাগরিবের নামাযের পর আমার বড় ভাই ঘরে আসে তখন তার হাতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের তিনটি ক্যাসেট ছিল। সেগুলোর মধ্যে একটি বয়ানের নাম "কবরের প্রথম রাত" ছিল। আমি সৌভাগ্যক্রমে এই ক্যাসেট শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। কবরের ঘাটি কিরূপ কঠিন, এর অনুভূতি আমার এই বয়ান শুনে হল। কিন্তু আফসোস! আমার অন্তরের উপর গুনাহের প্রতি আসক্তি এমন বেশি ছিল যে, আমার মধ্যে কোন বিশেষ পরিবর্তন আসেনি। হ্যা! এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আসল যে, এখন আমার গুনাহের অনুভূতি হতে লাগল। কিছুদিন পর আমাদের ঘরের পাশে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদার ইসলামী বোনদের "গেয়ারভী শরীফ" উপলক্ষ্যে "ইজতিমায়ে যিকির ও নাত" এর আয়োজন করেন। "কবরের প্রথম রাত" শুনে আমার অন্তরে প্রথম থেকেই ধাক্কা লেগেছিল। সুতরাং আমি জীবনে প্রথমবার "ইজতিমায়ে যিকির ও নাত" মাহফিলে যাওয়ার ইচ্ছা করি। কিন্তু আমার বোকামী হল, খুব মেকআপ করে নতুন ফ্যাশনের পোষাক পরিধান করে ইজতিমাতে গেলাম। এক ইসলামী বোন সেখানে সুন্নাতে ভরা বয়ান করেন। যা শুনে আমার অন্তরের মধ্যে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হল। বয়ানের পর যখন মানকাবাতে "ইয়া গাউছ বুলাও মুঝে বাগদাদ বুলাও" পাঠ করা হল। এটি যেন গরম লোহার উপর হাতুড়ীর আঘাতের কাজ করল। এভাবে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে লাগলাম। **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিওয়ানীদের সংস্পর্শের বরকতে আমার অন্তরে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হল এবং তাওবা করার সৌভাগ্য হল। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নেকীর রাজপথে এমন অটল হয়ে গেলাম।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আমি সেই ফ্যাশন পূজারী, যে আগে বাহিরে বের হওয়ার সময় ওড়নাও ঠিকমত থাকত না। কিছুদিনের মধ্যেই মাদানী বোরকা পরিধান করার সৌভাগ্য লাভ করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজ আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর কাজে সচেষ্ট আছি।

আল্লাহ্ করম এয়ছা করে তুঝপে জাহা মে,
আয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচী হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) হুযুর পুরনূর ﷺ এর দীদার নসীব হল

পাঞ্জাব (পাকিস্তান) এর শহর গুলজারে তায়্যবা (সারগোদায়) বসবাসকারী এক ইসলামী বোনের লিখিত বর্ণনার সারাংশ হল: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমার আমলের অবস্থা বড়ই নাজুক ছিল। আধুনিক বান্ধবীদের সংস্পর্শের কারণে আমি ফ্যাশন পূজারী এবং নাবী পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিনোদন কেন্দ্রগুলোর প্রতি খুবই আসক্ত ছিলাম। **আল্লাহ্**র পানাহ! আমি নামায পড়তাম না, আর রোযাও রাখতাম না এবং বোরকা থেকে তো অনেক মাইল দূরে থাকতাম। ব্যাস! সারাক্ষণ **T.V.** এবং **V.C.R** চলত, আর আমি দেখতাম। ফিল্ম দেখায় এত আসক্ত ছিলাম যে, আমার সামনে দিয়ে কাউকে যেতে দিতামনা। ঐ সময় আমি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলাম। একদিন কেউ আমাকে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ান "অযু ও বিজ্ঞান" নামক ক্যাসেট উপহার দেয়। বয়ান জ্ঞানমূলক এবং খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল। এই বয়ানে প্রভাবিত হয়ে এলাকায় অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যাওয়া শুরু করলাম।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

মাদানী পরিবেশের নূর আমার অন্ধকার জীবনকে আলোকিত করতে লাগল। সময় অতিবহিত হওয়ার সাথে সাথে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি নিজের খারাপ অভ্যাস থেকে তাওবা করাতে সফল হই। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে কিছুদিনের মধ্যে মাদানী বোরকা পরিধান করতে লাগলাম। আমার ঘরের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন এবং আমার বান্ধবীরা এই আশ্চার্যজনক পরিবর্তনে অনেক হতবাক ছিল! তাদের এসব কিছু স্বপ্ন মনে হচ্ছিল, কিন্তু তা একশতভাগ বাস্তব ছিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এখন আমি আমার ঘরে **ফয়যানে সুন্নাতের** দরস দিই। অন্যান্য ইসলামী বোনদের সাথে মিলেমিশে মাদানী কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করে থাকি। প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালার খালী ঘর পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসে জমা করানো আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। একদিন আমার উপর **আল্লাহ্ তাআলা**র এমন দয়া হল যে, আমি যতই শোকরিয়া আদায় করিনা কেন তা কমই হবে। ঘটনা হল: একরাতে আমি ঘুমালাম তখন আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল, আমি স্বপ্নে দেখলাম **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হচ্ছে আমি যে জায়গায় বসেছিলাম সে জানালা দিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস আসছে, আমি তৎক্ষণাৎ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখলাম তখন আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছিল। আমি আকস্মিক ভাবে এই সালাম পড়া শুরু করলাম:

আয় ছবা মুস্তফা ছে কেহ দেনা,
গমকে মারে সালাম কেহ্ তে হে।

হঠাৎ আমার সামনে এক চমৎকার ও সুন্দর এবং নূরানী চেহারা সম্পন্ন বুযুর্গ সাদা পোষাক পরিহিত সবুজ ইমামার তাজ মাথা মোবারকে সাজিয়ে মুচকি হেসে তাশরীফ আনলেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আমি তখনও দীদারের মধ্যে বিভোর ছিলাম, কারো আওয়াজ শুনতে পেলাম আর বলছিল: "তিনি হচ্ছেন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" অতঃপর আমার চোখ খুলে গেল। আমি নিজের সৌভাগ্যের এই মিরাজের কারণে ভাবাবেগের কারণে খুবই কান্না করতে লাগলাম। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল চোখ বন্ধ করে বার বার ঐ দৃশ্য দেখতে থাকব। এখনো প্রত্যেক রাতে এই আশা নিয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে ঘুমায়। আহ্! যেন আমার ভাগ্য পূনরায় জেগে উঠে।

কিয়া খবর আজ কি শব দীদ কা আরমা নিকলে,
আপনি আখো কে আকীদত ছে বিছায়ে রাখিয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) সঠিক পথ মিলে গেল!

পাঞ্জাবের (পাকিস্তান) এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ হল: আমাদের বংশধরেরা আক্বীদার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম যে, জানিনা কারা সঠিক পথে রয়েছে! আমি আপন প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে দোয়া করতাম: **হে আল্লাহ্!** আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক প্রদান কর। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি সঠিক পথ পেয়ে গেছি, আর এটির ব্যবস্থা এভাবে হল; একদিন কিছু ইসলামী বোনেরা আমাকে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দিল। আমি সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলাম। সেখানে এক মুবাল্লিগা ইসলামী বোন **ফয়যানে সুন্নাত** থেকে দেখে দেখে বয়ান করে। বয়ান শুনে আমি **আল্লাহ্**র ভয়ে কেঁপে উঠি।

www.dawateislami.net

ভাবাবেগপূর্ণ দোয়া, সালাত ও সালাম এবং ইসলামী বোনদের আন্তরিকতাপূর্ণ সাক্ষাত আমাকে খুবই প্রভাবিত করল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের বরকতে বিশুদ্ধ মাযহাব আহ্লে সুন্নাতের সত্যতার প্রতি বিশ্বাসের অমূল্য সম্পদের সাথে সাথে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং রমযানুল মোবাকের রোযা নিয়মিত ভাবে আদায়ের সৌভাগ্য লাভ করি। এভাবে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকত সঞ্চয় করতে করতে এটা লিখা পর্যন্ত তেহসীল যিম্মাদার হিসেবে ইসলামী বোনদের নেকীর দাওয়াত প্রসারের কাজে সচেষ্ট আছি।

যালিম হোঁ জফা করো সিতম ঘর হো মে,
আছি ও খাতা কার ভি হদ ভর হো ম্যায়।
ইয়ে সব হে মগর পেয়ারে তেরী রহমত ছে,
সুন্নী হু মুসলমান মুকারার হু ম্যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) আমি গান লিখতাম

পাঞ্জাবের (পাকিস্তান) এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ: আমি গান বাজনা শুনার প্রতি খুবই আসক্ত ছিলাম। আমার কাছে গানের অনেকগুলো ক্যাসেট ও গানের বই ছিল। বরং আমি নিজেও গান লিখতাম। সিনেমা-নাটকের প্রতি এমন আসক্ত ছিলাম যে, আমার মনে হত হয়ত ঐগুলো ছাড়া (**আল্লাহ্**র পানাহ!) আমি বাঁচবনা। আফসোস দৃষ্টি হিফাজতের একেবারে কোন মনমানসিকতা ছিলনা। **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ায় অবশেষে গুনাহে ভরা জীবন যাপন থেকে সরে আসার অবস্থা সৃষ্টি হল। আর তা এভাবে হল; আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করি।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সংগঠিত বয়ান, দোয়া এবং ইসলামী বোনদের ইনফিরাদী কৌশিশের মাদানী ফুলগুলো আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি গুনাহ থেকে তাওবা করি এবং সুন্নাতে ভরা জীবন যাপনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এটা লিখা পর্যন্ত হালকা যিম্মাদার হিসেবে সুন্নাতের খিদমতের সৌভাগ্য অর্জন করছি।

করম জু আপকা আয় সায়্যিদে আবরার হো জায়ে,
তো হার বদকার বান্দা দম মে নেকোকার হো জায়ে। (সামানে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬) ঈর্ষাযোগ্য মৃত্যু

মারকাজুল আউলিয়া (লাহোরের) এক যিম্মাদার ইসলামী বোনের বর্ণনার সারংশ: আমার মা অনেক দিন ধরে হৃদরোগে আক্রান্ত ছিল। রবিউন নূর শরীফের নূর ভরা মাসে প্রথমবারের মত আমরা মা, মেয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের **আল্লাহ্ আল্লাহ্ ও মারহাবা ইয়া মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এর ভাবাবেগ পূর্ণ ধ্বনিতে উচ্চারিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করি। শরয়ী পর্দা করার নিয়্যতে মাদানী বোরকা পরিধান, আগামীতেও সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার এবং আরো ভাল ভাল নিয়্যত করে আমরা উভয়ে ঘরে ফিরে আসি। রাতে আম্মাজানের হঠাৎ হৃদরোগ বেড়ে গেল। সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উচ্চারিত اَللّٰه, اَللّٰه এর মধুর আওয়াজের নেশা যেন এখনো বহাল ছিল হয়ত এজন্য আমার আম্মাজান নিজের জীবনের শেষ প্রায় ২৫ মিনিট اَللّٰه, اَللّٰه যিকির করতে থাকে,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

অতঃপর ..... অতঃপর ..... তার রূহ দেহপিঞ্জর থেকে উড়ে গেল। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ **আল্লাহ্ তাআলা** মরহুমার উপর অফুরন্ত রহমত নাযিল করুন আর তাকে বিনা হিসাবে মাগফিরাত করে জান্নাতুল ফেরদৌসে আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব দান করুন, আর আমি গুনাহগারদের সরদার সগে মদীনা (লিখক) عُفِيَ عَنْهُ এর পক্ষেও এই দোয়া কবুল করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আফও ফরমা খাতায়ী মেরী আয় আফও!
শওক ও তাওফীক নেকী কি দেয় মুঝ কো তু।
জারী দিল কর কেহ্ হারদাম রহে যিকিরে হু,
আদতে বদ বদল আর কর নেক খু।

اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭) মদীনার সফরের সৌভাগ্য লাভ হল

পাঞ্জাব (পাকিস্তানের) শহর কাহারোড়পাক্কা এর ইসলামী বোনের (বয়স প্রায় ৫৫) বর্ণনার সারাংশ: আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত ভাবে উপস্থিত হওয়া থেকে বঞ্চিত ছিলাম। সুন্নাতে ভরা বয়ানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমায় দোয়া কবুল হওয়ার ঘটনাবলী যদিও শুনেছিলাম কিন্তু আমার বিশ্বাস এভাবে আরো মজবুত হল, আমি ৩ বছর পর্যন্ত মদীনার সফরের জন্য ফরম পূরণ করতে থাকি কিন্তু হাজিরীর কোন ব্যবস্থা হয়নি। এবার ফরম জমা করিয়েছি তবে আমি এভাবে দোয়া করলাম: "**হে আল্লাহ্!** আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ধারাবাহিক ১২ সাপ্তাহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করব। **হে আল্লাহ্!** আমাকে মদীনায় সফরের সৌভাগ্য প্রদান কর।"

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এখনও ১২ সপ্তাহ পূর্ণ হয়নি আমার উপর দয়ার দরজা খুলে যায় এবং আমার মদীনা শরীফ থেকে ডাক আসে। আমি খুশিতে মদীনার সফরে রওয়ানা হয়ে যায়। মদীনার সফর থেকে ফিরে আমি **১২ সপ্তাহ** সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণের নিয়্যতের উপর আমল করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এটি লেখা পর্যন্ত প্রত্যেক সপ্তাহে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করছি

হাম গরীবো কো রওজে পে বুলওয়ায়ে,
রাহে তয়্যবা কা যাদে সফর চাহিয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮) মেয়ের সংশোধনের রহস্য

পাঞ্জাব (পাকিস্তানের) এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারমর্ম হল: আমার মেয়ে সিনেমা নাটক এবং পর্দাহীনতা ইত্যাদি গুনাহের অপবিত্রতায় নিজের জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে নষ্ট করছিল। আমি তার চালচলনে খুবই চিন্তিত ছিলাম অনেক বার বুঝিয়ে ছিলাম কিন্তু সে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতাম এবং ইজতিমায় দোয়া কবুল হওয়ার ঘটনাবলীও শুনতাম। সুতরাং একবার আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে সংগঠিত গেয়ারভী শরীফের ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে আমি আমার মেয়ের সংশোধনের জন্য বিনীতভাবে দোয়া করি। আমার আকাংখা ছিল, আমার মেয়েও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগা হোক।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার দোয়া কবুল হয় এবং আমার মেয়ে কোন না কোন ভাবে ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের জন্য রাজী হয়ে যায়। সে যখন অংশগ্রহণ করে তখন এতই প্রভাবিত হল যে একমাত্র **দা'ওয়াতে ইসলামী**রই হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ উন্নতির পথ সমূহ অতিক্রম করতে করতে (এটা লিখা পর্যন্ত) আমার মেয়ে হালকা যিম্মাদার হিসেবে সুন্নাতের খেদমতে রত আছে।

গির পড়কে ইয়াহা পৌহ্ছা মর মর কে উছে পায়া,
ছুটে না ইলাহী আব ছন্‌গে দরে জানা না। (সামানে বখশিশ)

ইসলামী বোনেরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় রহমত কেন নাযিল হবেনা। কেননা ঐ আশিকানে রাসূল এবং আক্বার দিওয়ানীদের মধ্যে জানিনা কত আওলিয়া কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এবং আউলিয়াত হবেন। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২৪তম খন্ডের ১৮৪ পৃষ্ঠায় বলেন: জামাআতে (সমাবেশে) বরকত রয়েছে আর মুসলমানের জামায়েতের (সমাবেশে) মধ্যে দোয়া করা কবুল হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে থাকে। ওলামারা বলেন: যেখানে চল্লিশ জন নেক্কার মুসলমান একত্রিত হয় তাদের মধ্যে একজন **আল্লাহ্**র ওলী অবশ্যই থাকেন। (তায়ছীরে শরহে জামে সগীর, ১ম খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা, ৭১৪ নং হাদীসের পদ টীকা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৯) মাদানী মুন্না সুস্থতা লাভ করল

বাবুল মদীনা (করাচীর) এক যিম্মাদার ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ হল: ২০০৫ সালে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বাবুল ইসলাম

www.dawateislami.net

(সিন্ধু প্রদেশের) সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (সাহরায়ে মদীনা টোল প্লাজা সুপার হাইওয়ে রোড় বাবুল মদীনা করাচীতে) শেষের দিনে সংগঠিত হওয়া বিশেষ পর্ব টেলিফোনের মাধ্যমে ইসলামী বোনদের মাঝে রিলে **(RELAY)** করার ব্যবস্থা ছিল। এমনকি আমরা আপন এলাকার ইসলামী বোনদের মাঝে এটির দাওয়াত ব্যাপক করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ইজতিমার শেষের দিন সকালে আমরা কিছু ইসলামী বোনেরা ঘরে ঘরে গিয়ে ইজতিমায় অংশগ্রহণের উৎসাহ দিচ্ছিলাম ঐ সময় আমাদের সাথে একজন সীমাহীন দুঃখী ইসলামী বোনের সাক্ষাত হয়। তিনি চিন্তিত কণ্ঠে বললেন: আমার বাচ্চার শরীর খারাপ। ডাক্তাররা তার রিপোর্ট দেখে কোন মারাত্মক রোগের আশংকা প্রকাশ করছে। আপনারা দোয়া করবেন যেন **"আল্লাহ্ তাআলা** আমার সন্তানকে সুস্থতা দান করেন।" আমরা ঐ চিন্তিত ইসলামী বোনের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বরকত সমূহ শুনিয়ে অংশগ্রহণের দাওয়াত পেশ করি। তখনই তিনি সাথে সাথে আমাদের সাথে সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শেষ পর্বে অংশগ্রহণ করল। ইজতিমায় ভাবাবেগপূর্ণ দোয়ার সময় তিনি নিজের সন্তানের সুস্থতার জন্য দোয়া করেন। কিছুদিন পর ঐ ইসলামী বোন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়ও অংশগ্রহণ করে এবং ইজতিমার শেষে যিম্মাদার ইসলামী বোনকে বলল: اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বিশেষ পর্বে অংশগ্রহণে আমার এমন বরকত লাভ হয়েছে যে, যখন আমি আমার মুন্নার (বাচ্চার) পূনরায় মেডিকেল টেষ্ট করায় তখন আশ্চার্যজনক ভাবে রিপোর্ট একেবারে ভাল আসল এবং এখন আমার মাদানী মুন্না পরিপূর্ণভাবে সুস্থতা লাভ করেছে। আমার মাদানী মুন্নার হঠাৎ সুস্থতা লাভ ডাক্তারদেরকেও অবাক করে দিয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

ওয়াল্লাহ্ ওহ ছুন লেঙ্গে ফরিয়াদ কো পৌহ্ছেনগে,
ইতনা ভি তো হো কোয়ী জু আহ্! করে দিল ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১০) চাকরী মিলে গেল

বাবুল মদীনার (করাচীর) এক যিম্মাদার ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ হল: আমরা দীর্ঘদিন যাবত আর্থিক দূরাবস্থায় ছিলাম। আমার ছেলের বাবার (স্বামীর) কখনো কোন কাজ পেত নতুবা অধিকাংশ সময় বেকার থাকত। এই পরিস্থিতিতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লিগা ইসলামী বোনের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি তাকে নিজের করুণ অবস্থা বলে দোয়ার জন্য বললাম তিনি খুবই মুহাব্বতের সাথে শান্তনা দিলেন এবং আমার উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত পেশ করে এবং কিছুটা এভাবে আমার মনমানসিকতা তৈরী করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের অনেক বাহার রয়েছে, যেখানে অসংখ্য ইসলামী বোনদের তাওবা করা তাওফিক লাভ হয়েছে এবং তারা গুনাহে ভরা জীবন যাপন ছেড়ে নেক্কার হয়ে গেছে সেখানে অনেক সময় **আল্লাহ্ তাআলা**র দানক্রমে ঈমান তাজাকারী কারিশমা প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন- রোগীদের আরোগ্য লাভ হয়েছে, নিঃসন্তান সন্তান লাভ করা থেকে মুক্তিলাভ ইত্যাদি। তার ইনফিরাদী কৌশিশের মনকাড়া ধরণ আমাকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। অতএব আমি সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শরীক হলাম এবং শেষে ভাবাবেগপূর্ণ দোয়ার সময় আমি এটাও দোয়া করি,

www.dawateislami.net

হে আল্লাহ্! এ ইজতিমায় অংশগ্রহণের বরকতে আমাদের রোজগারের সমস্যা সমাধান করে দাও। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এখনো কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছিল। **আল্লাহ্ তাআলা** দয়ায় আমার বাচ্চার আব্বুর (স্বামীর) খুবই ভাল রোজগারের ব্যবস্থা করে দেয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমার অংশগ্রহণের বরকতে আমাদের দূরাবস্থা ভাল অবস্থায় পরিবর্তন হয়ে যায়।

দো'আলম মে বাটতা হে সদকা ইয়াহা কা,
হামে এক নেহী রেইজা খাওয়ারে মদীনা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১১) সত্যিকারের নিয়্যতের বরকত

বাবুল মদীনার (করাচীর) এক যিম্মাদার ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমার আগমণের সময় নিকটবর্তী ছিল। শেষের দিনের বিশেষ পর্বের বয়ান, যিকির ও দোয়া এবং সালাত ও সালাম টেলিফোনের মাধ্যমে ইসলামী বোনদের পর্দাসম্পন্ন ইজতিমা সমূহেও রিলে করা হত। আর আমাদের এলাকার ইসলামী বোনেরা ঘরে ঘরে গিয়ে সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াতকে প্রসার করা শুরু করে দেয়। ঐ ইসলামী বোনদের মাঝে মরহুমা যাহেদা আত্তারীয়াও অন্তর্ভূক্ত ছিল। তার আগ্রহ দেখার মত ছিল। তিনি সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বিশেষ পর্বে অংশগ্রণের জন্য ইসলামী বোনদের উপর ভরপুর ইনফিরাদী কৌশিশ এবং তাদেরকে ইজতিমা গাহে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাপনার মধ্যে ব্যস্ত দেখা যেত। সুন্নাতে ভরা ইজতিমার এক সপ্তাহ পূর্বে রবিবারে হঠাৎ তার শারীর খারাপ হয়ে যায় এবং

www.dawateislami.net

তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে তার অবস্থা দেখে তাকে তাড়াতাড়ি ভর্তি করা হল। তিনদিন বিছানায় অসুস্থ অবস্থায় থাকার পর মঙ্গলবারে অস্থায়ী দুনিয়া ছেড়ে চলে যান اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। রবিবারে সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শেষ পর্বে তার এলাকার অসংখ্য ইসলামী বোন অংশগ্রহণ করে। হঠাৎ এক ইসলামী বোন এই ঈমান তাজাকারী দৃশ্য দেখল যে, কিছুদিন পূর্বে ইন্তিকাল হওয়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগা যাহেদা আত্তারিয়া মরহুমাও সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেছে। **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তার উপর বর্ষীত হোক এবং তার সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আপ মাহবুব হ্যায় আল্লাহ্ عَزَّوَجَلَّ কে এয়ছে মাহবুব ﷺ,
হার মুহিব আপ কা মাহবুবে খোদা عَزَّوَجَلَّ হোতা হে। (সামানে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১২) সন্তান লাভ হল, পায়ের ব্যথা দুর হয়ে গেল

বাবুল মদীনার (করাচীর) এক ইসলামী বোনের লিখিত বর্ণনার সারাংশ হল: **আল্লাহ্**র পানাহ! আমি নতুন নতুন ফ্যাশনের অনুরাগী আর নামায কাযা করার অভ্যস্ত ছিলাম। আমার সৌভাগ্য যে, আমার এক মেয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। সে আমাকেও ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিতে থাকত। কিন্তু আমি তার কথাকে এড়িয়ে চলতাম। একদা নিয়মানুযায়ী আমার মেয়ে আমার উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে এবং আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমায় অংশগ্রহণকারীর একটি বরকত এটাও বলেছে;

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমায় অংশগ্রহণকারীদের দোয়া কবুল হওয়ার কতিপয় ঘটনা রয়েছে। এজন্য আপনিও ইজতিমা অংশগ্রহণ করুন আর ভাইয়ের জন্য দোয়া করুন। কথা হল আমার ছেলের বিয়ের চার বছর অতিক্রম হয়েছে কিন্তু সে সন্তান লাভের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিল। অতএব আমার মেয়ের উৎসাহ প্রদানের ফলে আমি এই নিয়্যত করি اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করব এবং আমার ছেলের জন্য সন্তান লাভের দোয়া করব। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা শুরু করি। সেখানে আমার ছেলের জন্যও দোয়া করি, কিছু কাল পর **আল্লাহ্ তাআলা** আমার ছেলেকে সন্তান প্রদান করে ধন্য করলেন। সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শরীক হওয়ার আরেকটি বরকত এটিও পেলাম, প্রায় ৩ বছর ধরে আমার পায়ে যে প্রচন্ড ব্যথা ছিল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি সেটা থেকেও মুক্তি পেয়ে গেলাম।

মাংগেংগে মাংগ জায়েগে মুহ্ মাংগি পায়িগে,
ছরকার মে না "লা" হে না হাজত "আগর" কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৩) আমার সমস্যা সমাধান হয়ে গেল

বাবুল মদীনার (করাচীর) এক বয়স্কা ইসলামী বোনের শপথ কৃত বর্ণনা কিছু এরকম: আমি বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত ছিলাম। আমরা একটি ভাড়া বাসায় থাকতাম। আয় কম হওয়ার কারণে ঠিকমত ভাড়া আদায় করতে পারতাম না। মেয়েরাও বিবাহের উপযুক্ত হচ্ছিল তাদের বিবাহের ব্যাপারে আলাদা চিন্তায় ছিলাম। একদিন কোন ইসলামী বোনের সাথে আমার সাক্ষাত হল, সে আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে এবং

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

ইনফিরাদী কৌশিশ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত ভাবে অংশগ্রহণের নিয়্যত করান এবং সেখানে গিয়ে নিজের সমস্যার জন্য দোয়া করার উৎসাহ প্রদান করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি ইজতিমায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকি। আমি সেখানে নিজের সমস্যার সমাধানে জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে দোয়া করতাম। কিছুকাল অতিবাহিত হল **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ায়। আমার ছেলের বাবার (স্বামীর) ভাল চাকুরী হল। আরো দয়ার উপর দয়া হল, কিছুদিনের মধ্যে ভাড়া বাসা ছেড়ে নিজস্ব বাড়ী ক্রয় করি। আর **আল্লাহ্ তাআলা আপন প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের বরকতে কন্যাদের বিয়ের দায়মুক্ত হওয়ার সামর্থ্যও লাভ হল। এভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার সমস্যায় জর্জরিত মরুভূমি হাসি-খুশিতে প্রস্ফুটিত সুজলা সুফলা বাগানে পাল্টে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ।

বে কছ ও বেবছ ও বে ইয়ার ও মদদগার হো জু,
আপ কে দরছে শাহা ছবকা ভালা হোতা হে। (সামানে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৪) মাদানী ইনআমাতের আমলের বরকতে "চল মদীনার" সৌভাগ্য নসীব হল

বাবুল মদীনার (করাচীর) এক ইসলামী বোনের শপথমূলক বর্ণনার সারাংশ কিছুটা এরকম: اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের ঘরের অধিবাসীরা আক্বায়ে নেয়ামত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর এক মহান খলিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর বংশধরের অন্তর্ভূক্ত।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ঐ খলিফা আমার আম্মাজানের নানাজান ছিলেন এবং আমাদের ঘরের সবাই তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিল। তার থেকে বাইয়াতের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি মুহাব্বত ও বিশ্বাস শিরা উপরিশরাই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আমলগত জীবনযাপনের দিক থেকে আমাদের উদাহরণ অলিখিত (সাদা) কাগজের মত ছিল। বিশেষত নিয়মিতভাবে নামায আদায় করা থেকে বঞ্চিত ছিলাম, এমনকি ফ্যাশন পূজারী এবং গান বাজনা শুনার অশুভ ব্যধিতে আক্রান্ত ছিলাম। রাগ ও খিটখিটে স্বভাব আমাদের অন্যতম অভ্যাস ছিল। আমার ফুফাত ভাই (যিনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন) ইনফিরাদী কৌশিশ করে আামার ভাইজানকে ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুধু দাওয়াত দেননি বরং সাথে নিয়ে যেতে লাগলেন। ভাইজান সুন্নাতে ভরা ইজতিমা থেকে ফিরে ইজতিমার বর্ণনা শুনাতেন যার মধ্যে সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মঙ্গলময় আলোচনাও শুনতে পেতাম যার কারণে আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে অন্তরঙ্গতা অনুভব হতে লাগল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই অন্তরঙ্গতার চিন্তা-ভাবনা আমাকে প্রথমবার ১৯৮৫ সালের বাৎসরিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বিশেষ পর্বে অংশগ্রহণ করতে উদ্ধুদ্ধ করে। অতঃপর আমিও ইসলামী বোনদের সাথে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করি সেখানে আমরা পর্দার মধ্যে থেকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সংগঠিত বয়ান শুনি এবং ভাবাবেগপূর্ণ দোয়া করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ঐ ইজতিমায় অংশগ্রহণের বরকতে আমার গুনাহ থেকে তাওবা করার সৌভাগ্য নছীব হয়। আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা লাভ/ অর্জিত হয়। যার উপর অটল থাকার জন্য আমি মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা শুরু করি।

www.dawateislami.net

মাদানী ইনআমাতের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ "চল মদীনার"[১] সৌভাগ্যও নছীব হয়।

চল মদীনা ওহী হো ছাকে জিস্কা দিল,
ঘর মে রেহ কর ভি মদীনে মে হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৫) বিনা অপারেশনে সন্তান ভূমিষ্ট হল

হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম সিন্ধু) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হল: সম্ভবত ১৯৯৮ সালের ঘটনা। আমার ঘরওয়ালী (স্ত্রী) সন্তান সম্ভবা ছিল। দিনও পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা বলছিল: হয়ত অপারেশন করতে হবে। তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমার (সাহরায়ে মদীনা মূলতান) সময় সন্নিকটে ছিল। ইজতিমার পরে সুন্নাত প্রশিক্ষণের ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সফর করার আমার নিয়্যত ছিল। ইজতিমায় জন্য রওয়ানা হওয়ার সময় কাফেলার সরঞ্জাম সাথে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছলাম। যেহেতু পরিবারের অন্যান্য সদস্য সহযোগীতার জন্য বিদ্যমান ছিল। আমার ঘরওয়ালী (স্ত্রী) অশ্রুসজল নয়নে আমাকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (মূলতানে) যাওয়ার জন্য বিদায় জানায়। আমার মনমানসিকতা এভাবে তৈরী ছিল যে,

---

[১] আমীরে আহ্লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কাফেলার সাথে হজ্ব ও মদীনা যিয়ারত দ্বারা ধন্য হওয়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে **"চল মদীনা"** সৌভাগ্য লাভ বলা হয়। (মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ)

www.dawateislami.net

এখন আমাকে আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং এরপর সেখান থেকে ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় অবশ্যই সফর করতে হবে। হায়! এটার বরকতে নিরাপদ সহকারে সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে যেত। আমি গরীবের কাছে তো অপারেশনের খরচও ছিলনা! যা হোক আমি মদীনাতুল আউলিয়া মূলতান শরীফে হাজির হই। সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় খুবই বিনীতভাবে কেঁদে কেঁদে দোয়া করি। ইজতিমার শেষের ভাবাবেগপূর্ণ দোয়ার পর আমি ঘরে ফোন করি তখন আমার আম্মাজান আমাকে বললেন: মোবারক হোক! গত রাতে **আল্লাহ্ তাআলা** বিনা অপারেশনে তোমাকে চাঁদের মত মাদানী মুন্নী দান করেছেন। আমি খুশীতে আন্দোলিত হয়ে আরয করি: আম্মাজান! আমার জন্য কি হুকুম? চলে আসব? নাকি ৩০ দিনের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যাব? আম্মাজান বললেন: বেটা! নিশ্চিন্তে থাক আর মাদানী কাফেলায় সফর কর। নিজের মাদানী মুন্নীকে দেখার আকাংখাকে অন্তরে দমন করে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি ৩০ দিনের মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসুলদের সাথে রাওয়ানা হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যতের বরকতে আমার সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। মাদানী কাফেলার বাহারের বরকতের কারণে ঘরের সদস্যদের অনেক মজবুত মাদানী যেহেন তৈরী হয়। এমনকি আমার বাচ্চার মায়ের (স্ত্রীর) বক্তব্য হল: যখন আপনি মাদানী কাফেলায় মুসাফির হন, তখন আমি বাচ্চাসহ নিজেকে নিরাপদ মনে করি।

জাজগী আসান হো, খোব ফয়যান হো,
গ্বম কে ছায়ে ঢলে, কাফেলে মে চলো।
বিবী বাচ্চে সবহী, খোব পাঁয়ি খুশী,
খায়রিয়াত ছে রহে, কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১৬) ঘরের সদস্যদের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করুন

ইসলামী বোনেরা! এ মাদানী বাহারের মধ্যে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন সবার জন্য রহমতের সুবাসিত মাদানী ফুল রয়েছে। ইসলামী বোনদের উচিত তার নিজের বাচ্চা, তাদের আব্বু, নিজের বাবা, ভাই ইত্যাদি মুহরিমদের উপর খুব বেশি ইনফিরাদী কৌশিশ করা। এতবেশি করুন, এতবেশি করুন, এতবেশি করুন সবাই যেন পাকা-পোক্ত নামাযী, সুন্নাত পালনকারী, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহনকারী, মাদানী ইনআমাতের আমলকারী, প্রতি মাসে মাদানী কাফেলার মুসাফির এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আমলদার মুবাল্লিগ হয়ে যায়। এভাবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার জন্য সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে। সুন্নাত শিখানো এবং নেকীর উৎসাহ প্রদানের মহান সাওয়াব অর্জনের জন্য কতই উত্তম হতো, যদি আপনি **ফয়যানে সুন্নাত** ১ম খন্ড থেকে ঘর দরস শুরু করে দিতেন। আপনার উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য ৪টি হাদীস শরীফ পেশ করা হচ্ছে:

হুযুর পুরনূর ﷺ ৪টি বাণী

(১) সৎকাজের প্রতি পথ প্রদর্শনকারী সৎকাজ সম্পাদন কারীর মত।[১] (২) যদি **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার মাধ্যমে কোন এক ব্যক্তিকেও হেদায়েত দান করে থাকেন, তবে এটি তোমারদের কাছে লাল উঠ থাকার চেয়েও উত্তম।[২] (৩) নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা, তাঁর** ফেরেশতা, আসমান ও জমিনের সকল সৃষ্টি এমনকি পিপড়া তাদের গর্ত সমূহে এবং মাছেরা (পানিতে), লোকদেরকে নেকীর শিক্ষাদানকারীর উপর "সালাত" প্রেরণ করেন।[৩]

---

[১] (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৭৯)
[২] (সহীহ মুসলিম, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪০৬)
[৩] (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৯৪)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** "সালাত" দ্বারা **তাঁর** বিশেষ রহমত এবং সৃষ্টিজগতের "সালাত" দ্বারা বিশেষ রহমতের দোয়া উদ্দেশ্য। (মিরআতুল মানাজিহ, ১ম খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা) (৪) সর্বোত্তম সদকা হল; মুসলমান ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে তারপর নিজের মুসলমান ভাইকে শিখাবে।[১]

(১৭) সন্তান সুস্থ হয়ে গেল

বাবুল মদীনার (করাচীর) এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কিছু ইসলামী বোন নেকীর দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমাদের ঘরে আসত, তারা আমার উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াতে অংশগ্রহণের দাওয়াত দিত। কিন্তু আমি অলসতার কারণে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম। একদিন হঠাৎ আমার সন্তানের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। ডাক্তারকে দেখায় তখন ডাক্তার আশংকা প্রকাশ করে যে, হয়ত এখন এ বাচ্চা সারাজীবন পায়ে হেঁটে চলতে পারবেনা। এমনকি তার মস্তিস্কের কার্যকারিতাও ঠিক নেই। এটি শুনে আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায়। প্রত্যেক মায়ের মত আমিও আমার ছেলেকে খুবই ভালবাসতাম। এই কষ্ট আমাকে অস্থির করে তুলে। এ অবস্থায় কিছুদিন চলে যায়। একদিন পুনরায় ঐ ইসলামী বোনেরা নেকীর দাওয়াত দেওয়ার জন্য আসে। তারা আমার চেহারায় দুশ্চিন্তার চিহ্ন দেখে সমবেদনা প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করল: ভাল আছেন? আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে? আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম, তখন তারা আমাকে অনেক সাহস দেয় এবং

[১] (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৩)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

বলে আপনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ১২ সপ্তাহ নিয়মিত ভাবে অংশগ্রহণ করুন এবং সেখানে নিজের সন্তানের জন্য দোয়াও করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার সন্তান সুস্থতা লাভ করবে। সুতরাং আমি ১২ সপ্তাহ ইজতিমায় অংশগ্রহণের জন্য দৃঢ় নিয়্যত করে নিই। যখন আমি প্রথম সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করি এবং যখন সেখানে ভাবাবেগপূর্ণ দোয়া হয় তখন আমিও আপন প্রতিপালকের এর দরবারে নিজের কলিজার টুকরা (সন্তানের) সুস্থতার জন্য বিনীত ভাবে কেঁদে কেঁদে দোয়া করি। ইজতিমার পর যখন ঘরে ফিরে আসি তখন আমি আমার সন্তানের শরীর আগের থেকে ভালো দেখলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আমার সন্তান সুস্থতা পরিপূর্ণভাবে লাভ করে। এভাবে ডাক্তারদের আশংকা ভূল প্রমাণিত হল এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের বরকতে আমার সন্তান চলাফেরাও করতে লাগল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এটা লিখা পর্যন্ত আমাদের সকল পরিবার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জান্নাতের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছি।

মেরে গাউছ কা উছিলা রহে শাদ সব কাবিলা,
উনহে খুলদ মে বাছানা মাদানী মদীনে ওয়ালে ﷺ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনেরা! আপনারা দেখলেন তো! سُبْحٰنَ الله সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বরকতে কিভাবে মনের আশা পূরণ হয়। আশার শুকনো ক্ষেত তরতাজা হয়ে যায়, কিন্তু এটা মনে রাখবেন প্রত্যেকের মনে আশা আবশ্যিকভাবে পূরণ হবে তা জরুরী নয়। অনেক সময় এমন হয় যে, বান্দা যা চায় তা তার জন্য ভাল হয়না এবং তার চাওয়া পূরণ করা হয়না। তা মুখে চাওয়া উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়াই তার জন্য পুরস্কার হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

যেমন- এমন যে, সে নেক্কার সন্তান চায় কিন্তু তাকে মাদানী মুন্নী দান করা হয় এবং এটিই তার জন্য উত্তম হবে। যেমন- ২য় পারার সূরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

وَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

এবং সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর। (পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২১৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৮) এ পরিবেশ (মাহল) নগন্যকে মহান বানিয়ে দিয়েছে, দেখো!

বাবুল মদীনার (করাচীর) এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ: মাতা-পিতার জোর-জবরদস্তীর কারণে আমি কুরআনে পাক হিফ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করে ছিলাম কিন্তু পরে আমি সেটিকে পূনরাবৃত্তি করা ছেড়ে দিয়েছিলাম যার কারণে মা-বাবার দুশ্চিন্তা ছিল। এত মহান সৌভাগ্য লাভ করা সত্ত্বেও আফসোস! আমার আমলগত অবস্থা এমন ছিল যে, আমি নিয়মিত ভাবে নামায আদায় করা থেকে উদাসীন ছিলাম। নিত্যনতুন ফ্যাশন করা এবং সিনেমা গান শুনার তো এতবেশি আসক্ত ছিলাম যে, হেডফোন লাগিয়ে অনেক সময় তো সারা রাত গান শুনে বরবাদ করে দিতাম। T.V.র ধ্বংসলীলা আমাকে চরম মন্দভাবে জড়িয়ে নিয়েছিল। এমনকি আমি সিনেমা নাটক দেখার খুবই পাগল ছিলাম। বিশেষত এক গায়কের গানের এমন আসক্ত ছিলাম যে, আমার বান্ধবীরা আমাকে ঠাট্টা করে বলত সে তো মৃত্যু বরণ করার সময়ও ঐ গায়কের স্মরণ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে।

www.dawateislami.net

আফসোস! শত কোটি আফসোস! যদি আমি ঐ গায়কের কোন অনুষ্ঠান না দেখতাম তবে কান্না করতে করতে অবস্থা খারাপ হয়ে যেত এমনকি খাবারও খেতাম না। মোটকথা আমার সকাল সন্ধ্যা এভাবে গুনাহে অতিবাহিত হচ্ছিল। আমার মামী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইমলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি আমাকে ইজতিমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দিতেন, কিন্তু আমি এড়িয়ে যেতাম। তার ধারাবাহিক ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে অবশেষে আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য নসীব হল। ইজতিমায় সংগঠিত সুন্নাতে ভরা বয়ান, যিকিরুল্লাহ্ এবং ভাবাবেগ পূর্ণ দোয়া আমার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করল। এক হালকা যিম্মাদার ইসলামী বোন আমার প্রতি খুবই স্নেহ প্রকাশ করতেন এবং আমাকে ঘর থেকে ডেকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করাতেন। তার ধারাবাহিক স্নেহের ফলে আমার সংশোধনের মাধ্যম হতে লাগল এমনকি সিনেমা নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনা এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে তাওবা করে নিই। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসট সমূহ শুনতাম তখন খোদাভীতিতে কেঁপে উঠতাম যে, যদি এভাবে গুনাহ করতে করতে আমার মৃত্যু চলে আসে তবে আমার কি অবস্থা হবে! এইভাবে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব ও রিসালা সমূহ পাঠ করে আমার মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হল এবং আমিও ইসলামী বোনদের সাথে মিলেমিশে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। যিম্মাদার ইসলামী বোন আমাকে যেই দায়িত্ব দিতেন আমি সুন্দরভাবে তা সম্পাদন করার চেষ্টা করতাম। এভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করতে করতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এটা লিখা পর্যন্ত এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের খাদেমা হিসেবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজকে বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট আছি।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মুফতীয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** হাফেজ মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী আল মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিনি ছাত্র থাকাকালীন সময়ের ঘটনা হল: তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কুরআনে পাকের মোট ৭টি মনজিল থেকে প্রতিদিন এক মনজিল তিলাওয়াত করতেন আমিও তাঁর অনুসরণে প্রতিদিন এক মনজিল তিলাওয়াত পূনরাবৃত্তি করে প্রতি সাতদিনে একবার কুরআন খতম করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **হে আল্লাহ্!** আমাকে এ কাজে অটলতা দান কর।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইস্তিকামাত দ্বীন পর ইয়া মুস্তাফা করদো আতা,
বেহরে খাব্বব ও বিলাল ও আলে ইয়াসির ইয়া নবী ﷺ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ কিরূপ চমৎকার। এটির ছায়াতলে এসে জানিনা সমাজের কত বিপথগামী লোক চরিত্রবান হয়ে সুন্নাতে ভরা সম্মানী জীবন অতিবাহিত করছে এমনকি ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহের বাহারও আপনাদের সামনে রয়েছে। যেভাবে ইজাতিমাতে অংশগ্রহণের বরকতে অনেকের দুনিয়াবী বিপদ দূরীভূত হয়ে যায়, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই ভাবে **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাফায়াত দ্বারা গুনাহের কারণে আগত আখিরাতের মুসিবতও শান্তিতে পাল্টে যাবে।

টুট জায়েগে গুনাহগারো কে ফওরান কয়েদোবন্দ,
হাশর কো খুল জায়েগী তাকাত রাসুল্লাহ্ কি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১৯) আমি প্যান্ট-শার্ট পরিধান করতাম

বাবুল মদীনার (করাচীর) এক ইসলামী বোনের বর্ণনা কিছুটা এরকম: আমি পশ্চিমা সংস্কৃতির চরম আসক্ত ছিলাম। এমনকি ছেলেদের মত প্যান্ট-শার্ট পরিধান করতাম। নামুহরিম পুরুষদের সাথে নিঃসংকোচে কথাবার্তা বলতাম এবং দুষ্ট প্রকৃতির বন্ধুদের সংস্পর্শে থাকতাম। আমার পিতা হোটেল ব্যবসায়ী ছিলেন। আমি এতই নির্ভীক ছিলাম যে, পিতা নিষেধ করা সত্ত্বেও হোটেলের কাউন্টারে বসে যেতাম। আমি একটি স্কুলে পড়তাম। **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ায় হঠাৎ আমার মনে ধর্মীয় মাদ্রাসায় পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হল! আমি যখন পিতাকে এটির আগ্রহ প্রকাশ করলাম তখন তিনিও এটিকে সুবর্ণ সুযোগ জেনে আমাকে সাথে সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদ্রাসাতুল মদীনায় (মহিলা বিভাগ) ভর্তি করে দেন। আমি সেখানে কুরআনে পাক পড়া শুরু করি। কিছুদিন পর আমাদের শিক্ষিকা আমাদেরকে সাহারায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফে সংগঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বাৎসরিক আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সম্পর্কে বলেন এবং ঘরে ঘরে গিয়ে নেকীর দাওয়াতের মধ্যে ইসলামী বোনদের মধ্যে ইজতিমার দাওয়াত প্রসার করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। আমরা খুবই উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এ সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত প্রসারে ব্যস্ত হয়ে যায়। আমি ইজতিমার শেষ দিনের বিশেষ পর্বের জন্য খুবই ব্যাকুলতা সহকারে অপেক্ষা করছিলাম কেননা আমি এর আগে কখনো ইজতিমায় অংশগ্রহণ করিনি। অবশেষে অপেক্ষার মূহুর্ত শেষ হল, আর ঐ দিনও চলে আসল। আমি খুব আগ্রহ সহকারে বাৎসরিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বিশেষ পর্বে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করি। যাতে "গুনাহের চিকিৎসার" বিষয়ে সংগঠিত টেলিফোনের মাধ্যমে বয়ান শুনার সৌভাগ্য লাভ হল। বয়ান শুনে আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়ে কেঁপে উঠি।

www.dawateislami.net

আমার এমন অনুভূতি হল যে, হায়! হায়! আমি আপন প্রতিপালকের কেমন কেমন নাফরমানী সমূহে লিপ্ত আছি! শেষে ভাবাবেগপূর্ণ দোয়া হল। দোয়ার সময় ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী অসংখ্য ইসলামী বোনের কান্নাকাটি দেখে আমার চোখ থেকেও পানি বের হতে লাগল। আমার অন্তর লজ্জার সমুদ্রে সাঁতার কাটতে লাগল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে নিজের সকল গুনাহ থেকে তাওবা করি এবং নিজের সংশোধনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিই। মাদ্‌রাসাতুল মদীনার মাধ্যমে ইজতিমায় উপস্থিতি এবং সেখানে লাগা মাদানী আঘাতের বরকতে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি শরয়ী পর্দা করা শুরু করি এবং নামাযও নিয়মিতভাবে আদায় করি। আজ আমার পিতা-মাতা আমার উপর খুবই খুশী এবং তারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দয়া স্বীকারকারী যার বরকতে তাদের ফ্যাশন পূজারী কন্যা সুন্নাতে ভরা জীবন যাপনের রাজপথে দ্রুত চলতে থাকে।

সুন্নাতে মুস্তফা ﷺ কি তু আপনায়ে জা,
দ্বীন কো খোব মেহনত ছে পিলায়ে জা,
ইয়ে ওসিয়ত তু আত্তার পোঁহছায়ে জা,
উছ কো জু উন কে গ্বম কা তলবগার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২০) আমি প্রতিদিন ৩/ ৪টি সিনেমা দেখতাম!

বাবুল মদীনার (করাচীর) এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারমর্ম: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি এক মডার্ণ মেয়ে ছিলাম। দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের জন্য সীমাহিন আসক্ত ছিলাম।

www.dawateislami.net

সিনেমা দেখার ভূত মাথায় এমন ভাবে চড়ে বসেছিল যে, আমি এক রাতে তিন চারটা সিনেমা দেখে নিতাম। আর **আল্লাহ্**র পানাহ! গান শুনারও এমন নেশা ছিল যে, ঘরের কাজ-কর্ম করার সময় ও টেপ রেকর্ডারে উঁচু আওয়াজে গান বাজাতাম। আমার এক বোন (যে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর অন্য শহরে বসবাস করত) **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে অনেক মুহাব্বত করত। সে যখন কখনো বাবুল মদীনা (করাচী) আসত তখন রবিবার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকায **ফয়যানে মদীনা**য় অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করত। রাতে ইশকে রাসুলে সিক্ত চমৎকার নাত সমূহ শুনত। যার কারণে আমার গান শুনার সুযোগ হতনা। এমনকি তার উপর আমার অনেক রাগ আসত বরং কখনো কখনো তার সাথে ঝগড়াও করতাম। একবার সে যখন বাবুল মদীনা (করাচীতে) আসে তখন আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে খুবই স্নেহসহকারে বলতে লাগল: যে অনর্থক সিনেমা-নাটক দেখে সে শান্তির হকদার। আরো ইনফিরাদী কৌশিশ চালু রেখে অবশেষে আমাকে **ফয়যানে মদীনা**য় অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহনে রাজী করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করি। সৌভাগ্যক্রমে ঐ দিন সেখানে বয়ানের বিষয়ও **"টিভির ধ্বংসলীলা"**[১] ছিল। এ বয়ান শুনে আমার অন্তরের অবস্থা পাল্টে যেতে লাগল। ভাবাবেগপূর্ণ দোয়া সোনায় সোহাগা হল। দোয়ার সময় আমার মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয় এবং চোখে থেকে পানি প্রবাহিত হতে থাকে। আমি সত্য অন্তরে আমার অতীতের সকল গুনাহ থেকে তাওবাও করে নিই।

---

[১] আমীরে আহ্লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আওয়াজে অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট এবং ঐ বয়ানের রিসালা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন। **(মজলিশে মাকতাবাতুল মদীনা)**

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ যখন আমি সুন্নাতে ভরা ইজতিমা থেকে ফিরে ঘরের দিকে রওয়ানা হই তখন আমার অন্তর টিভির গুনাহে ভরা অনুষ্ঠান সমূহ এবং গান-বাজনা থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইজতিমা থেকে নিজের কক্ষে বিদ্যমান কার্টুনের ছবি ফেলে দিয়ে কা'বা শরীফ এবং মদীনা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর প্রিয় প্রিয় ফ্রেম ঝুলিয়ে দিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এটা লিখা পর্যন্ত আমি জামেয়াতুল মদীনায় (মেয়েদের) দরসে নিজামী শিক্ষা অর্জন করছি এমনকি নিজের এলাকায় এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের খাদেমা (যিম্মাদার) হিসেবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে সচেষ্ট আছি।

ছরকার ﷺ! চার ইয়ার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُم কা দেতা হো ওয়াসেতা,
আইছি বাহার দো না খাযানা পাছ আছেকা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২১) আমি ১২ বছর যাবৎ নিঃসন্তান ছিলাম

বাবুল মদীনার (করাচীর) এক ইসলামী বোনের বর্ণনা কিছুটা এরকম: আমার বিয়ের দীর্ঘ ১২টি বছর অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি সন্তানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিলাম। একবার আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের শেষে আমার সাথে এক মুবাল্লিগা ইসলামী বোনের সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে মাদানী পরিবেশের বরকত সমূহ বলেন। আমি তাকে আমার নিঃসন্তান হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করি তখন তিনি খুবই মুহাব্বত সহকারে বললেন: আপনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ধারাবাহিক ভাবে ১২ সপ্তাহ অংশগ্রহণের নিয়্যত করে নিন এবং

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

ইজতিমা চলাকালিন অনুষ্ঠিত দোয়ায় নিজের জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে সন্তান ভিক্ষা চাইবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় অবশ্যই দয়া হবে। অতএব আমি নিয়্যত করেনিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণের বরকতে আমার দোয়া কবুল হয় এবং **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে চাঁদের মত মাদানী মুন্না দান করেন এবং এভাবে আমার উজাড় হওয়া বাগানে বসন্ত আসল।

বাহার আয়ে মেরে দিল কে চামন মে ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ﷺ,
ইদরভি আলাগী ছিটা কুয়ী রহমত কে বাদল ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনেরা! হতে পারে কারো মনে এ কুমন্ত্রণা আসছে যে; আমিও তো অনেকদিন যাবৎ ইজতিমায় অংশগ্রহণ করছি এবং খুবই কান্না করে করে দোয়া করি কিন্তু আমার সমস্যা সমাধান হয়না। আমার ছেলে নিঃসন্তান। মেয়ের বিবাহ হচ্ছেনা। বড় মেয়ের তিনটি কন্যা বেচারী নেক্কার পুত্র সন্তানের জন্য ব্যাকুল রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব আরয হচ্ছে, যদি দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শন প্রকাশ না পেলেও অভিযোগের শব্দাবলী মুখে উচ্চারণ করা উচিত নয়। আমাদের কল্যাণ কোন বিষয়ে রয়েছে তা অবশ্যই **আল্লাহ্ তাআলাই** ভাল জানেন। আমাদের সর্বাবস্থায় **আল্লাহ্ তাআলার** কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকা উচিত। তিনি ছেলে সন্তান দিলে তখনও তার কৃতজ্ঞতা, কন্যা সন্তান দিলে তখনও তাঁর কৃতজ্ঞতা উভয় দিলে তখনও শোকরিয়া আর না দিলে তখনও শোকরিয়া সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা আর কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত। ২৫তম পারার সূরা শূরার ৪৯ ও ৫০ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿۴۹﴾ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا ۚ وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿۵۰﴾

আল্লাহ্রই জন্য আসমান সমূহ ও যমীনের রাজত্ব, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যাসন্তান সমূহ দান করেন এবং যাকে চান পুত্র সন্তান সমূহ দান করেন অথবা উভয়ই যুক্তভাবে প্রদান করেন পুত্র ও কন্যা সন্তান। যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময় শক্তিমান।

(পারা- ২৫, সূরা- শূরা, আয়াত- ৪৯-৫০)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: তিনি মালিক। নিজের নেয়ামতকে যেভাবে চান বন্টন করেন। যাকে যা চান প্রদান করেন। আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام মধ্যেও এসব অবস্থা পাওয়া যায়। হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও হযরত সায়্যিদুনা শোয়াইব عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর শুধু কন্যা ছিল কোন ছেলে ছিলনা। আর হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর শুধু ছেলে ছিল কোন কন্যা ছিলনা, আর **সায়্যিদুল আম্বীয়া, হাবীবে কিবরিয়া, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্ তাআলা** চারজন শাহ্জাদা এবং চারজন শাহ্জাদী প্রদান করেছেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর কোন সন্তানই ছিলনা।

(খাযাইনুল ইরফান, ৭৭৭পৃষ্ঠা। ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে রমযান অধ্যায়,, ১ম খন্ড, ৮৮২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(২২) গুনাহকে গুনাহ হিসেবে জানার অনুভূতি মিলল

বাবুল মদীনার (করাচীর) এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ: আমি নামায কাযা করা এবং বেপর্দার মত গুনাহে লিপ্ত ছিলাম। আফসোস! আমার গুনাহকে গুনাহ মনে করার কোন অনুভূতিই ছিলনা। আমি আখিরাতের চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে উদাসীন এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। দুনিয়াবী আরাম আয়েশ থাকা সত্ত্বেও অন্তরে প্রশান্তি ছিলনা। আমি অদ্ভুত অস্থিরতা ও দম বন্ধ হওয়ার উপক্রমে থাকতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার অন্তরে প্রশান্তি মিলল এবং এটা এভাবে হল: কিছু ইসলামী বোনের দাওয়াতে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। সেখানে আমি সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনি, আপন প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকির করি, এরপর সংগঠিত ভাবাবেগপূর্ণ দোয়ায় আমাকে হতবাক করে দিল, আর আমি কান্না করে করে নিজের গুনাহ সমূহ থেকে তাওবা করি। আমার অস্থির অন্তরে প্রশান্তি অনুভব হল আর এমন লাগল যেন আমার অন্তর থেকে কোন বোঝা নেমে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ঐ ইজতিমায় অংশগ্রণের বরকতে আমি মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং এটা লিখা পর্যন্ত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট আছি।

পিয়াছু মুজদা হো কেহ ওহ সাকিয়ে কাওছার ﷺ আয়ে,
চাইন হি চাইন হে আব জাম আতা হো তা হে। (সামানে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(২৩) আমি মুভি (নাটক) বানাতাম

বাবুল মদীনার (করাচীর) এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ: আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে গান-বাজনা খুবই আগ্রহ সহকারে শুনতাম। আমি ড্রামা (নাটক) বানানোর প্রতি খুবই আসক্ত ছিলাম। যখন কোন বিয়েতে অংশগ্রহণ করতাম তখন নাচতাম এবং নিজে বলে খুবই ড্রামা বানাতাম। আমার অন্তর গুনাহের স্বাদে এমন গ্রেফতার ছিল আমার না কোন নামায কাযা হওয়ার চিন্তা থাকত, না রোযা ছুটে যাওয়ার। ক্ষতি ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত আমার গুনাহে ভরা জীবন যাপন নেকীর রাজপথের দিকে এভাবে ফিরল যে, সৌভাগ্যক্রমে কিছু ইসলামী বোন ইনফিরাদী কৌশিশ করার ফলে আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য নসীব হল। **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ায় সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণে হাতোহাত (সাথে সাথে) বরকত এটা পেলাম যে, আমি সেখানে বসে বসে নিজের সকল গুনাহ থেকে তাওবা করি এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার ও রমযানুল মোবারকের রোযা পালন করার দৃঢ় নিয়্যত করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে গুনাহ থেকে বিরত থাকার যেহেন তৈরি হয় এবং ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করার সৌভাগ্যও লাভ করছি।

বাড়হা ইয়ে সিলসিলা রহমত কা দওরে যুলফে ওয়ালা মে,
তাসালসুল কালে কোছো রেহ গেয়া ইছইয়া কি জুলমত কা।
(হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআনে পাক	রযা একাডেমি, বুম্বাই, ভারত	আল হিদায়া	কুয়েটা
তরজুমায়ে কানযুল ঈমান	রযা একাডেমি, বুম্বাই, ভারত	মিরাতুল মানাজিহ্	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
তাফসিরে দুররে মনছুর	দারুল ফিকর, বৈরুত	ফাতহুল কাদীর	কুয়েটা
তাফসিরে খাযায়িনুল ইরফান	রযা একাডেমি, বুম্বাই, ভারত	খুলাসাতুল ফাতাওয়া	কুয়েটা
সহিহ বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	ফাতাওয়ায়ে কাযি খাঁন	পেশওয়ার
সহিহ মুসলিম	দারে ইবনে হাযম, বৈরুত	আল বাহ্রুল রায়িক	কুয়েটা
সুনানে তিরমিযী	দারুল ফিকর, বৈরুত	শরহুল বেকায়া	বাবুল মদীনা, করাচী
সুনানে নাসায়ী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	হাশিয়াতুত্ তাহতাওয়ি আলাদ্ দুর	কুয়েটা
সুনানে আবু দাউদ	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী	কুয়েটা
সুনানে ইবনে মাজাহ	দারুল মা'রেফা, বৈরুত	দুররে মুখতার	দারুল মা'রেফা, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	রদ্দুল মুহতার	দারুল মা'রেফা, বৈরুত
মুয়াত্তা ইমাম মালিক	দারুল মা'রেফা, বৈরুত	জাদ্দুল মুমতার	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
মুসনাদুল বায্যার	মাকতাবাতুল উলুল ওয়াল হিকম, আল মদীনাতুল মুনাওয়ারা	নূরুল ইযাহ্	মদীনাতুর আউলিয়া, মুলতান
তারিখে দামেস্ক	বৈরুত	মারাকিউল ফালাহ্	বাবুল মদীনা করাচী
শরহুস্ সুন্নাহ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আল জওহেরাতুল নিরাহ	বাবুল মদীনা করাচী
আল মু'জামুল কাবীর	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	গুনিয়া	সাহিল একাডেমি মারকাযুল আউলিয়া লাহুর
আল মু'জামুল আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	মানিয়াতুল মুছাল্লা	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
আল মু'জামুল সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া	বাবুল মদীনা করাচী
আল সুনানুল কুবরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	তাবইনুল হাকায়িক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

আল জামেউস সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আল নাহারুল ফায়িক	মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান
মাজমাউয যাওয়ায়িদ	দারুল ফিকর, বৈরুত	গমযউয়ুনুল বাছায়ির	বাবুল মদীনা করাচী
কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
কিতাবুদ দোয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া	মাকতাবা রযবীয়া, বাবুল মদীনা করাচী
আল বদুরুস সাফিরাত	মুয়াস্ সাসাতুল কুতুবুস সাকাফিয়াহ্	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
আল ইহসান বাতারতিবে সহিহ ইবনে হাব্বান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	কানুনে শরীয়াত	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকর, বৈরুত	আল মিযানুল কুবরা	বৈরুত
মিশকাতুল মাসাবিহ্	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	মিনহুল রওযুল আযহার	দারুল বাশায়িরুল ইসলামিয়া, বৈরুত
মিরকাতুল মাফাতিহ্	দারুল ফিকর, বৈরুত	ইহ্ইয়াউল উলুম	দারে সাদের, বৈরুত
আশিয়াতুল লুমআত	কুয়েটা	আল কওলুল বদী	মুয়াস্সাসাতুল রাইয়ান, বৈরুত
শরহুস সুদুর	মারকাযে আহলে সুন্নাত বারাকাত রযা	আল ওয়যীফাতুল করীমা	ইদরাতু তাহকিকাতে ইমাম আহমদ রযা
তারিখে বাগদাদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	কিতাবুল কাবায়ির	পেশওয়ার
মুকাশাফাতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	ফাতহুল কাদীর	কুয়েটা
রাহাতুল কুলুব	শাব্বির ব্রাদার্স মারকাযুল আউলিয়া লাহুর	মাসায়িলুল কুরআন	রুমি পাবলিকেশন মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
খুলাসাতুল ফাতাওয়া	কুয়েটা	ইসলামী যিন্দেগী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
ফাতাওয়ায়ে কাযি খাঁন	পেশওয়ার		

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

আপনিও মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান

ইসলামী বোনেরা! তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর প্রিয় রাসুল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় অচল পাথরও অমূল্য হীরাতে পরিণত হয়। খুবই জলমল করে এবং এমন শান শওকতের সাথে মৃত্যুকে লব্বায়িক বলে প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রোতা এর প্রতি ঈর্ষা করে এবং জীবিত থাকার স্থলে এমন মৃত্যু কামনা করতে থাকে। আপনিও দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করুন এবং শায়খে তরীকত আমীরে আহ্লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার উভয় জগতে অসংখ্য কল্যাণ অর্জিত হবে।

মকবুলে জাহা ভর মে হো দা'ওয়াতে ইসলামী,
সদকা তুঝে আয় রব্বে গাফ্ফার মদীনে কা।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ অপরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net